চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেটে সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 165 Thursday, 16 May, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৬৫ সংখ্যা ✱ ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ১৬ মে, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোথায় ক'টা মামলা করেছে পুলিশ তা জানতে চেয়েই মামলা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

খনিগর্ভে ডুলির স্প্রিং মাথায় লেগে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। বুধবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল অন্ডালের জামবাদ কোলিয়ারীতে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

যক্ষ্মা রোগীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ। কাঠগড়ায় কাটোয়া হাসপাতাল। অভিযোগ, মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া ওষুধ দেওয়া হয় যক্ষ্মা রোগীদের। ...বিস্তারিত পাতা ৭

এই বছর টি২০ বিশ্বকাপের পরেই রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। টিম ইন্ডিয়ার জন্য নতুন কোচের খোঁজ ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে বিসিসিআই। ...বিস্তারিত পাতা ৮

সত্যজিৎ রায় বেঁচে থাকলে মমতাকে নিয়ে হীরক রানির ছবি বানাতেন শাহ

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর, ১৫ মেঃ ফের নির্বাচনী প্রচারে এসে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যের দুর্নীতি বোঝাতে টেনে আনলেন প্রখ্যাত পরিচালক প্রয়াত সত্যজিৎ রায়ের প্রসঙ্গ। বুধবার শ্রীরামপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী কবির শঙ্কর বোসের সমর্থনে মোশাট বাজারে বিজয় সংকল্প সভা থেকে শাহর কটাক্ষ, সত্যজিৎ রায় বেঁচে থাকলে 'হীরক রানির দেশে' সিনেমা বানাতেন। অমিত শাহের কথায়, ''সত্যজিৎ রায় 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমা তৈরি করেছিলেন। সেই সিনেমা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। উনি বেঁচে থাকলে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্ব দেখলে 'হীরক রাজার দেশে'র পরিবর্তে 'হীরক রানির দেশে' বানাতেন! কারণ, মমতা হীরক রানি!'' এই প্রসঙ্গেই শাহ টেনে এনেছেন রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগসহ একাধিক দুর্নীতির প্রসঙ্গ। মঙ্গলবার বনগাঁর সভা থেকেও এ ব্যাপারে সরব হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এদিন শ্রীরামপুরের সভা থেকেও বারে বারে দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে এনে শাহ বলেন, ''মোদির নীতি হল দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া। দুর্নীতিগ্রস্তদের জেলে যেতেই হবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না। কেউ বাঁচবে না।'' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতিগ্রস্তদের আড়াল করছেন বলে অভিযোগ করে শাহ বলেন, ''কাউকে লুকোতে পারবেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আঁচলে লুকিয়ে নিলেও দুর্নীগ্রস্তদের জেলে ঢোকাবই।'' তৃণমূলের স্লোগান মা-মাটি-মানুষকেও কটাক্ষ করেছেন শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, ''বাংলা এখন মৌল-মাদ্রাসা-মাফিয়ার ভূমিতে পরিণত হয়েছে।'' অনুপ্রবেশের প্রশ্নেও ফের কড়া বার্তা শুনিয়েছেন শাহ। সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করে বলেন, ''আমি মমতাদিদি এবং আপনার ভাইপোকে বলে যাচ্ছি, আপনি যত চিৎকারই করুন, সিএএ হবেই।'' টেনে এনেছেন সন্ত্রাসবাদীদের প্রসঙ্গও। শাহর কথায়, ''কাশ্মীরে এখন আর অশান্তি হয় না। লাখো লাখো মানুষ সেখানে ঘুরতে যান। এটাই মোদির সাফল্য।'' ক্ষমতায় এলে পাক অধিকৃত কাশ্মীরও পুনরুদ্ধারের কথা শুনিয়েছেন শাহ।

ইন্ডিয়া জোটকে বাইরে থেকে সবরকম সাহায্য করে সরকার গড়ে দেব মমতা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৫ মেঃ লোকসভা ভোটের প্রচারে বেরিয়ে ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূলের অবস্থান নিয়ে আবারও মুখ খুললেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে, বাইরে থেকে সবরকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব।' যদিও তৃণমূল নেত্রী এটাও স্পষ্ট করে দেন, বাংলার সিপিএম ও কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দলের কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি দিল্লির রাজনীতিতে ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে রয়েছেন। এদিন হুগলি চুঁচুড়ায় এক জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় এই অবস্থান স্পষ্ট করে দেন তিনি। মমতা বললেন, ''এখানকার বাংলার সিপিএম-কংগ্রেসকে ধরবেন না। ওই দুটো আমাদের সঙ্গে নেই। আমি দিল্লির কথা বলছি। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে, বাইরে থেকে সবরকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব। যাতে বাংলায় আমার মা বোনেদের কোনওদিন অসুবিধা না হয়। ১০০ দিনের কাজে কোনওদিন অসুবিধা না হয়।'' বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম কাণ্ডারী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জোটের নামকরণও করেছেন তিনিই। কিন্তু এদিন তাঁর বক্তব্যের পর বেশ কিছু প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে। তাহলে কি ইন্ডিয়া জোটকে সমর্থন করলেও মন্ত্রিসভায় যোগ না দেওয়ার ইঙ্গিত দিলেন তিনি? বাইরে থেকে ইন্ডিয়া জোটকে সমর্থন দেওয়ারই কি ইঙ্গিত দিলেন তৃণমূল নেত্রী? উল্লেখ্য, এবারের লোকসভা ভোটের আগে ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূলের ইস্তেহারে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ঘাসফুল শিবিরের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোট কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে সেই প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করা হবে। আজ নির্বাচনী প্রচারসভায় মমতার বক্তব্যের কী ব্যাখ্যা? সে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকেও। তাঁর অবশ্য বক্তব্য, দলে মমতা যা বলবেন, সেটাই চূড়ান্ত। কুণাল বলেন, ''তিনি আমাদের নেত্রী। তিনি যা বলেছেন সেটাই চূড়ান্ত। এটা নিয়ে কোনও উত্তর দেব না। কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট, বিজেপি হারছে। তবে মমতা আগেই বলেছেন, ইন্ডিয়া জোটে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করবে তৃণমূল এবং বাংলার দাবি-দাওয়া আদায় করা হবে। এদিন হুগলির চুঁচুড়ায় দলীয় প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে নির্বাচনী সভা থেকে মমতা বলেন, ''কোনও বিজেপি নেতার ঠাকুর্দার ক্ষমতা নেই বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করার। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কেউ হাত লাগালে খুন্তি, হাঁড়ি, কড়ার খেলা হবে। জানে না বাংলা অন্য রকম। মা-বোনেরা জোট বাঁধলে ওদের বদলে দিতে বেশি সময় লাগবে না।''এই প্রসঙ্গে টেনে এনেছেন সন্দেশখালির প্রসঙ্গও। মমতার কথায়, সন্দেশখালিতে চক্রান্ত করে মা, বোনেদের অসম্মান করল। টাকার বিনিময়ে দেশের কাছে বাংলাকে অসম্মান করল। একুশের বিধানসভা ভোটের প্রচারে তৃণমূল জানিয়েছিল, ক্ষমতায় এলে বাংলার মা, বোনেদের জন্য মাসে ৫০০ টাকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু করা হবে। বর্তমানে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে যথাক্রমে ১০০০ এবং ১২০০ টাকা করেছে রাজ্য। পর্যবেক্ষকদের মতে, বাংলায় তৃণমূলের অন্যতম ভোট ব্যাঙ্ক মহিলা শক্তি। মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেও তা বারে বারে ফুটে উঠেছে। মোদিকে নাম্বার ওয়ান ফোর টোয়েন্টি বলে কটাক্ষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''১৫ লাখ দেবে বলেছিল। পেয়েছেন? বছরে ২ কোটি চাকরি দেবে বলেছিল, ৫ বছরে ১০ কোটি হয়েছে? হয়নি। কারণ, মোদির গ্যারান্টি মানে ভাঁওতা।'' গত শনিবার ভাটপাড়ার জগদ্দলে রবীন্দ্রনাথের উল্টো ছবি ধরেছিলেন মোদি। সেই প্রসঙ্গও এদিন ফের টেনে মমতার শ্লেষ, রবীন্দ্রনাথের ছবিও চেনেন না। উল্টো করে ছবি নিয়ে বলছে, আমি বাংলার নেতা! এরকম নেতাকে বাংলা গ্রহণ করবে না। বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। মোদির বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ এনে বিঁধেছেন কমিশনকেও। তৃণমূল নেত্রীর কথায়, ''মোদিবাবু কোড অফ কনড্যাক্ট ভাঙছেন। আর ইলেকশন কমিশন কলের পুতুল হয়ে বসে আছে। মোদি ঘোরাচ্ছে আর ঘুরছে। বাংলার সঙ্গে অন্যায় করার জন্য তাই তো একজন ইলেকশন কমিশনার পদত্যাগও করেছেন।''

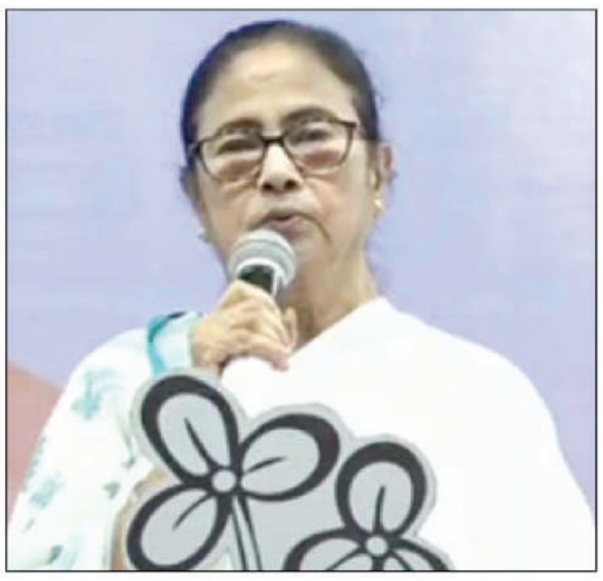

জিতলেই প্রতি মাসে ১০ কেজি করে 'ফ্রি রেশন'

লক্ষ্ণৌ, ১৫ মেঃ ভোট একেবারে মাঝপথে। তার মধ্যে যুযুধান দলগুলি নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হচ্ছে। এবার কংগ্রেসের তরফে বলা হয়েছে ভারতের দরিদ্রতম মানুষদের জন্য ১০ কেজি করে বিনামূল্যে রেশন দেবে কংগ্রেস। যদি তারা ক্ষমতায় আসে। বুধবার লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে জানিয়েছেন, এবার যদি ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসে তবে আমরা প্রতিমাসে গরীবদের জন্য ১০ কেজি করে রেশন দেব। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের সঙ্গে একযোগে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মল্লিকার্জুন। তিনি জানিয়েছেন, 'দেশে চতুর্থ দফার ভোট মিটেছে। ইন্ডিয়া জোট একটা শক্তিশালী জায়গায় রয়েছে। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে জানাচ্ছি যে এবার নরেন্দ্র মোদিকে বিদায় জানানোর জন্য তৈরি হচ্ছে দেশ। আগামী ৪ জুন ইন্ডিয়া জোট সরকার তৈরি করবে।'' সেই সঙ্গেই তিনি দাবি করেন এবার ক্ষমতায় এলেই বিজেপি সংবিধান বদলে দেবে। সেই সঙ্গেই তিনি জানিয়েছেন, অনেক গ্যারান্টির মধ্যে একটা হল গরীবদের জন্য ১০ কেজি করে বিনামূল্যে চাল। দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছেন এমন পরিবারের প্রত্যেকের মাথাপিছু এটা বরাদ্দ করা হবে। এদিকে কে কতটা জিনিস বিনামূল্যে দেশবাসীর হাতে তুলে দিতে পারেন তার যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বাংলায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়েও চলছে দড়ি টানাটানি। বিজেপি জানিয়েছে আগামী দিনে তারা বাংলায় ক্ষমতায় এলে এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকাও বাড়িয়ে দেবে। এদিকে কংগ্রেসের ইস্তেহারের একাধিক পয়েন্টের তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি। কংগ্রেসের তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে গরীব পরিবারের মহিলাদের বছরে ১ লাখ টাকা করে দেওয়া হবে। এনিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, কংগ্রেস কি জানে যে প্রতিশ্রুতি তারা দিচ্ছেন তার দাম কী হতে পারে? তারা কি কোনও দিন হিসেব করে দেখেছে যে এই খটাখট স্কিমের জন্য তাদের কত টাকা খরচ করতে হবে? তারা কি এই টাকা তোলার জন্য কর বাড়িয়ে দেবে নাকি ধার নেওয়া শুরু করবে? তাঁর কথায় রাহুল গান্ধি এই সব খটাখট স্কিম চালু করার জন্য আর কতগুলি স্কিমকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন? বাস্তবিকই এই প্রতিশ্রুতির বন্যার জেরে কার্যত বিভ্রান্ত সাধারণ ভোটাররা। অনেকেই বুঝতে পারছেন না এই বিপুল সংখ্যক টাকা কোথা থেকে আসবে? এরপর আবার গরীবদের জন্য ১০ কেজি ফ্রি রেশনের কথা জানিয়েছে প্রতি মাসে।

ল্যাজে-গোবরে হবে, ভোকাট্টা করে দেব! বিজেপিকে 'রিপোর্ট কার্ড' নিয়ে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ১৫ মেঃ ভোটের প্রচারে বাংলায় নরেন্দ্র মোদি থেকে অমিত শাহ সকলেই আসছেন। কিন্তু কেউ গত ১০ বছরে বাংলার জন্য কী করেছেন তা বলছেন না। এই দাবি করেই বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বললেন, ক্ষমতা থাকলে বিজেপি নিজেদের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসুক। তৃণমূল তারপর দেখিয়ে দেবে তাঁরা কী করেছে। বুধবার আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী মিতালি বাগের সমর্থনে জনসভা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মঞ্চ থেকেই বিজেপিকে ফের একবার বাংলা বিরোধী বলে কটাক্ষ করেন তিনি। একই সঙ্গে সভায় আসা মানুষের প্রতি তাঁর বার্তা, ''২০১১ সালের ২০ মে ৩৪ বছরের বাম অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রথমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। আর এই কেন্দ্রে ভোটও ২০ তারিখ। এটা কাকতালীয় নয়। এই দিনটি ঐতিহাসিক।'' এরপরই বিজেপিকে বিঁধে একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে রাখার ইস্যুতে আক্রমণ শানান অভিষেক। তৃণমূল নেতার কথায়, বিজেপি জনবিরোধী, গরিব বিরোধী। বিজেপি শাসিত রাজ্যে সবথেকে বেশি দলিত এবং তফসিলিদের প্রতি অত্যাচার হয় বলেও দাবি তাঁর। অভিষেক বলেছেন, একাধিক কেন্দ্রীয় রিপোর্ট বাংলাকে সবথেকে সুরক্ষিত বলে দাবি করেছে। কিন্তু ভোট প্রচারে আসা বিজেপির নেতারা তা ভুলে যান। এবং বাংলার মানুষকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেন। এই প্রসঙ্গে গত ১০ বছরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলার জন্য কী কাজ করেছে তা জানতে চান অভিষেক। ২০ তারিখ ভোটের আগে আর তিনদিন প্রচারের সময় আছে। এই সময়ের মধ্যেই অভিষেক বিজেপির যে কোনও নেতাকে চ্যালেঞ্জ করতে চান। তাঁর হুঙ্কার, ''১০ বছর কেন্দ্রে মোদি সরকার ক্ষমতায়, ১৩ বছর বাংলায় মা-মাটি-মানুষের সরকার ক্ষমতায়, তুমি তোমার রিপোর্ট কার্ড নিয়ে এসো আরামবাগের জন্য কী করেছো, আর আমি আমার রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসবো আরামবাগ, খানাকুলের জন্য কী করেছি। ল্যাজে-গোবরে করে ভোকাট্টা যদি না করতে পারি, আমার নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নয়।'' তাঁর কথায়, বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানে খাল কেটে কুমির আনা! তাই ২০ তারিখ এই বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার দিন, এটাই তৃণমূল নেতার স্পষ্ট বার্তা।

গুলিবিদ্ধ স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী

ব্রাতিসলাভা, ১৫ মেঃ মন্ত্রিসভার বৈঠক সবে শেষ হয়েছে। এরপরই শোনা গেল গুলির আওয়াজ। গুলিবিদ্ধ স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তাঁকে চারবার গুলি করা হয়েছে। স্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাতিশ্লোভার ১০০ মাইল উত্তর-পূর্বে হ্যান্ডলোভা শহরে 'হাউস অফ কালচার' ভবনে হামলা চালায় এক আততায়ী। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এদিকে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী ফিকোর দেহে চারটি গুলি লেগেছে। যার মধ্যে একটি লেগেছে তাঁর পাকস্থলীতে। তবে হামলাকারী কে বা কী উদ্দেশ্যে এই কাজ করেছে তা জানতে পারেনি পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, এক প্রত্যক্ষদর্শী পরপর চারবার গুলির আওয়াজ পান। পাশাপাশি তিনিই এক ব্যক্তিকে ঘাড় ধরে পুলিশের গাড়িতে ঢোকানো হচ্ছে বলে দেখেছেন। মনে করা হচ্ছে, ওই ব্যক্তিই আততায়ী। গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন সেদেশের প্রেসিডেন্ট জুজানা কাপুতোভা। তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের পাশে আছেন বলে জানিয়েছেন। এদিকে এই ঘটনার জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য সংসদের অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়েছে।

'মালা রায় ও হাজি নুরুলের মনোনয়ন বাতিল করতে হবে', ভোটের আগেই উঠল বিস্ফোরক অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মেঃ পঞ্চম দফার নির্বাচনের আগে সব রাজনৈতিক দলের প্রচার চলছে। এরই মধ্যে সপ্তম দফার দুই প্রার্থীকে নিয়ে বড়সড় অভিযোগ তুলল বিজেপি। একজন তৃণমূলের দক্ষিণ কলকাতার প্রার্থী মালা রায় ও অপরজন বসিরহাটের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলাম। বিজেপির অভিযোগ, তাঁদের মনোনয়নে চূড়ান্ত গলদ রয়েছে। আইন মেনে হয়নি বলেই দাবি করেছেন বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। মনোনয়ন বাতিলের আবেদনও জানিয়েছেন বিজেপি। বিজেপি নেতা উল্লেখ করেছেন হাজি নুরুল ইসলাম মনোনয়ন দাখিল করেছেন গত ৭ মে। সরকারের ঘরে যে তাঁর কোনও বকেয়া নেই সেটা জানাতে হয় হলফনামায়। ২০১৪ সালের ১৮ মে পর্যন্ত তিনি ছিলেন সাংসদ। সে ক্ষেত্রে ২০২৪-এর ১৮ মে দশ বছর পূর্ণ হলে নো ডিউ সার্টিফিকেট জমা করতে হয় না। কিন্তু তার আগেই গত ৭ মে মনোনয়ন দাখিল করেন তিনি। সেখানে নো ডিউ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার কথা বলেই দাবি বিজেপির। ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র নির্বাচন কমিশনের কাছে হাজি নুরুলের মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। এদিকে, দক্ষিণ কলকাতার প্রার্থী মালা রায় বর্তমানে কলকাতা পুরসভার চেয়ার পার্সন পদে রয়েছেন। পুরনো আইন অনুযায়ী অফিস অব প্রফিট কলকাতা পুরসভার অফিস। তাই বিজেপির অভিযোগ, তিনি সেখান থেকে পদত্যাগ না করে মনোনয়ন জমা দিয়ে আইন লঙ্ঘন করেছেন। ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী মালা রায়ের প্রার্থীপদ বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। বিজেপি এও উল্লেখ করেছে যে নো ডিউ সার্টিফিকেট জমা না দেওয়ার জন্য তাদের বীরভূমের প্রার্থী দেবাশিস ধরের মনোনয়নও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তাই হাজি নুরুলের ক্ষেত্রে হবে না কেন, সেই প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে তারা। মালা রায়ের দাবি, এই অভিযোগ মিথ্যা। চক্রান্ত করা হচ্ছে, প্রার্থীর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি জানান, ২০১৯-এর জুন মাস থেকে হাউস অব প্রফিট তিনি নেন না। আর চেয়ারপার্সন থাকাকালীন ২০১৯-এও ভোটে লড়েছিলেন তিনি। তিনি বলেন, ''বিজেপি হেরে যাবে বলে, এবার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে।''

রাজ্যপাল বলে কি সাত খুন মাফ! বোসের বিরুদ্ধে রাজভবন অভিযানে তৃণমূলের শিক্ষা সেল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মেঃ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছেন রাজভবনেরই এক মহিলা কর্মী। এক সপ্তাহের ব্যবধানে রাজ্যপাল বোসের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে ধর্ষণের অভিযোগ জানিয়েছেন এক নৃত্যশিল্পী। দুটি ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শোরগোল রাজ্য রাজনীতিতে। শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠার পরই গত ৩ মে বোসের বিরুদ্ধে কলকাতা শহরের মৌলালি থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত ধিক্কার মিছিল করেছিল তৃণমূল। এবার রাজ্যপালের পদত্যাগ এবং শাস্তি চেয়ে সরাসরি রাজভবন অভিযানে নামতে চলেছে তৃণমূলের শিক্ষা সেল। সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে আগামী শুক্রবার রাজভবনে অভিযান করতে চাইছে তৃণমূল সমর্থিত শিক্ষা সেলের ওয়েবকুপার সদস্যরা। ওই দিন ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে জমায়েতও করবেন তৃণমূলের শিক্ষা সেলের কর্মীরা। সূত্রের খবর,

ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশের কাছে অনুমতিও নিয়েছেন তাঁরা। ওয়েবকুপার অন্যতম সদস্য মণিশঙ্কর মণ্ডল বলেন, ''রাজ্যপাল বলে কি সাত খুন মাফ নাকি! সংবিধানের সুরক্ষাকবচকে ব্যবহার করে উনি যা খুশি করতে পারেন না। অভিযোগের যথাযথ তদন্ত চাই এবং রাজ্যপালের পদত্যাগের দাবিতেই এই কর্মসূচি।'' প্রসঙ্গত, রাজভবনের কর্মী শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনার পরই সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। এমনকী ঘটনার দিনের রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজও প্রকাশ্যে এনেছিলেন। তারপরই বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছিল, রাজ্যপাল তাঁর চেম্বারের ছবি কেন সামনে আনলেন না। এরই মাঝে এবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে চলেছে তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন। ভোটের মাঝে যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

'৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্তও অফার করছে পুলিশ', এবার পুলিশের বিরুদ্ধেই ভয়ঙ্কর অভিযোগ আইনজীবীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মেঃ সন্দেশখালিকাণ্ডে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল। হাইকোর্টের নির্দেশে নির্যাতনের অভিযোগের তদন্ত করছে সিবিআই। সেখানে কেন পৃথক মামলা রুজু করে ধরপাকড় সন্দেশখালি থানার? কেন আদালতের নির্দেশ মতো সন্দেশখালিতে নেই সিসি ক্যামেরা, পর্যাপ্ত আলো, অভিযোগ করেন প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। তিনি দাবি করেন, সিসি ক্যামেরা থাকলে পুলিশের ভূমিকা ধরা পড়ে যাবে। সেই কারণেই আদালতের নির্দেশ অমান্যের অভিযোগ তুলছেন তিনি। বিজেপি নেত্রীকে কাছে পেয়ে রাতের অন্ধকারে পুলিশি অভিযানে কীভাবে মহিলাদের অসম্মান হচ্ছে, তার বর্ণনা দিলেন আন্দোলনকারীরা। প্রিয়াঙ্কার অভিযোগ, ''নির্যাতিতার বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের করছে পুলিশ। এক নির্যাতিতাকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্তও পুলিশ অফার করছে। ভাবুন! সব আদালতে জানাব।'' বেড়মজুরের এক মহিলা বললেন, ''রাত আড়াইটের সময়ে পুলিশ ঘরে ঢুকছে। বলছে তোমাকে যেতে হবে। বলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘরের দরজার একটা তালা ভেঙে ঢুকেছে। পুলিশ কেন আমাদের ওপর গিয়ে অত্যাচার করছে?'' আরেক মহিলা বলেন, ''আমাদের ৬১ জনের নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। যাঁদের ধরার কথা, তাঁদের না ধরে, মহিলাদের তুলে নিচ্ছে।'' পুলিশি ধরপাকড়ের প্রতিবাদে সন্দেশখালির মহিলাদের নিয়ে থানায় যাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল।

মোদিকে ধাপ্পাবাজের গুরুমশাই বলল কংগ্রেস, একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যাঁর আদর্শ 'অসত্যমেব জয়তে'

নয়াদিল্লি, ১৫ মেঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'ধাপ্পাবাজের গুরুমশাই' বললেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। বুধবার তিনি বলেন, মোদি হলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী যাঁর মূল আদর্শ হল 'অসত্যমেব জয়তে'। মোদি যে ৪০০ পারের ঢেউ তুলেছেন তাকেও উড়িয়ে দিয়েছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সোশাল মিডিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত বর্ষীয়ান নেতা রমেশ। তাঁর মতে, কোথাও কোনও তরঙ্গ জাগেনি, বরং বিষ ছড়ানো হচ্ছে। রমেশের ভাষায়, লহর নেই, বরং জহর আছে। একটি সংবাদ সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রমেশ বলেন, ''তাকিয়ে দেখুন প্রধানমন্ত্রীর প্রচারের আপাদমস্তক জুড়ে রয়েছে হিন্দু-মুসলিম। দেশের প্রতিটি মানুষ এটা জানে। দেখতেও পাচ্ছে।'' আজই তিনি বলেছেন, ''উনি যদি হিন্দু-মুসলিম রাজনীতি করতেন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য হতেন না। সত্যিই তাই! আপনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য নন।'' জয়রামের অভিযোগ, ''এরকম প্রধানমন্ত্রী কেউ কোনওদিন দেখেছেন, যিনি ভুল করেও একটি সত্যি কথা বলেন না। আমাদের জাতীয় প্রতীকের নীচে লেখা সত্যমেব জয়তে। উনি হলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী যাঁর মূল নীতি-আদর্শই হল অসত্যমেব জয়তে। ধাপ্পা মারো এবং শাসন করো। উনি হলেন ধাপ্পার গুরুঠাকুর।'' জয়রাম

রমেশের আরও অভিযোগ, ''প্রধানমন্ত্রী ভোট প্রচারে সাম্প্রদায়িকতা বিষ ছড়াচ্ছেন। ওনার মুখে বিষ। উনি সাম্প্রদায়িক ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। মিথ্যা কথার মহামারি ছড়াচ্ছেন। ফলে আমি কোথাও কোনও লহর দেখতে পাচ্ছি না। যদি সত্যিই বিজেপির পালে হাওয়া থাকত তাহলে ওনার কথাতেই সেটা বোঝা যেত। এভাবে বারবার উনি বিভাজনের ভাষণ শুনিয়ে হিন্দু-মুসলিম বিভেদে অক্সিজেন জোগাতেন না।'' রমেশ আরও বলেন, ''লোকসভা ভোটের প্রথম দুদফাতেই স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে, দক্ষিণ ভারত মে বিজেপি সাফ অউর উত্তর, পূর্বী অর পশ্চিম ভারত মে বিজেপি হাফ হয়ে গিয়েছে।'' রমেশের দাবি, চারদফায় ৩৭৯ আসনে ভোট হয়েছে। তাতে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে, ৪ জুন ভোটের ফল প্রকাশের দিন ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। প্রধানমন্ত্রী এখন যে ভাষায় কথা বলছেন, তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে, উনি চিন্তায় আছেন। ভয় পাচ্ছেন। সত্য হচ্ছে ওদের প্রচার কাজে লাগছে না। মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। কেউ ভেবেছিলেন ২০০৪ সালে দেশে পরিবর্তন আসবে? কিন্তু, কারা সরকার গড়েছিল, কাদের দিকে ছিল জনসমর্থন, দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন রমেশ। অবশেষে তিনি দাবি করে বলেন, ''মানুষ মন বেঁধে ফেলেছে। ৪ জুনই মোদিকে বিদায় জানাবে দেশের মানুষ।''

প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার মা

নয়াদিল্লি, ১৫ মে ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার মা মাধবী রাজে সিন্ধিয়া প্রয়াত হলেন। বুধবার দিল্লির এইমস-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। সকাল ৯টা ২৮ মিনিটে তিনি মারা যান। গত কয়েক মাস ধরে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। জানা গেছে, তিনি নিউমোনিয়ার পাশাপাশি সেপসিসে ভুগছিলেন এবং গত কয়েকদিন ধরে ভেন্টিলেটরে ছিলেন।উল্লেখ্য, তিনি দাতব্য কাজে খুব সক্রিয় ছিলেন। মাধবী রাজে একাধিক দাতব্য সংস্থার প্রধান ছিলেন, যা শিক্ষা এবং চিকিৎসার মতো ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে। তিনি সিন্ধিয়াস গার্লস স্কুলের বোর্ড অফ গভর্নরসের চেয়ারপার্সনও ছিলেন। তিনি তার প্রয়াত স্বামী মাধবরাও সিন্ধিয়ার স্মরণে একটি গ্যালারিও তৈরি করেছিলেন।

অন্ধ্রপ্রদেশে মর্মান্তিক মৃত্যু ৬ জনের

হায়দরাবাদ, ১৫ মে ঃ লরির সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে আগুন ধরে গেল বাসে। অন্ধ্রপ্রদেশে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের, এছাড়াও ২০ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পালনাড়ু জেলার চিলাকালুরিপেটার কাছে। চিলাকালুরিপেটা গ্রামীণ থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাপটলা জেলার চিন্নাগঞ্জাম থেকে হায়দরাবাদ যাচ্ছিল বাসটি, চিলাকালুরিপেটার ভারিপালেম ডঙ্কায় একটি টিপার লরির সঙ্গে ওই বাসের সংঘর্ষ হয়।জোরালো সংঘর্ষের জেরে বাসে আগুন ধরে যায়, এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের এবং কমবেশি আহত হয়েছেন ২০ জন। পরে বাস ও লরিতে আগুন ধরে যায়। আহতদের চিকিৎসার জন্য গুন্টুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।অন্যদিকে কোনাসিমাতে, অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রমিকবোঝাই ট্রাক্টরের সঙ্গে বাসের সজোরে ধাক্কায় প্রাণ হারালেন ৪ জন। ঘটনাটি গত মঙ্গলবার রাতে অন্ধ্রপ্রদেশের কোনাসিমা জেলার উদিমুড়ি গ্রামের কাছে ঘটেছে। মৃতদের নাম নুকাপল্লি সিবা (৩৫), বসমসেট্টি সূর্যপ্রকাশ (৫০), ভিরি কাটলায়া (৪৫) এবং চিলাকালাপুড়ি পান্ডা। চিলাকালাপুড়ির বয়স এখনও জানা যায়নি। বাকি আহতেরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে উদিমুড়ি গ্রামের দিকে যাচ্ছিল শ্রমিকবোঝাই একটি ট্রাক্টর। হঠাৎ ট্রাক্টরে এসে সজোরে ধাক্কা মারে একটি বাস। পুলিশের দাবি, গতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারার ফলে ট্রাক্টরের সঙ্গে ধাক্কা লাগে বাসটির। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঘটনাস্থলেই তিন জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এক জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। হাসপাতালে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর। বাকি আহতদের নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।অন্যদিকে ঝুনঝুনতে, রাজস্থানের ঝুনঝুনুর কোলিহান তামার খনিতে লিফট ভেঙে যে ১৪ জন আটকে প।ছিলেন তাঁদের সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাত থেকে ঝুনঝুনুর কোলিহান তামার খনিতে আটকে ছিলেন পিএসইউ হিন্দুস্তান কপার লিমিটেডের একটি ভিজিল্যান্স দলের কর্তা ও সদস্য-সহ মোট ১৪ জন। সবাইকে বুধবার সকালে নিরাপদেই উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তিনজন গুরুতর আহত হয়েছন। তাঁদের জয়পুরের একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।ঝুনঝুনু সরকারি হাসপাতালের নার্সিং স্টাফ শিশরাম বলেছেন, কয়েকজনের হাত এবং কারও পায়ের হাড় ভেঙেছে। তবে সবাই নিরাপদ। তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন, বাকিরা সবাই নিরাপদ। একটি মইয়ের সাহায্যে উদ্ধার অভিযান করা হয়েছে। ঝুনঝুনু সরকারি হাসপাতালের ডাঃ প্রবিন শর্মা বলেছেন, খনিতে আটকে পড়া সকলকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। তাতাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর এবং জয়পুরে রেফার করা হয়েছে।রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা টুইট করেছেন, ঝুনঝুনুর খেত্রিতে হিন্দুস্তান কপার লিমিটেডের কোলিহান খনিতে লিফটের দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে একটি দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর এবং ত্রাণ কার্যক্রম দ্রুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উন্নয়নের রাশ ধরে রাখতে দেশীয় পুরাণ থেকে পাঠ নেওয়ার বার্তা বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের

কলকাতা, ১৫ মে ঃ ভারতের নিজস্বতাই দেশকে বিশ্ব-মানচিত্রে কৌলিন্যের আসন দিচ্ছে। উন্নয়নের রাশ ধরে রাখতে রামায়ণ-মহাভারত থেকে আমাদের পাঠ নিতে হবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্কর। হনুমানজীকে তিনি ‘ ডিপ্লোম্যাট’ বলেও অভিহিত করেন। অনুষ্ঠানে ডঃ জয়শঙ্করের লেখা বাংলা সংস্করণ ‘ ভারত’-এর মো।ক উন্মোচন করেন বইটির অনুবাদক কৌশিক দাশগুপ্ত। সেখানে ‘ বেঙ্গল মৈত্রী পরিষদ-এর সভাপতি শিশির বাজোরিয়া সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিদেশমন্ত্রীর কাছে জানতে চান, ২০২০-তে ‘ দি ইন্ডিয়া ওয়ে, স্ট্রাটেজিস ফর অ্যান আনসার্টেন ওয়ার্ল্ড’-এর ভিত্তি ছিল দেশের একটি পুরাণ, ’২৪-এর ‘ হোয়াই ভারত ম্যাটার্স’-ও পুরাণের বিশদ মাথায় রেখে লেখা। এর নেপথ্যের কারণটা কী? এর উত্তরেই রামায়ণ-মহাভারতের সর্বকালীন উপযোগিতা, ওই দুই পুরাণের বিভিন্ন চরিত্রের অনন্যতার নানা কথা বলেন ডঃ জয়শঙ্কর।তিনি বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতায় আমাররমনে পড়ে বিশ্বামিত্র আর বশিষ্ট- দুই মুনির দ্বৈরথ। আমরা অনেক সময়ে বক্তব্যের সমর্থনে বিদেশি তত্ত্বের উদাহরণ দিই। কিন্তু নজীর আমাদের নিজেদের পুরাণেই অনেক রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ জয়শঙ্করের ভাষণে শ্রীকৃষ্ণ থেকে ছুঁয়ে যায় প্রভু শ্রীরামের কথাও। বলেন, হনুমানজীর সুপার ডিপ্লোম্যাট হয়ে

ওঠার নেপথ্যে রয়েছে তার ‘ পারসিভারেন্সএবং ‘কমিটমেন্ট । কেন, তার ব্যখ্যাও দেন বিদেশমন্ত্রী। বলেন, বিশ্বে ‘ বিকশিত ভারত’-এর চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে আমাদের নিজস্ব জীবনশৈলীতে, ভারতীয়ত্বে। গত ৫ বছরে যে প্রশংসা এবং গ্রহণযোগ্যতা ভারত পেয়েছে, সেটা দেশকে আরও এগিয়ে যাওয়ার চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।কোভিড নিয়ন্ত্রণ থেকে জ্বালানির দাম, যুদ্ধদীর্ণ দূরের দেশে আটকদের উদ্ধারকার্য থেকে শুরু করে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কীভাবে বিদেশনীতি প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় হচ্ছে- সেসবের নির্দিষ্ট উদাহরণ দেন জয়শঙ্কর। তাঁর ৪৮ মিনিটের দীর্ঘ, ঝকঝকে ভাষণ ছুঁয়ে যায় ভারত গত কয়েক বছরে কেন, কীভাবে, কতটা বিশ্বের সম্ভ্রম আদায় করেছে।বিদেশমন্ত্রী বলেন যে, করোনাকালে প্রতিবেশী সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের সহায়তা না পেয়ে ঘোর অনিশ্চয়তায় পড়া ছোট ছোট কিছু বিপন্ন রাষ্ট্রের পাশে আন্তরিকভাবে দাঁড়িয়েছিল ভারত। তাঁরাও দু’হাত বাড়িয়ে আপন করে নিয়েছে ভারতকে। কোভিডে বিভিন্ন দুর্বল দেশকে কীভাবে ভারত কতটা সহায়তা করেছে, তার বিশদ জানাতে গিয়ে বলেন, জ্যামাইকার বিদেশমন্ত্রী পাঁচজনের সামনে বলেছেন, ‘ হ্যাভ ইন্ডিয়া ইনসাইড মি’। এটাই আমাদের প্রকৃত সার্থকতা। ভারত প্রকৃতই কেবল নিজের উন্নতিতে আটকে থাকে না। বিশ্বাস করে সর্বজনীন উন্নয়নে। তার সুফলও পেয়েছে এবং পাচ্ছে নানা ভাবে। কূটনীতি শুরু করতে হবে নিজের ঘর থেকে।তাঁর বই ‘ ভারত ম্যাটারস’-এর নামকরণের যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনায় গত ১০ বছরে ভারতের ২৫ কোটি লোককে দারিদ্র্যসীমার নিচ থেকে তুলে আনা, ‘ টোয়ান্টি ’-তে সার্থক ভূমিকা নেওয়া, ’২০-র মে-তে নরেন্দ্র মোদীর বিচক্ষণতায় নিয়ন্ত্রণরেখায় চিনকে সমুচিত জবাব, সন্ত্রাসবাদ দমন- প্রভৃতির নানা সাফল্যের উল্লেখ ও আলোচনা করেন ডঃ জয়শঙ্কর। বলেন, করোনার ছোবলে আক্রান্ত বিশ্ব-অর্থনীতি এখনও ছুটতে পারছে না। তার মধ্যেই আমাদের দেশে প্রবৃদ্ধির ৭ শতাংশ হার। এই পরিস্থিতি রাতারাতি একদিনে হয়নি। একসময় ভারত বলতে বিশ্ববাসী বুঝত গরিব মানুষের দেশ। এখন তা আমূল বদলে গিয়েছে।বিদেশমন্ত্রী বলেন, আগে ভারত ছিল ব্যাক অফিস। এখন রেশন, পানীয় জল, জ্বালানি, মাথার ওপর ছাদ যেমন গরিব মানুষ পাচ্ছে, তেমনই ‘ মত নানা সুযোগের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশন বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ক্রমেই বেশি মাত্রায় আকৃষ্ট হচ্ছে ভারতে। ডঃ জয়শঙ্করের কথায়, দি ওয়ার্ল্ড ইজ ওয়াচিং ইন্ডিয়া। ভারত ম্যাটার্স, বিকজ দি ওয়ার্ল্ড থিঙ্ক সো। টুডে ভারত ম্যাটার্স মোর অ্যান্ড মোর। রাইজ ডাজ নট হ্যাপেন বাই ইটসেল্ফ।

ইউক্রেনে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ইউক্রেনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা আসছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন গত মঙ্গলবার কিয়েভ সফরে এসে এ কথা বলেন। ইউক্রেনের উত্তর-পূর্বের খারকিভ অঞ্চলে রাশিয়ার হামলা জোরদার হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে কিয়েভ সফর করছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। কয়েক মাসের রাজনৈতিক টানাপো।নের পর মার্কিন কংগ্রেস সম্প্রতি ইউক্রেনের জন্য সামরিক সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদন করেছে। এর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ব্লিঙ্কেন ইউক্রেনে এলেন। রুশ হামলার মুখে কোণঠাসা ইউক্রেনের সেনাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এ সহায়তা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।ন্ডইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট

ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ব্লিঙ্কেন বলেন, নিকটতম সময়ে সামরিক সহাযতা কিয়েভের পথে রয়েছে। রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এ সহায়তা বাস্তব পার্থক্য তৈরি করতে সক্ষম হবে।পোল্যান্ড থেকে গত সোমবার দিবাগত রাতে ট্রেনে করে কিয়েভে এসে পৌঁছান ব্লিঙ্কেন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরুর পর এটা ব্লিঙ্কেনের চতুর্থ কিয়েভ সফর।ন্ডমার্কিন সামরিক সহায়তার জন্য জেলেনস্কির পক্ষ থেকে ওয়াশিংটনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলা হয়, ‘ সহায়তা প্যাকেজ পাঠানোর সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’জেলেনস্কি বলেন, ইউক্রেনের জন্য বড় দুর্বলতা ছিল আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। তিনি খারকিভ অঞ্চলের জন্য দুটি প্যাট্রিয়ট প্রতিরক্ষাব্যবস্থা চান। বর্তমানে খারকিভে রুশ বাহিনী ব্যাপক আক্রমণ চালাচ্ছে। সেখানকার সীমান্তের গ্রামগুলোর নিয়ন্ত্রণ ইতিমধ্যে রুশ বাহিনীর হাতে চলে গেছে। কিয়েভকে বাধ্য হয়ে নতুন করে সেখানে সেনা পাঠাতে হয়েছে। ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে স্বীকার করে বলা হয়েছে, রুশ সেনারা কৌশলগত সফলতা পেয়েছেন।

নিয়োগ দুর্নীতির পর্দাফাঁস ,সিবিআই এর হাতে এল 'অযোগ্যদের তালিকা', এসএসসির ইমেল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃনিয়োগ দুর্নীতির সবচেয়ে বড় পর্দাফাঁস।কয়েকদিন আগেই কলকাতা হাই কোর্ট এসএসসির ২০১৬ সালের প্যানেলের ২৬ হাজার শিক্ষক এবং স্কুলকর্মীর চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল। পরে সুপ্রিম কোর্ট এই রায়ে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিলেও দুর্নীতি নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। এই আবহে শীর্ষ আদালতে সেই মামলার চূড়ান্ত রায় এখনও দেওয়া হয়নি। তার আগেই সিবিআই এই মামলা নয়া মোড় ঘোরাল। এর আগে এসএসসি সুপ্রিম কোর্টে দাবি করেছিল, ২৬ হাজার চাকরি প্রাপকদের মধ্যে কারা যোগ্য আর কারা অযোগ্য সেই তালিকা তারা দিতে পারবে। সেই মতো অবৈধভাবে নিযুক্ত ৪৫৯৯ জনের তালিকা আদালতের হাতে তুলে দিয়েছিল এসএসসি। আর এবার নাকি সিবিআই অযোগ্যদের তালিকার হদিশ পেয়েছে এসএসসির সার্ভার থেকেই।দুর্নীতি করে চাকরি পাওয়া শিক্ষক এবং স্কুলকর্মীদের তালিকা হাতে এসেছে সিবিআই তদন্তকারীদের। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, এসএসসি-র তরফ থেকেই নায়সাকে একটি ইমেল করে জানানো হয়েছিল যে কাদের কাদের কত নম্বর বাড়াতে হবে। সেই ইমেল সহ তালিকা নাকি সিবিআই পেয়ে গিয়েছে। এসএসসির সার্ভার থেকে নাকি এই সব নথি ও তথ্য উদ্ধার করেছে সিবিআই। দাবি করা হয়েছে, এসএসসির তরফ থেকে নায়সা কর্তা নীলাদ্রি দাস, নায়সার প্রাক্তন কর্তা পঙ্কজ বনশল ও নায়সার এক কর্মী মুজাম্মিল হোসেনকে ইমেল করা হয়েছিল।ন্ডএদিকে ইতিমধ্যেই ২০১৬ প্যানেলের বহু শিক্ষক ও স্কুলকর্মীদের নথি সহ সিবিআই তলব করেছে নিজাম প্যালেসে। জেলা স্কুল পরিদর্শকের দফতরের মাধ্যমে একাধিক শিক্ষককে এই তলব নোটিশ পাঠিয়েছে সিবিআই। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কলকাতা হাই কোর্টের রায়ে এসএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া ২০১৬ সালের প্যানেলের ২৫ হাজার ৭৫৩টি চাকরি বতিল হয়েছিল। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল এসএসসি। সেখানে আপাতত হাই কোর্টের চাকরি বাতিলের রায়ে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। ন্ডগত ২২ এপ্রিল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সবির রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ রায়দান করে বলে, ২০১৬ সালে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম-দ্বাদশে নিয়োগ পাওয়া এসএসসি চাকরিপ্রাপকদের সবার চাকরি বাতিল হবে। পর্যবেক্ষণে উচ্চ আদালত বলে, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেলে যারা চাকরি পেয়েছেন তাদের চাকরি বৈধ হতে পারে না। অন্যদিকে চাকরিহারাদের ৪ সপ্তাহের মধ্যে সব বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। প্রাপ্ত বেতনের ওপর ১২ শতাংশ হারে সুদ দিতে বলা হয়েছিল শিক্ষক এবং স্কুলকর্মীদের। পরে ২৪ এপ্রিল হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় স্কুল সার্ভিস কমিশন।

ভোটের পরেই অশান্তির ঘটনা বোলপুরে,বিজেপি পোলিং এজেন্টের ওপর হামলা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃবিজেপি করার ‘ অপরাধে’বোলপুরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পোলিং এজেন্টের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে। শম্ভু বাড়ুই নামে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের এক বিজেপি কর্মী এবার লোকসভা নির্বাচনে পিযা সাহার পোলিং এজেন্ট ছিলেন। তিনি ভোট শেষ হওয়ার পর যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখনই প্রথম দফায় তাকে আটক করে চশমা ভেঙে ফেলা, মারধরের হুমকি দেওয়া হয়।ন্ডএর পর মঙ্গলবার রাতে তৃণমূল কর্মী এবং সমর্থকদের কয়েক জন তাঁর বাড়িতে আসেন। অভিযোগ, নানা হুমকি দেওয়া হয় তাঁকে। তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কিছু ক্ষণের মধ্যেই আগুন লাগে বাড়িতে। আগুনে বাড়ির একাংশ পুড়ে যায়।ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ওমর শেখ এক সময়ে ছিলেন অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠদের এক জন।

কেতুগ্রামে নিহতের পরিবারের পাশে বিধায়ক শেখ শাহনেওয়াজ

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়,কেতুগ্রাম ১৫ মেঃভোটের আগের দিন কেতুগ্রাম থানার চেচুড়ী গ্রামে তৃণমূলের কর্মী খুন হন তাদের পরিবারের পাশে ওই চেচুড়ি গ্রামে যান কেতুগ্রামের বিধায়ক শেখ শাহানেওয়াজ। ভোটের পরদিন গত মঙ্গলবার দিন বিকালে ঐ গ্রামে নিহত মিন্টু সেখের পরিবারে সাথে দেখা করতে যান সঙ্গে ছিলেন কেতুগ্রাম এক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তরুণ মুখোপাধ্যায়। ওই গ্রামে গিয়ে একটি ক্লাবের সামনে প্রথমে সভা করেন সভা করার পরে নিহত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী মিন্টু শেখের পরিবার আশ্বাস দিয়ে বলেন খুনিদের বিচার হবে কেউ রেহাই পাবে না । এছাড়া পরিবারের সাথে পাশে আছেন এই বলে আশ্বাস দেন ।গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর দাবি করেন। মঙ্গলবার চেচুড়ি গ্রামে ক্লাবের সামনে সভায় প্রচুর মানুষ জমায়েত হয় মিন্টু শেখে খুনের ঘটনা কেউই মেনে নিতে পারছে না । তারা সকলেই খুনিদের বিচারের দাবি জানান । এর আগের দিন অর্থাৎ ১২ ই মে রাতে মোটর বাইকে যাওয়ার সময় বোমার আঘাতে নিহত হয় মিনটু শেখ আহত নজরুল শেখ ওরফে মিশি । তাকে বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । তৃনমূল কংগ্রেসের এই ঘটনার সাথে যুক্তদের শাস্তি দাবি করে ।এই ঘটনার দশ জনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দুই জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ফের অশান্ত সন্দেশখালি,পুলিশ অত্যাচার রুখতে লাঠি-ঝাঁটা হাতে 'রাতপাহারা' মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাতে গ্রামে 'পুলিশি অত্যাচার' ঠেকাতে এবার এক ভিন্ন আন্দোলন শুরু হল সংঃদেশখালিতে । ঝাঁটা, লাঠি হাতে নিয়ে 'রাতপাহারা' দেওয়ার কাজ শুরু করলেন বেড়মজুর গ্রামের মহিলারা । উদ্দেশ্য একটাইকিছুতেই পুলিশ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের গ্রামে ঢুকতে দেওয়া যাবে না, হুঙ্কার দিচ্ছেন তাঁরা। গত সোমবারের পর গত মঙ্গলবার রাতেও একইভাবে গ্রামের রাস্তায় পাহারা দিয়েছেন মহিলারা। মঙ্গলবারও সন্দেশখালির বেড়মজুরে বটতলা এলাকায় ঝাঁটা হাতে রাত জাগেন মহিলারা। গ্রামের মহিলাদের বক্তব্য, ‘ আমাদের কোনও নিরাপত্তা দিতে পারছে না। তাই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ শুধু তাই নয়, পুলিশের ভয়ে গোটা বেড়মজুর গ্রাম এখন পুরুষশূন্য বলে দাবি মহিলাদের। ঘটনার সূত্রপাত গত রবিবার। ওইদিন পরপর ভাইরাল হওয়া ভিডিওকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়েছিল সন্দেশখালি। তৃণমূল কর্মীকে বাড়ি থেকে টেনে এনে বেধড়ক মারধর করেন গ্রামের মহিলারা। সেই ঘটনায় এক বিজেপি কর্মী গ্রেফতার হন। তারপর থানা ঘেরাও করেছিলেন গ্রামের মহিলাদের একাংশ।সোমবার ভোট শেষের পর বিকেলে সেই গ্রেফতারির প্রতিবাদেই পথে নামেন সন্দেশখালির মহিলারা। এদিন দুপুর থেকে সন্দেশখালির পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিকেলের পরই ব্যাপকভাবে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার রাত থেকে গ্রামে পাহারা দিচ্ছেন মহিলারা। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ রাতে কোনও অভিযোগ ছাড়াই গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের ভয়ে পুরুষেরা গ্রামে থাকতে পারছেন না।সন্দেশখালির মহিলাদের তৃণমূলের প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, গ্রামের বিজেপি কর্মীদের খুন, মাথা কেটে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এদিকে সন্ত্রস্ত সন্দেশখালিতে ভোটের আগে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ। সম্প্রতি সন্দেশখালির ঘটনায় চারজন বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করেছে সন্দেশখালি থানার পুলিশ। এলাকার বিজেপি কর্মী সমর্থকদের দাবি, ধৃত এই চারজন বিজেপি কর্মী গোলমালের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। তৃণমূল পরিকল্পনা করিয়ে পুলিশকে দিয়ে তাদের গ্রেফতার করিয়েছে! সেই কারণেই সন্দেশখালির বেড়মজুরের কাঠপোল বাজারে গত সোমবার পুলিশ ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান তারা। বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিতে গেলে পুলিশের সঙ্গে কার্যত খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে।

নতুন করে ২১ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের তালিকা চাই! রাজ্যকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজ্যপাল তথা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য সিভি আনন্দ বোসকে ২১ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। এর সঙ্গে গত শুক্রবারের মধ্যে তাঁকে কমপ্লায়েন্স রিপোর্টও জমা দিতে হবে। গত শুক্রবারই উপাচার্য নিয়োগ পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক হয়েছে। সোশাল মিডিয়ায় জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।ন্ডএ দিন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য তথা রাজ্যপালের আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, ‘ আমার, আপনার নয়। জনগণের। তাই যাবতীয় বিতর্ক ভুলে উপাচার্যদের নিয়োগ করতে হবে।’’ প্রসঙ্গত, রাজ্য নিজের পছন্দমতো উপাচার্য নিয়োগ করেছিল। সেই নিয়োগ বাতিল হওয়ার পরে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস নিজের পছন্দমতো অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করেন। রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতরের তালিকা না মেনে আচার্য নিজের পছন্দসই ব্যক্তিদের অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করায় রাজভবন ও নবান্নের সংঘাত বাধে। সেই সংঘাতই শীর্ষ আদালতে গড়িয়েছে। আবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের পছন্দ অনুযায়ী অধ্যাপক বুদ্ধদেব সাউকে অন্তর্বর্তী উপাচার্য পদে নিয়োগ করার পরে আচমকা তাঁকে সরিয়ে দেন রাজ্যপাল। তখন উচ্চ শিক্ষা দফতর বুদ্ধদেবের পাশে দাঁড়ায়।ন্ডএ দিন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু নিজের এক্স-হ্যান্ডলে লিখেছেন যে আচার্যের আইনজীবী এই নির্দেশ লিখিত ভাবে রেকর্ড না করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তবে এই প্রক্রিয়াকে স্থগিত করার সব চেষ্টা আদালত বানচাল করেছে। সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে অবশ্য সবিস্তার নির্দেশের উল্লেখ নেই। তাতে বলা হয়েছে, দু’পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পরে ১৭ মে পরবর্তী শুনানির দিন স্থির করা হয়েছে।

নভনীত রানার বাড়িতে চুরি! ২ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট রবির পরিচারক অর্জুন মুখিয়া

মুম্বই, ১৫ মে ঃ চুরির ঘটনা ঘটল বিজেপি সাংসদ নভনীত রানার বাড়িতে! বিজেপির অমরাবতী সংসদীয় কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নভনীত রানার বাড়ি থেকে চুরি গিয়েছে প্রায় ২ লক্ষ টাকা। এই চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত নভনীত রানার স্বামী রবি রানার পরিচারক অর্জুন মুখিয়া। তার বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের খার পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে।বুধবার মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, খার থানায় চুরির একটি মামলায় দায়ের হয়েছে, নভনীত রানার বাড়ি থেকে চুরি গিয়েছে প্রায় ২ লক্ষ টাকা। অভিযুক্ত নভনীত রানার স্বামী রবির বাড়ির পরিচারক, অভিযুক্ত অর্জুন মুখিয়া বিহারের বাসিন্দা। ২ লক্ষ টাকা চুরি করে সে পালিয়েছে।

বাংলাকে মুসলিম রাজ্যে পরিণত করতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঃগিরিরাজ সিং

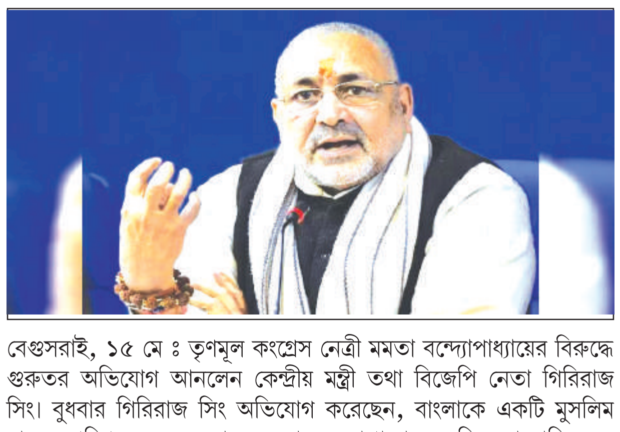

বেগুসরাই, ১৫ মে ঃ তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। বুধবার গিরিরাজ সিং অভিযোগ করেছেন, বাংলাকে একটি মুসলিম রাজ্যে পরিণত করতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং বলেছেন, গত নির্বাচনে তাঁর মন্ত্রী সাংবাদিকদের দেখিয়েছিলেন, 'মিনি-পাকিস্তান', যার অর্থ তিনি পশ্চিমবঙ্গকে 'ভারতের পাকিস্তান' বানাতে চান। যখন আমাদের সরকার গঠিত হবে, এনআরসি, সিএএ, ইউসিসি এবং জনসংখ্যা নিযন্ত্রণ কার্যকর করা হবে এবং 'কিম জং'-এর মতো তাঁর একনায়কত্বের অবসান হবে।রাহুল গান্ধী ও লালুপ্রসাদ যাদবকে আক্রমণ করে গিরিরাজ সিং বলেছেন, রাহুল গান্ধী ও লালু যাদব যারা নিজেদের পিছিয়ে পড়া মানুষজনের শুভাকাঙ্খী হিসাবে তুলে ধরেন, কর্ণাটকে তাঁরা মুসলমানদের ওবিসি মর্যাদা দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষজনের সংরক্ষণের অবসান ঘটিয়েছেন। ভবিষ্যতে, তাঁরা দেশে একটি ইসলামী রাষ্ট্র তৈরি করতে চায়।

অর্জুন সিংকে চিঠি প্রধানমন্ত্রী মোদীর, এক্স-এ ধন্যবাদ জানালেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী

ব্যারাকপুর, ১৫ মে ঃ ভোটের আগে অর্জুন সিং-কে চিঠি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাংলায় লেখা ওই চিঠিতে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর জয় কামনা করেছেন মোদী। অর্জুন সিং-কে চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ব্যারাকপুর শিল্পোন্নয়নে আপনি ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করেছেন। সংসদে সরব হয়েছেন পাটকল শ্রমিকদের অধিকারের দাবিতে। লক্ষ্যণীয়ভাবে, ভোট-প্রচারে কংগ্রেস ও ইন্ডি জোটের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার জন্য ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থীকে চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছেন মোদী। এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অর্জুন সিং। তাঁর প্রতি আস্থা রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অর্জুন।

মেরাপানিতে পিস্তল সহ গ্রেফতার দুই, গাড়ি চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ

গোলাঘাট (অসম), ১৫ মে ঃগোলাঘাট জেলার অন্তর্গত মেরাপানিতে বুলেট ভরতি পয়েন্ট (.) ২২ পিস্তল সহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতরা বাইক ও গাড়ি চুরির সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বলে পুলিশ মনে করছে। বুধবার মেরাপানি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে গত মঙ্গলবার মধ্যরাতে যোরহাট এবং গোলাঘাট জেলার মেরাপানি পুলিশের যৌথ অভিযানে বলিন গগৈ এবং গোপাল কছাড়ি নামের দুজন ধরা পড়েছে। যোরহাটের ডিএসপি কৌশিক কলিতার নেতৃত্বে অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী কলাজানে অভিযান চালানো হয়েছিল। ধৃতদের তালাশি চালিয়ে বলিন গগৈয়ের হেফাজত থেকে বুলেট ভরতি পয়েন্ট ২২ পিস্তল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।এদিকে থানায় উপস্থিত সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার জবাবে গ্রেফতারকৃত এক যুবক বলে, ‘ আমাকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে জানি না।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৬ মে মার্ট ঃবৃহঃ বার, ১ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ২ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ
রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩
পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১
পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২
পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১
পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩
পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১
পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১
পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২
পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৯শতকরা এবং ৪৮শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার। জোয়ার- সকাল ১টা ৩২ মিনিট এবং রাত০২টা ৩৪মিনিট হবে। ভাটা-বিকেল-৬টা ২০মিনিট। সন্ধ্যা-০৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্তযাবে ঃ ৬ টা ৮ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআজ আপনার উচ্চ প্রত্যয় সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। এক ধকলসাধ্য দিন হওয়া সত্ত্বেও আপনি আপনার প্রাণশক্তি সঞ্চয় সমর্থ হবেন। সন্তান হবেই।
বৃষভ রাশিঃআপনি আজ আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখবেন যা আপনাকে সাফল্য এনে দিতে পারে। আজ, আপনার পিতা-মাতার একজন আপনাকে অর্থ সাশ্রয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে পারেন। সংসারে শান্তি হবে।
মিথুন রাশিঃঅতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থ থাকতে নিয়মিতভাবে হেলথ ক্লাবে যান। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে। শুভদিন।
কর্কট রাশিঃঅপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে তর্ক করে সময় নষ্ট করবেন না। মনে রাখবেন তর্কে পাওয়ার কিছু নেই বরং কেবল হারাবার আছে।
সিংহ রাশিঃমনে হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটারে সন্ধ্যাযাপন বা আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে সান্ধ্যভোজ আপনাকে এক আয়েসী এবং চমকপ্রদ মেজাজে রাখবে।শুভদিন
কন্যারাশিঃস্বাস্থ্যের ব্যাপারে অবহেলা করবেন না, বিশেষ করে মদ্যপান এ।য়ে চলুন।শুভরংলাল
তুলারাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব উন্নত করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করুন। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। এটি আপনার আর্থিক উপকারে আসবে।
বৃশ্চিক রাশিঃ তেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। আজ আপনার পক্ষে অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব হবে
ধনু রাশিঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে। শুভদিন।
মকর রাশিঃবিবাহের যোগ। বিদেশ যাত্রা শুভ হবে। সংসারে শান্তি।
কুম্ভ রাশিঃআজ আপনি পরোপকারের কাজে মানসিক শান্তি আর আরাম পাবেন।। **মীন রাশিঃ**আপনার ঐক্যনাশক আবেগ এবং ঝোঁক নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আপনার গোঁড়া চিন্তাপুরোনো ধারণা আপনার প্রগতিকে ব্যাহত

রাজ্যের পুর এলাকায় বেআইনি নির্মাণের প্রবণতা বাড়ায় সরকার উদ্বিগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মে ঃ রাজ্যের পুর এলাকাগুলিতে বেআইনি নির্মাণের প্রবণতা বাড়তে থাকায় রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন। এমত অবস্থায় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর বেআইনি নির্মাণ আটকাতে কঠোর পদক্ষেপ করতে কলকাতা পুরসভা সহ রাজ্যের সমস্ত পুরসভাকে নির্দেশ দিয়েছে। নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি চার দফা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সম্পত্তির মিউটেশন বা নাম পত্তনের আগে বিল্ডিং প্ল্যানের ছাড়পত্র এবং কাজ শেষের সংশাপত্র পরীক্ষা করে দেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বেআইনি নির্মাণ খুঁজতে রাজ্যের প্রত্যেকটি পুরসভায় বিশেষ পরিদর্শক দল গড়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক সমীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেআইনি নির্মাণ খুঁজে পেলে তৎক্ষণা সেখানে পানীয় জলের সংযোগ ছিন্ন করে দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মালিকের পাশাপাশি প্রকল্পের ছাড়পত্র দেওয়া ইঞ্জিনিয়ার এর বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। রাজ্যের পুর আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী আইন ভঙ্গ কারীর ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং পাঁচ বছর কারাদণ্ড হওয়ার সংস্থান রয়েছে।

মেট্রো বিভিন্ন করিডর বেসরকারিকরণ করে দেওয়ার বিষয়ে ক্ষোভের সঞ্চার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মে ঃ কলকাতা মেট্রো বিভিন্ন করিডরে সম্প্রসারণ এর মাঝেই তা বেসরকারিকরণ করে দেওয়ার বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করায় কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। নর্থ সাউথ করিডর সহ বিভিন্ন স্টেশনে কর্মীর অভাবে বুকিং কাউন্টারের সংখ্যা কমে যাওয়া, ট্রাফিক বিভাগে অনেক পদ শূন্য থাকার পাশাপাশি প্রায় ১০০ জন মোটরম্যানের ঘাটতি রয়েছে বলে মেট্রো রেলের শ্রমিক কর্মচারী সংগঠন মেন্স ইউনিয়নের নেতা শিশির মজুমদার জানিয়েছেন। রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে মোটরম্যান নিয়োগের ক্ষমতা কলকাতা মেট্রোর হাতে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে তাদের আন্দোলন আরো বড় আকার নেবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি গিয়েছেন। এইদিকে কর্মীর অভাব মেটাতে ইতিমধ্যেই মেট্রো রেলে বেসরকারি ভাবে বেশ কিছু লোক নিয়োগ করা হয়েছে বলে মেট্রো সূত্রে খবর।

টোটোয় করে অভিনব উপায়ে প্রচার সারলেন জয়নগরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৫ মে ঃ লোকসভা ভোটের প্রচারে জোরকদমে এগিয়ে চলেছে রাজনৈতিক দলের প্রার্থী সহ দলীয় কর্মীরা। ১ লা জুন জয়নগর কেন্দ্রের ভোট। সুন্দরবনের নদী মাতৃক এলাকায় তাই প্রচারে জোর দিয়েছে তৃনমূল, বিজেপি সহ একাধিক দল। প্রতিদিন এপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে নিয়মকরে জনসংযোগ, কর্মীসভা, পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করছেন সব দলই। বুধবার বিকালে জয়নগর মজিলপুর টাউন এলাকায় বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হককে সঙ্গে নিয়ে টোটোয় করে পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভোটের প্রচার করলেন জয়নগর লোকসভার তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ প্রতিমা মন্ডল।এদিন বিকালে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের উওরপাড়া থেকে এই টোটোয় করে প্রচার কাজ শুরু করেন তৃণমূল প্রার্থী। আর এর পরে ১০ নং ওয়ার্ড,৯ নং ওয়ার্ড, ৮ নং ওয়ার্ড,১৪ নং ওয়ার্ড হয়ে ৭ নং ওয়ার্ডের তিলিপা।ায় গিয়ে প্রচার শেষ করেন। এদিন বিকালের এই প্রচারে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান,একাধিক কাউন্সিলার সহ বহু দলীয় কর্মী সমর্থক অংশ নেন।এদিন প্রচার চলাকালীন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বলেন,আমি জেতার ব্যাপারে পুরোপুরি আশাবাদি। গত আড়াই মাস ধরে প্রতিটা এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রচার করছি। মানুষের সাথে কথা বলছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষীর ভান্ডার সহ একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষ আজ উপকৃত। তাই তাঁরা আমাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছে। এদিন টোটোয় করে এই অভিনব প্রচার দেখতে বহু মানুষ রাস্তার পাশে উপস্থিত ছিলেন।

তারাতলা এবং বেহালা বাজার মেট্রো স্টেশনে মক ফায়ার ড্রিল কাম ট্রেনিং পরিচালিত হল

কলকাতা, ১৫ মেঃ মেট্রো রেলওয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা এবং যত্ন নেয়। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে নিয়মিতভাবে অগ্নিকাণ্ডের মতো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কলকাতার লাইফলাইনে গৃহীত নিরাপত্তা পরিমাপগুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে। টানেলের অভ্যন্তরে বা ভায়াডাক্টে যে কোনও অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য, কলকাতা মেট্রোতে নিয়মিত মক ড্রিল পরিচালিত হয়। আজ ১৫.০৫.২০২৪ তারিখে পার্পল লাইনের তারাতলা এবং বেহালা বাজার মেট্রো স্টেশনে সিনিয়র অফিসারদের তত্ত্বাবধানে মেট্রো রেলওয়ের মাঠ কর্মীদের জন্য দুটি মক ফায়ার ড্রিল কাম ট্রেনিং সেশন পরিচালিত হয়েছিল। এই ড্রিলগুলিতে, মেট্রো স্টাফদের মেট্রো স্টেশনে বিভিন্ন আগুন এবং ধোঁয়া পরিস্থিতির অনুকরণের মাধ্যমে শিখা নিভানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ট্রাফিক, RPF, ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা এই মক ড্রিলটিতে অংশ নেন। এটা প্রত্যাশিত যে এই ধরনের ড্রিল যেকোন জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে মেট্রোমেনের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে তীক্ষ্ণ করবে এবং উদ্ধারের সময় কমিয়ে আনবে এবং তাড়াতাড়ি স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবে।

উলুবেড়িয়ায় রোড শো করলেন দেব

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ মে ঃ উলুবেড়িয়ায় রোড শো করলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা তথা বিদায়ী সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব। বুধবার বিকেলে উলুবেড়িয়া লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে উলুবেড়িয়ার গঙ্গারামপুর থেকে গরুহাটা পর্যন্ত হুডখোলা গাড়ীতে করে রোড শো করলেন অভিনেতা দেব। উলুবেড়িয়ায় ওটি রোডের দুপাশে দেবকে দেখার জন্য মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।উল্লেখ্য আগামী ২০শে মে পঞ্চম দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রে। রোড শো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, সাংসদ পদপ্রার্থী সাজদা আহমেদ, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল তথা উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ আকবর আলি প্রমুখ।

ভোট-বঙ্গে রাজনীতির রং হেয়ার স্টাইলেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মে ঃ রাজনীতির রং এবার হেয়ার স্টাইলেও। মধ্য হাওড়ায় রবীন দাসের পার্লারে এখন চুলের ছাঁটে দলীয় প্রতীক আঁকছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকেরা। ভোটের আগে চুলের ছাঁটে দলের প্রতীক ফুটিয়ে তুলতে তৃণমূল, বিজেপি কর্মীরা ছুটে আসছেন পার্লারে। পার্লারের কর্ণধার রবীন দাস জানান, ভোটের প্রচারের জন্য চুলের ছাঁটে দলের প্রতীক আঁকার চল রয়েছে। এর পাশাপাশি মুখ, হাত সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ট্যাটুর মাধ্যমে দলের প্রতীক ফুটিয়ে তুলতেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহ রয়েছে। সেই ছবি অনেকে সমাজ মাধ্যমেও ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তাতেই পার্লারে ভিড় হচ্ছে। আগে বিশ্বকাপের সময়েও চুলের ছাঁটে ফুটবল ও ক্রিকেট তারকাদের ছবি করা হয়েছে। এবার ভোটের বাজারেও উৎসাহ তুঙ্গে।

ক্রেডিট কার্ডের লিমিট বাড়ানোর নাম করে জালিয়াতি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ মে ঃ ক্রেডিট কার্ডের লিমিট বাড়ানোর নাম করে জালিয়াতি। প্রতারিতের টাকা উদ্ধার করল হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার থানা। গত ৭মে মানস কুমার ঘোষ নামের জগাছা নিবাসী এক ব্যক্তি হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার থানায় এই মর্মে অভিযোগ জানান যে, তিনি অজানা ফোন নম্বর থেকে একটি কল পান। যেখানে প্রতারক নিজেকে ব্যাঙ্কের আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দেন। এবং মানস বাবুর ক্রেডিট কার্ডের লিমিট বাড়ানোর জন্য প্রথমে মানস বাবুকে একটি লিংক পাঠান। পরে মানস বাবু ওই প্রতারক ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে তার ব্যাঙ্ক ক্রেডেনশিয়াল শেয়ার করেন। এরপর প্রায় ৮৬ হাজার টাকা, মানস বাবুর অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে যায়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার থানা তদন্তে নামে এবং বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইনপুট এবং সরকারি পোর্টালকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত তৎপরতার সঙ্গে সমস্যার সমাধান করা হয়। ওই টাকা উদ্ধার করে মানস বাবুর হাতে ফিরিয়ে দেন সাইবার থানার তদন্তকারী অফিসার এএসআই সুব্রত শাসমল।

আত্মহত্যার চেষ্টায় ব্যস্ত সময়ে ব্যাহত মেট্রো চলাচল, যাত্রী দুর্ভোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মে ঃ মেট্রোয় আবার আত্মহত্যার চেষ্টা! যার জেরে বুধবার ব্যস্ত সময়ে থমকে গেল মেট্রো চলাচল। টালিগঞ্জ অর্থাৎ মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশন থেকে ময়দান পর্যন্ত ট্রেন বন্ধ হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন ভাবে ট্রেন চলে ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর। এবং মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত। যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ঘটনাটি ঘটে নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনে। সকাল ১১টা ৩৮ মিনিট নাগাদ। এক যাত্রী মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ দেন সেখানে। যার জেরেই থমকে যায় পরিষেবা। নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয় পাওয়ার ব্লকগুলি। সকাল ১২টা নাগাদ পাওয়া খবর অনুযায়ী, যিনি ঝাঁপ দিয়েছেন, তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। তবে তাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা জারি রয়েছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, উদ্ধার কাজ শেষ করে দ্রুত মেট্রো চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। পরিষেবা সাময়িকভাবে আংশিক বন্ধ থাকে। দীর্ঘ সময় বাদে তা স্বাভাবিক হয়।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার, ফিরিয়ে দিল মেট্রোর স্টাফ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মে ঃ ১৪.০৫.২০২৪ তারিখে রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনে প্রায় ১০,২০ টায়, নিয়মিত চেক করার সময় কর্তব্যরত মহিলা RPF কর্মীরা প্ল্যাটফর্মে দুটি মোবাইল ফোন খুঁজে পান। এই ফোনগুলির কোনও দাবিদার খুঁজে না পেয়ে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পরে, তিনি এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা দিয়ে ফোনের মালিকদের স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। মাঝে মাঝে, দুজন যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ফোনের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, সেই ফোনগুলি তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। হারানো ফোন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করার জন্য তারা মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য যে মেট্রো চত্বরে যে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন যাত্রীদের সাহায্য করার জন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষ সর্বদা সতর্ক থাকে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের তাদের হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলি ফেরত পেতে বা বিচ্ছিন্ন সদস্যদের তারতার পরিবারের সদস্যদের সাথে যেকোন জরুরি অবস্থায় একত্রিত করতে সহায়তা করে।

লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে চালু সব যাত্রীবাহী ট্রেন

হাফলং, ১৫ মে ঃ লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে বুধবার থেকে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল পুরোপুরি সচল হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ এক পক্ষ কালের বেশি দিন বাতিল ট্রেনগুলি পাহাড় লাইনে আজ থেকে চলাচল শুরু হয়েছে।

লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনের হারাঙ্গাজাও জাটিঙ্গা লামপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী ১১০৭ কিলোমিটার অংশ রেল কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে সারাই করে তোলার পর অবশেষে আজ থেকে সব যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। বুধবার পাহা। লাইনে ছয়টি যাত্রীবাহী এবং পাঁচটি পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করেছে। তবে সবগুলি ট্রেন দিনের আলোয় ধসবিধ্বস্ত জাটিঙ্গা-লামপুর অংশ পার হয়ে গেছে।

নির্বাচনী জনসভায় বিভিন্ন দল থেকে শতাধিক কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান

দুরন্ত বার্তা,উলুবেড়িয়া, ১৫ মে ঃ উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ-এর সমর্থনে এক নির্বাচনী জনসভায় বিভিন্ন দল থেকে শতাধিক কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উলুবেড়িয়ার সমরুক বাজারে জনসভায় তপনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২জন আইএসএফ সদস্য ও একজন নির্দল সদস্য,হাটগাছা ২নং পঞ্চায়েতের একজন কংগ্রেস সদস্যা,ও অন্যান্য পঞ্চায়েতের বামফ্রন্ট ও নির্দল থেকে ৪জন সহ মোট সাতজন পঞ্চায়েত সদস্য-সদস্যা এবং ২৩শের পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিজেপির জেলা পরিষদের প্রার্থী ও শক্তিপ্রমুখ সহ মোট শতাধিক কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন।যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত্ সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামানিক, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ আকবর আলি,জেলা পরিষদের সদস্য সেখ নুর সালাম, তপনা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মধুসূদন বাগ,হাটগাছা ২নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ফারুক মল্লিক, তপনা পঞ্চায়েতের প্রধান সেখ আসমিনা বেগম প্রমুখ।

ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ফিরেছে ভ্যাপসা গরম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মে ঃ বৃষ্টি থামতেই আবারও গরম বাড়ছে কলকাতায়, তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও। সকাল হতে না হতেই দাপট বাড়ছে রোদের, তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে ভ্যাপসা গরমও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোথাও বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই, তবে উত্তরবঙ্গ ভিজবে আরও কিছু দিন। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত বন্ধ হলেও উত্তরবঙ্গের মালদহ এবং দুই দিনাজপুর বাদে বাকি সব জেলাতেই বৃষ্টিপাত হবে সোমবার পর্যন্ত। সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আগের দিনের তুলনায় বুধবার কলকাতায় সামান্য বেড়েছে তাপমাত্রা, এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.১ ছিল ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি বেশি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি অথবা আরও বেশি বাড়তে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে পুরোপুরি থেমে যাবে বৃষ্টি।

সকাল-সকাল প্রচার সারলেন দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী

দুরন্ত বাতা, দমদম ১৫ মে ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফায় নির্বাচন পয়লা জুন। দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সৌগত রায় বিভিন্ন জায়গায় প্রতিদিনই প্রচার করছেন। একই রকম ভাবে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দেখা গেল দক্ষিণ দমদমের ১৫ নম্বর এবং ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে। প্রায় ২০০ টোটো নিয়ে এই মিছিল হয়। এই দু ওয়ার্ডের একাধিক জায়গায় প্রার্থীকে বরণ করতে দেখা গেল স্থানীয় বাসিন্দদের, উপস্থিত ছিলেন দমদমের বিধায়ক ব্রাত্য বসুও। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলর দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় এর উদ্যোগে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।। গ্রীষ্মের দাবদাহে যাতে সাধারণ মানুষের কষ্ট না হয়। সেই কারণে টোটোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রচারে ছিল একাধিক অভিনব ব্যবস্থা, প্রচারের ফাঁকে দেখা গেল সৌগত রায় কে পথ চলতি মানুষের হাতে ঠান্ডা জলও তুলে দিতে।

হাওড়া স্টেশনে মহিলাকে ছুরি মেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগে ধৃত যুবক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ মে ঃ হাওড়া স্টেশনে এক মহিলাকে ছুরি মেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। বুধবার এই ঘটনাটি ঘটেছে। আহত মহিলাকে উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম মুঙ্গেশ যাদব। হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি রক্তমাখা ছুরি। পুলিশ সূত্রে খবর, বনগাঁ ঠাকুরনগরের বাসিঃদা পি ঃটু বিশ্বাস তাঁর স্ত্রী রিভু বিশ্বাস ছেলেমেয়েকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মুম্বইবাসী মুঙ্গেশ যাদব। মুম্বইয়ে একই জায়গায় কাজ করেন পি ঃটু এবং মুঙ্গেশ। ২৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পার্সেল ডিপার্টমেন্টের পাশে সবাই মিলে চা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ মুঙ্গেশ পিন্টুকে ওষুধ কিনতে পাঠান। পি ঃটু যখন মাথার যন্ত্রণার ওষুধ কিনতে যান, সেই সময় রিভুকে কাছে পেয়ে মুঙ্গেশ ব্যাগ থেকে ছুরি বার করে পেটে ঢুকিয়ে দেন বলে অভিযোগ। অসহনীয়

যন্ত্রণায় ওই মহিলা চিৎকার করতে থাকলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন আরপিএফ এবং অন্যান্য যাত্রী। মুঙ্গেশ তখন ছুরি দেখিয়ে সবাইকে ভয় দেখান। পরে অবশ্য তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলে আরপিএফ। অভিযুক্তকে গোলাবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওযা হয়েছে। এই মুহূর্তে পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। খুনের মামলাও রুজু করেছে পুলিশ। আহত মহিলার মৃত্যু হয়েছে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার পথে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পান্ডুয়ায় লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভা করেন মিঠুন চক্রবর্তী

দুরন্ত বার্তা, পান্ডুয়া, ১৫ মে ঃ পান্ডুয়ায় লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভা করেন মিঠুন চক্রবর্তী। সেখানেই নিজের সতীর্থও একসময়ের সহকারী অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মহাগুরু। পান্ডুয়ায় সভার মাঝে মহাগুরু নিজের সিনেমার কিছু ডায়লগ বলেন কর্মী সমর্থকদের আবদার মেটানোর জন্য। তবে সরাসরি সিনেমার ডায়লগ নয়। মিঠুন চক্রবর্তীর নিজের সিনেমার ডায়লগ তবে তা একটু ঘুরিয়ে নতুন রকম ভাবে। মিঠুন বলেন, সিনেমার ডায়লগ থেকে নাকি হিংসা হচ্ছে। যাই হোক ডায়লগ তো আমি বলবই তবে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলব।মিঠুন এরপর শুরু করেন ডায়লগ,, আমি জলঢোঁড়াও নই বেলে বোড়াও নই।আমি এইরকম একটা সাপ যে গর্ত থেকে ছোট ছোট ইঁদুর বার করে নিয়ে আসে। দর্শকরা আবদার করে ' মারব এখানে'-টা হোক। মিঠুন সেই ডায়লগ ঘুরিয়ে বলেন, চিমটি কাটবো এখানে, আর লাল পিঁপড়ের জলন জ্বলবে এখানে। আমি তুফান বছরে এক আধ বার আসি, তবে এবার প্রত্যেকবার আসবো

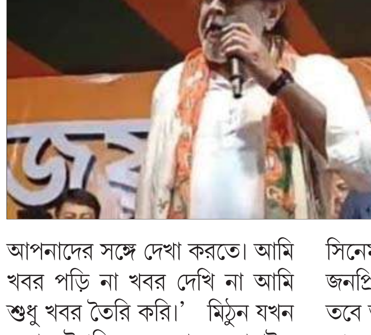

আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমি খবর পড়ি না খবর দেখি না আমি শুধু খবর তৈরি করি।' মিঠুন যখন সভায় উপস্থিত হন তাকে মোবাইল ফ্ল্যাশ জালিয়ে স্বাগত জানানো হয়। নিজের একসময়ের সহকর্মী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, লকেট ও মিঠুন তারা একসঙ্গে অনেক সিনেমা করেছেন। নিজের কাজে অত্যন্ত সুপটু লকেট চট্টোপাধ্যায়। একসঙ্গে যেমন তাঁরা সিনেমা করেছেন, সেই মতো সিনেমার বাইরেও তারা একসঙ্গে অনেক কাজ করেছেন, এখনও করছেন। এমপি হয়ে দিল্লির লোকসভায় লকেটকে যখন পাঠানো হয়েছিল সেখানেও নিজের কাজ পরিপাটি ভাবে গুছিয়ে করেছেন। তাই এই লোকসভা নির্বাচনে আবারও লকেটকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আবেদন জানিয়েছেন মহাগুরু। রাজনৈতিক বক্তব্যের পাশাপাশি তার বাংলা সিনেমার ডায়লগ ও একাধিক জনপ্রিয় গান গেয়ে শোনান মহাগুরু। তবে তার গোটা বক্তব্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার আরেক সহকর্মী ও তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম কোথাও উল্লেখ করেননি মিঠুন চক্রবর্তী। বরং নাম না উল্লেখ করেই একাধিকবার আক্রমণ নিয়ে আসেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও বিজেপির কর্মকর্তা মহাগুরু ওরফে মিঠুন চক্রবর্তী।

ফের অশান্ত ভোটমুখী সন্দেশখালি, রুটমার্চ শুরু করল কেন্দ্রীয় বাহিনী

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ১৫ মে ঃ ফের অশান্ত ভোটমুখী সন্দেশখালি। পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগে রাত পাহারায় রয়েছেন মহিলারা। এই পরিস্থিতিতে সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের হাটগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০ নম্বর কানমারি গ্রামে রুটমার্চ শুরু করল কেন্দ্রীয় বাহিনী। জওয়ানদের দেখেই ছুটে আসেন বিজেপি সমর্থকরা। আতঙ্কিত মহিলাদের দাবি, তৃণমূলের হুমকিতে তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ৪ জুন, ভোটের ফল ঘোষণার পর বাহিনীর দেখা মিলবে না, তখন কী হবে, প্রশ্ন করেন মহিলারা। তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি করায় তাঁদের স্বামীদের ডাকাতির মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। ইডি-র ওপর হামলার ঘটনায় নাম জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন কানমারি গ্রামের বিজেপি সমর্থকরা। এদিকে, সন্দেশখালির বাগদিপাড়া গ্রাম কার্যত পুরুষ শূন্য। রাতে গ্রামে ঢুকে অত্যাচারের অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, রাতবিরেতে গ্রামে হানা দিচ্ছে পুলিশ। ঢুকে পড়ছে বাড়িতে। সোমবারই তুলে নিয়ে যাওয়া হয় জুলফিকর মোল্লা ও সুশান্ত মণ্ডলকে।

তাঁর বিরুদ্ধে কোথায় ক'টা মামলা জানতে চেয়ে রেখা পাত্র হাইকোর্টের দ্বারস্থ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মে ঃ বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোথায় ক'টা মামলা করেছে পুলিশ তা জানতে চেয়ে উচ্চ আদালতে মামলা করেছেন রেখা। একইসঙ্গে নিরাপত্তা এবং রক্ষাকবচ চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন বিজেপি প্রার্থী। রেখার আইনজীবীর বক্তব্য, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যে মামলা দায়ের করা হযেছে। তাই সন্দেশখালির প্রতিবাদী মুখ রেখার বিরুদ্ধে এমন কত মামলা আছে, তার তালিকা দিক পুলিশ। একইসঙ্গে, তিনি নিরাপত্তারও আবেদন করেছেন। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে বৃহস্পতিবার মামলাটির শুনানি হবে।

বাঁশবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমকে সামগ্রী দান করল এসবিআই

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৫ মে ঃ অনাথ শিশুদের এবং দুস্থ মেধাবী ছাত্রদের সর্বাঙ্গিনভাবে কল্যাণ কামনায় বাঁশবেড়িয়া কুন্ডুর ঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম এই সংকটময় সময়ে মানব সমাজে রক্ষাকল্পে আবাসিক ছাত্রদের কলকাতা সার্কেলের ভারতীয় স্টেট ব্যাংক অনুদান হিসেবে খাট, আলমারি ,কম্পিউটার টেবিল ও সিলিং ফ্যান এই প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিলেন। আশ্রমের প্রধান স্বামী প্রেমাতানন্দ মহারাজ বলেন-স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় ' জীব সেবা' এই বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কলকাতা সার্কেলের ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক আশ্রমে নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের আবাসিক দুস্থ ও অনাথ শিশুদের সেবার জন্য আশ্রম কর্তৃপক্ষকে আটটি খাট, আটটি আলমারি, নটি কম্পিউটার টেবিল , তেরোটি সিলিং ফ্যান ব্যবহারের জন্য দান করেন। এদিন ব্যাংকের ম্যানেজার আশ্বাস দিলেন সামাজিক প্রকল্পে সব সময় পাশে আছি। আপাতত এই সমস্যা সমাধানের জন্য আশ্রমের মহারাজারা আপ্লুত। প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর ভক্ত প্রাণ মানুষ আসেন এই আশ্রমে।

বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পে অর্থায়ন করতে চায় ভারত ঃ ড. হাছান মাহমুদ

ঢাকা, ১৫ মে ঃ বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পে অর্থায়ন করতে চায় ভারত। এমনটাই জানালেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। বাংলাদেশ সফররত ভারতের বিদেশ সচিব বিনয় মোহন কোয়াত্রার সঙ্গে ঢাকার বিদেশ মন্ত্রকে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এমনটাই জানান হাছান মাহমুদ। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার সেগুনবাগিচায় বিদেশ মন্ত্রকে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মন্ত্রী জানান, ' বিদেশ সচিবের সঙ্গে সাক্ষাতে দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আন্তরিক আলোচনা হয়েছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সম্পর্ক অত্যন্ত চমকার। এই সম্পর্ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।' ভারতের বিদেশ সচিবের সঙ্গে তিস্তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিনা, জানতে চাইলে হাছান মাহমুদ বলেন, ' নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিস্তায় আমরা একটা বৃহ প্রকল্প নিয়েছি। ভারত সেখানে অর্থায়ন করতে চায়। যোগাযোগ নিয়ে এবং বাংলাদেশিদের জন্য ভারতীয় ভিসা সহজ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রতি বছর বাংলাদেশের ১৬-১৭ লক্ষ মানুষের জন্য ভিসা ইস্যু করে ভারত। বিশ্বে সর্বোচ্চ ভিসা ভারত ইস্যু করে বাংলাদেশে। অনেক সময় ভিসা পেতে অপেক্ষা করতে হয়। সেটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ভারতের বিদেশ সচিব বলেছেন, বাংলাদেশে ভারতীয় মিশনের সক্ষমতা বা।ানোর জন্য তারা আরও লোকবল নিয়োগ করছেন। শক্তির উসের কানেক্টিভিটি নিয়ে আলোচনার কথা উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ' ফিজিক্যাল কানেক্টিভিটি নিয়ে আলোচনা করেছি। সেটা অনেক দূর এগিয়েছে। বিশেষ করে নেপাল ও ভুটানকে ট্রানজিট দেওয়া এবং এই দুই দেশ থেকে জলবিদ্যু আমদানি করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা। ইতিমধ্যে নেপাল থেকে জলবিদ্যু আমদানি করার ক্ষেত্রে সব কিছু চূ।ান্ত হয়েছে। ট্যারিফ নিয়েও আলোচনা অনেকটা চূ।ান্ত হয়েছে। সেটি আমাদের ক্রয় কমিটিতে যাবে। সেটি হলে ভারতের ওপর দিয়ে আমরা নেপাল থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করতে পারবো।' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর নিয়ে প্রশ্নে বিদেশমন্ত্রী হাছান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অনেক আগে থেকে ভারত সফরের কথা রয়েছে। ভারতে যেহেতু নির্বাচন, সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কখন সফর হবে, সেটি নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ভারতে নির্বাচনের পর সরকার গঠন হবে। তারপর প্রধানমন্ত্রীর সফর কখন হবে, সেটা ঠিক হবে।

সুন্দরবনের বাঘের ডেরায় জঙ্গল পুজো ও মেলায় লক্ষাধিক ভক্ত

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৫ মে ঃ বাঘের ডেরায় বনদেবির পুজো। সুন্দরবন এলাকায় দশকের পর দশক ধরে চলে আসছে প্রাচিন এই পুজো ও মেলা। বনবিবি মাতার পুজো উপলক্ষে এই মেলায় উপকূলবর্তী এলাকাগুলির বিভিন্ন দ্বীপ থেকে কাতারে কাতারে মানুষজন এসে ভিড় জমান। এছাড়াও বাইরে থেকেও বহু মানুষ এই মেলায় এসে ভিড় করেন। বনবিবি মাতার পুজো উপলক্ষে উৎসবের মেজাজ রাজ্যের সুন্দরবন উপকূলের মৈপীঠ কোস্টাল থানা এলাকায়। নদীপথে এই মেলার আয়োজনে বিপত্তি এড়াতে সতর্ক পুলিশ। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে বহু প্রাচিন এই গ্রামীণ মেলা। দশকের পর দশক ধরে সুন্দরবন অঞ্চলে বনবিবি মায়ের পুজো উপলক্ষে এই মেলা চলে আসছে। এবারও কুলতলির দেউলবাড়ি ও মৈপীঠের নগেনাবাদে মাকড়ি নদীর তীরে এই মেলার আয়োজনকে ঘিরে উপকূলের বাসিন্দাদের উসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। দূর-দূরান্ত থেকে নৌকায় চেপে কাতারে কাতারে মানুষ মেলায় ভিড় জমিয়েছেন।এই মেলার মূল আকর্ষণ মানত করা মোরগ নিয়ে নদীতে স্নান করে দন্ডী কেটে মায়ের পুজো দেওয়া।এবং পুজোর পরে মানত করা মোরগটিকে জঙ্গলে ছেড়ে আসা।এই পুজো প্রায় ৬৫ বছর ধরে চলে আসছে। প্রতিবছর বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার জঙ্গলে এই পুজো হয়। আর তিন দিনের মেলা বসে। কথিত আছে, সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে মধু ও খাঁড়িতে কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার আগে বনবিবি মাতার পুজো দিলে বাঘের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ মেলে।কুলতলির মৈপীঠ কোস্টাল থানার নগেনাবাদের মাকড়ি নদীর তীরে বহু প্রাচিন বনবিবি মায়ের পুজো উপলক্ষে তিন দিনের মেলার চলছে। রাজ্যের উপকূলবর্তী এই এলাকার একাধিক দ্বীপের বাসিন্দারা এই মেলায় ভিড় জমিয়েছেন। বিশেষত যাঁরা সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে মধু সংগ্রহ ও কাঁকড়া ধরতে যান তাঁরা সবাই এই বনবিবি মায়ের পুজোয় যোগদান করেছেন।এ ছাড়া ও কুলতলি,জয়নগর, রায়দীঘি সহ একাধিক বিধানসভা এলাকা থেকেও বহু মানুষ এই বনবিবির মায়ের পুজো উপলক্ষে মাক।নদীর তিরে একত্রিত হন। স্থানীয়দের অনেকে এই পুজোকে জঙ্গল পুজো ও মেলাকে জঙ্গল মেলা বলে চেনেন। সু ঃদরবনের বিভিন্ন দ্বীপ থেকে নৌকায় চেপে রীতিমতো ঝুকি নিয়ে নদী পারাপার করতে দেখা গিয়েছে ভক্তদের। মাতলা শ্রীফলা ও মাকড়ি নদীর সংযোগস্থলে এই মেলা উপলক্ষে এবছর লক্ষাধিক মানুষের ভিড় হয়েছে।পুলিশের তরফেও মেলায় আসা ভক্তদের সুবিধার্থে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। একদিকে নিরাপত্তার বন্দোবস্তের পাশাপাশি জলপথেও কড়া নজরদারি রেখেছে প্রশাসন। নৌকায় অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণে বারবার সতর্ক করেছেন পুলিশকর্মীরা। বুধবার জঙ্গল মেলার ২য় দিনে তেও বহু মানুষের সমাগম চোখে পড়লো।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৬৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

মার্কিন গণতন্ত্র বিপন্ন ?

ইজরায়েলকে পাশে রেখে ভারত এখন প্যালেস্টাইন প্রশ্নে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে শুরু করে দিয়েছে। মানবিক সাহায্য পাঠাচ্ছে গাজায় এবং রাখায়। তবে জঙ্গি দমন পালেস্টাইনকে সমর্থন করছে ভারত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এদিকে ভারতের ওপরে চাপ দিতে শুরু করে দিয়েছে বেশ কিছু ইসলামিক দেশ। তারা বলতে শুরু করেছে যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নেতানিয়াহু এর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রয়েছে। ভারতই পারে ইজরায়েল যুদ্ধ বন্ধ করতে। কিন্তু যেখানে হামাসের মতো জঙ্গি সংগঠন রয়েছে সেখানে ভারত কোনও রকম ভাবে কথা বলতে রাজি নয়। তুরস্ক আবার হামাসকে স্বাধীনতাকামী সংগঠন বলে স্বীকার করে। ইরানও হামাসের পক্ষে রয়েছে। পাকও হামাসের পক্ষে। এদিকে পাকিস্তানও হামাসকে সমর্থন করে। যদি পাকিস্তানের কোনও কিছুই করার ক্ষমতা নেই। তারা এখন তাদের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। এদিকে ভারত ইরানের চাবাহার বন্দর নিয়ে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি করেছে। তার ফলে গোঁষা রয়েছে আমেরিকার। আমেরিকা আবার বলতে শুরু করেছে যে ইরানের সঙ্গে যারা ব্যবসা এবং বাণিজ্য সম্পর্ক তৈরি করবে তাদের ওপরে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা জারি করবে। ভারতের লোকসভার ভোট চলছে। এই সময়ে আমেরিকার ভারতের লোকসভার নির্বাচন নিয়ে বহু মন্তব্য প্রকাশ করেছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা নিয়ে আমেরিকাতে ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তার ফলে ভারত বাধ্য হয়ে বলতে শুরু করেছিল ভারতের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করে দিয়েছে বেশ কিছু বিদেশি রাষ্ট্র। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের লোকসভাকে বিপন্ন করে তোলা। এ ব্যাপারে ভারতের নির্বাচনকে নিয়ে বহু সমালোচনা করতে শুরু করে দিয়েছে। বলা হয়েছে ভারতের লোকসভার নির্বাচন বিরোধী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে না। ভারতের লোকসভার নির্বাচন একপেশে হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের পক্ষ থেকে এর জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ভারত একটি মাত্র দেশ যেখানে স্বৈরতন্ত্রের কোনও শাসন নেই। যে প্রেসিডেন্ট আমেরিকাকে ধ্বংসের মুখে ঢেলে ফেলে দিয়েছিল তাকেই আবার প্রেসিডেন্ট করে আমেরিকাবাসীরা নিয়ে আসছে। সেখানেও তো সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের বিপদ খাঁড়া হয়ে রয়েছে। সারা বিশ্বকে আর্থিক ধমকানি দেওয়ার পথকে প্রস্তুত করছে আমেরিকাবাসী ট্রাম্পকে আবার পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করে। এটা সারা বিশ্বের বিপদের লক্ষণ। সেই কারণে পরিস্কার করে বলা উচিত যে আমেরিকা বাসীর এখন গণতন্ত্র নিয়ে কোনও কোনও কথা উচ্চারণ করা উচিত নয়। আসলে আমেরিকার সবার ওপরে মাতব্বরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। এখন সেটা আর হচ্ছে না। সেই কারণে এখন আমেরিকার সবার নির্বাচনের দিকে নজর দিতে শুরু করেছে। আমেরিকার মধ্যেই আজকে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে যেতে শুরু করেছে। সেখানকার শিল্পপতিরাই আমেরিকার গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলছে। বাসিন্দারা ট্রাম্পকে সমর্থন করে তারা গণতন্ত্রকে হত্যা করছে।

রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত

প্রবাদ প্রতিম রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসকে প্রয়াত কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার একদিন বলেছিলেন ভদ্রলোক চর্চা করলে আরও ভালো গাইতে পারতেন। এই কথা শুনে জর্জ বিশ্বাস বলেছিলেন, চর্চা করুম? আহচ্ছা। জর্জ হল দেবব্রত বিশ্বাসের ডাকনাম। দুর্দান্ত মজার এই গল্পটা তাহলে খুলেই বলি। সমরেশের বয়স তখন ছাব্বিশ-সাতাশ। একটু-আধটু লিখছেন। বিকালবেলা তাঁর অগ্রজ লেখক-শিল্পীদের সঙ্গে আড্ডা দিতে চৌরঙ্গীতে যান। সেদিন অফিস শেষ করে একটু আগেভাগেই আড্ডা দিতে ধর্মতলায় পৌঁছে গেছেন। সেখানে তাঁর প্রিয় লেখক অগ্রজ গল্পকার বরেন গঙ্গোপাধ্যায়সহ দুইজন চিত্রশিল্পী বন্ধুও ছিলেন। তাঁরা সবাই সমরেশের চেয়ে বছর দশেকের সিনিয়র। আড্ডার নির্ধারিত সময়ের আগেই সেদিন সমরেশ হাজির হওয়ায় বরেন গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, তোর না পাঁচটার সময় আসার কথা, তুই এত আগে চলে এসেছিস কেন? যা পরে আয়, আমরা অন্য একটা কাজে যাচ্ছি। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে হলুদ রঙের একটা পাতলা বই। সমরেশ সেটা দেখতে চাইলে তিনি হাত সরিয়ে নিলেন। সমরেশ বললেন, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। বরেণদা তাঁকে নেবেন না। কিন্তু সমরেশ নাছোড়্ বান্দা। পরে তাঁর বন্ধুরা বলছিলেন, আহা ও যখন এসেই পড়েছে তাহলে আমাদের সঙ্গেই চলুক না। তারপর একসঙ্গে রওনা হলেন। ট্যাক্সিতে বরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, তোর কাছে কত টাকা আছে রে? সমরেশ বললেন, দশ টাকা। আচ্ছা, তাহলে হয়ে যাবে। সমরেশ আশ্চর্য চোখে দেখলেন ট্যাক্সিটা রেসের মাঠের সামনে এসে দাঁড়াল। বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞেস করলেন বরেনদা তোমরা রেসে (জুয়াতে) যাও? তখন বরেনবাবু রেগে গিয়ে বললেন, তুই বেরিয়ে যা তোকে নেব না। সমরেশকে রেখেই ওঁরা ঢুকে পড়লেন। কিন্তু সমরেশ চুপিচুপি একাই পাঁচ টাকার টিকিট কেটে লজ্জা - সংকোচ নিয়ে রেসকোর্স ময়দানে ঢুকলেন। মনে ভয় ছিল কেউ দেখে ফেলে যদি আবার বাবাকে বলে দেয়। ঢুকেই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ! দেখলেন এই বরেন, এই বরেন বলে চিৎকার করে কেউ একজন ডাকছেন। তাকিয়ে দেখলেন আর কেউ নয়, তিনি বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র! সমরেশ যারপরনাই আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, প্রেমেনদার মতো মানুষও রেস খেলেন? আরও অবাক হবার বাকি আছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন, কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। ভারতকে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে লাগবে কর্ম শক্তি। কর্ম শক্তিহীন হয়ে গেলে কোনও লাভ হবে না। সবাইকে কর্মশক্তি অর্জন করতে হবে। তবেই দেশ এগিয়ে চলতে থাকবে। কর্মীহীন দেশ দরিদ্র দেশ

পরিচালক মৃণাল সেন আজও চলচ্চিত্র জগতে বিতর্কিত চলচ্চিত্রকার

রবীন্দ্র কুমার শীল

যুগের রাজনৈতিক মন্তব্য এবং বিতর্ক ছাড়া কোনও চলচ্চিত্র করা একেবারে অসম্ভব বলে মনে করতেন চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন। পরিচালক সত্যজিৎ রায় যখন বাংলার সিনেমায় উচ্চাঙ্গ স্থান অধিকার করে রয়েছেন তখনই বাংলার সিনেমা জগতে এসে উপস্থিত হলেন মৃণাল সেন। একেবারে অন্য আঙ্গীককে তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনা করতে শুরু করলেন। তার ছবির মধ্যে ধরা পড়ল রাজনৈতিক সমস্যার কথা। ধরা পড়ল রাজনৈতিক আন্দোলন তথা রাজনৈতিক মতাদর্শের লড়াই। পশিচমবঙ্গ তখন নতুন রাজনৈতিক চিন্তার স্রোতে ভাসতে শুরু করে দিয়েছে। চিরাচরিত রাজনৈতিক মতাদর্শ তখন বাতিল হয়ে গিয়েছে তরুণ সমাজের কাছে। তরুণরা তখন নয়া রাজনৈতিক আদর্শবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। তারা চিরাচরিত মতাদর্শের মধ্যে ফ্যাসিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে। সেই প্রচলিত রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তনের জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করেছে। কিন্তু প্রশাসন তখন কিন্তু এই নয়া আদর্শবাদকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। শক্তি প্রয়োগ করে নয়া আদর্শবাদকে রুখে দেওয়ার জন্য প্রশাসন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছে। তার ফলে সর্বত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সংঘর্ষ। সেই দ্বন্ধের প্রকাশ ঘটেছে কলকাতা-৭১ ছবিতে। সমাজ এবং রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ছবিতে। সমাজ কিন্তু প্রস্তুত নয় নয়া কমিউনিস্ট মতাদর্শকে গ্রহণ করতে। আবার রাজনৈতিক ঝড় বইয়ে দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তরুণ সমাজ। তারই দ্বন্ধ দেখতে পাওয়া গেল এই ছবিতে। 'কলকাতা ৭১' চলচ্চিত্রটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন ১৪ মে ১৯২৩ সালে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ব্রিটিশ ভারত। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৬৯ সালে 'ভুবন সোম' ছবি করে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে একটি নব্য ধারার প্রচলন করে গেলেন। সেই সময়ে বিখ্যাত পাঁচ জন পরিচালক চলচ্চিত্রের নতুন দিক উন্মোচন করতে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়, তপন সিনহা। ইঁনারা প্রত্যেকে স্ব স্ব জগতে খ্যতি অর্জন করতে শুরু করে দিয়েছেন। বাদ যাননি মৃণাল সেন। কলকাতা রাজনৈতিক আসরে মৃণাল সেনের ছবি নিয়ে বিতর্কে ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছিল। তিনি একের পর একটা বিতর্কিত রাজনৈতিক মতাদর্শকে গ্রহণ করে ছবি তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। অনেকেই বলে থাকেন যে মৃণাল সেন মার্কসীয় দর্শনকে বিশ্বাস করে ছবি করে গিয়েছেন। কিন্তু তা নয়। তরুণ সমাজ যে রাজনৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করে রাস্তায় নেমে পড়েছে তাকেই তিনি প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিলেন তাঁর ছবিতে। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন সেই সময়ের তরুণ সমাজ কোন দিকে চলতে শুরু করে দিয়েছে। সেই পথ ভুল না ঠিক তা তিনি মত প্রকাশ করেননি বটে। কিন্তু সেই পথ গ্রহণ করে তরুণ সমাজের কী লাভ হয়েছিল তা তিনি দেখিয়েছেন। বেশ খোলা মন নিয়ে তিনি তাঁর মার্কসীয় দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। সেখানে কিন্তু তিনি কট্টর মার্কসবাদী নন। সেখানে তিনি রাজনৈতিক ঠিক কোনও পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে এবং তার প্রভাব সমাজের ওপরে কতখানি এসে পড়ছে তা তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে দেখিয়েছেন। সারা ভারত জুড়ে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল তার ফলে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা হয়েছিল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা তার চিত্র দেখতে পাওয়া যায় তাঁর ছবিতে। নকশাল আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে রাজনৈতিক উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁর ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতা ছিল তাঁর রাজনৈতিক প্রেরণা। এই শহরকে ঘিরে তিনি রাজনৈতিক উত্থান পতনের ছবিতে তুলে ধরেছেন তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রে। তিনি সত্যের সন্ধান করতে শুরু করেছিলেন। নকশাল আন্দোলনের মধ্যে যে সত্য রয়েছে তার জন্য তরুণরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিল তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। বুঁজোয়া সমাজ ব্যবস্থার ভাঙন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য মাওবাদ কীভাবে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করানো যেতে পারে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল একদল তরতাজা তরুণ যুবকেরা। এর সঙ্গে লিপ্ত হয়েছিল বহু মেয়েরা যারা সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন চেয়েছিল। কিন্তু তার জন্য পরিস্থিতি প্রস্তুত ছিল না। ব্যাপক পরিবর্তন করার দিকে সায় দেয়নি সমাজ। তার ফলে সেই

সব আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। ব্যর্থতার মূল কারণ হচ্ছে পরিস্থিতিতে ঠিক মতো বুঝতে না পারা। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করতে হয় সময় বুঝে। সকলের সঙ্গে সমাঞ্জস্য রেখে। কিন্তু একদল তরুণ যেভাবে মরিয়া হয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে কুঠারাঘাত করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে কি সত্যিকারের বুঁজোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়তো তা নিয়ে তখন সবাই প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল। এদিকে প্রশাসন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অটুট রাখতে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গ্রেফতার এবং বন্দি। প্রয়োজন হলে গুলি। তাই দেখিয়েছেন পরিচালক মৃণাল সেন। 'মহাপৃথিবী' এবং 'পুণাশ্চ' ছবি করেছেন প্রায় একই চিন্তার বশবর্তী হয়ে। তাঁর প্রতিটি ছবিই রাজনৈতিক মহলে ঝড় উঠেছে। বহু তর্ক বিতর্কের মধ্যে দিয়ে তাঁর ছবি সমালোচনার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল। ১৯৮২ সালে তিনি ২৩ তম বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উএৎসবে জুরির সদস্য ছিলেন। ১৯৯৭ সালেও মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরির সদস্য হন। কিন্তু ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজিত চলচ্চিত্র ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মৃণাল সেনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। জানতে পারা গিয়েছিল যে রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য থাকায় তিনি বাদ পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলির নাম উল্লেখ অতি অবশ্যই করতে হবে। তার মধ্যে রয়েছে - ১৯৬৯ সালে 'ভুবন শোম', ১৯৭৪ সালে 'কোরাস', ১৯৭৬ সালে 'মৃগয়া', ১৯৮০ সালে 'আকালের সন্ধানে', ১৯৭২ সলে 'কলকাতা ৭১', ১৯৮০ সালে 'খারিজ', ১৯৭৪ সালে 'পদাতিক'। বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার তিনি লাভ করেছেন। ভারত সরকার পদ্মভূষণ প্রদান করেন। ১৯৮৫ সালে ফরাসির প্রেসিডেন্ট তাঁকে সম্মান জানান। ১৯৯৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিক ডিলিট লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে রবীন্দ্র ভারতী এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৩ সালে তাঁকে সম্মানিক ডিলিট দেয়। বাংলার সেরা পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে তিনি বিশেষ সম্মান দিতেন। খুবই দ্রুত তিনি চলচ্চিত্র জগতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে সম্মান জানায়। ১৯৫৫ সালে তৈরি তাঁর ছবি 'রাত ভোরে' ছবিটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে। 'নীল আকাশের নিচে' ছবি তৈরি করেন ১৯৫৮ সালে। এই ছবিটিও রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে তৈরি করা চলচ্চিত্র। 'বাইশে শ্রাবণ' আবার একটু ভিন্ন স্বাদের ছবি করলেন। ১৯৬৯ সালে মৃণাল সেন তৈরি করেছিলেন 'ভুবন শোম' ছবি। এই ছবিটি তিনটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার নিয়ে এসেছিল। সেরা পরিচালক মৃণাল সেন এবং সেরা অভিনেতা সম্মান লাভ করেন উৎপল দত্ত। তিনি পরিচালক গদারের উক্তি 'সিনেমা ইজ গান' অস্বীকার করতে না পারলেও এই তত্ত্বের ওপরে বিশ্বস ছিল না। অগণতান্ত্রিক এবং ফ্যাসিস্ট প্রশাসনকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। তাঁর স্ত্রী গীতা সেন খুবই জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র কুনাল সেন বলেছেন পিতার ছবির মধ্যে যে সংলাপ থাকতো তা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর আর একটি ছবি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সেই ছবির নাম হচ্ছে 'ইন্টারভিউ' (১৯৭১)। বাংলার বেকারত্বের জ্বালা কীভাবে তরুণ সমাজকে গ্রাস করতে শুরু করে দিয়েছে তারই ভয়াবহ চিত্রকে ক্যামেরার সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি ভারতের সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার 'দাদা সাহেব ফলকে' পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এই জনপ্রিয় চলচ্চিত্র পরিচালক ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে পরলোকগমন করেন।

আমার পিতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঃ রথীন্দ্রনাথ

বিখ্যাত বাবাদের নিয়ে সন্তানদের স্মৃতিকথা দুলর্ভ নয়। কিন্তু রবীন্দ্র পুত্র রথীন্দ্রনাথ যত দীর্ঘকালব্যাপী পিতাকে কাছ থেকে দেখেছেন, এমনটি আর কোনও সন্তানের ক্ষেত্রে ঘটে নি। পিতাকে কাছ থেকে দেখার টুকরো-টাকরো স্মৃতিস্মারক তাঁর 'On the edges of time' গ্রন্থটি। যার বাঙালায়ন কবির চান্দ করেছেন 'আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ'। সেখান থেকে দু'টো অধ্যায় তুলে ধরা হলো। বাবার লেখালেখি ঃ শিলাইদহের বছরগুলোতে বাবা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি লিখেছেন। কবিতা, গান, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, বক্তৃতা নানা দিকে সমান তালে তাঁর কলম চলেছে। সারাদিন ধরে তো লিখছেনই, কখনও কখনও লেখা চলেছে গভীর রাত পর্যন্ত। তিনি যখন পরিশ্রম করতেন তখন খুব কম খেতেন। মা বিরক্ত হতেন, তবে এটাও জানতেন যে বাবা কোনও বিষয়ে মনস্থির করলে অন্যদের কারও কিছু করার ছিল না। পিসতুতো বোন সরলা দেবী তখন ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। পত্রিকাটি বড় জ্যাঠামশাই দ্বিজেন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন। পরেও সম্পাদনার ভার আমাদের পরিবারেই থেকে যায়। এক সময় বাবাও এ দায়িত্ব পালন করেছেন। ভারতীর জন্য ছোট নাটক লিখে দিতে সরলা দেবী বাবাকে অনুরোধ করেছিলেন। নাটক লেখার তাড়না পাচ্ছিলেন না বলে তিনি এতে গা করেননি। বিষয়টি বুঝতে পেরে সরলা দেবী পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে পরবর্তী সংখ্যায় রবি ঠাকুরের নাটক ছাপা হবে। কয়েকদিন পর তিনি বাবাকে চিঠি দিয়ে জানালেন যে পত্রিকার কাটতি বাড়াতে তিনি এ ঘোষণা দিয়েছেন, এখন বাবা যেন পাঠকদের হতাশ না করেন। বাবা প্রথমে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। পরদিন মাকে ডেকে বলেন যে তিনি একটা লেখা ধরবেন, তাঁকে যেন কেউ বিরক্ত না করে। এমনকি খাবারের জন্যও নয়। মাঝে মাঝে দুধ জাতীয় কিছু দিলেই খাওয়ার কাজ চলে যাবে। এ কথা বলে তিনি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। লেখা চলল টানা তিনদিন, কোনও রকম বিরতি ছাড়া। এ তিন দিন বাবা কিছু খান নি। তৃতীয় দিনের শেষ নাগাদ লেখা শেষ হল হাসির নাটক চিরকুমার সভা। পাণ্ডুলিপি ডাকে পাঠাতে তিনি ভরসা পেলেন না, নিজেই কলকাতা নিয়ে গেলেন। মা জানতেন যে ভারতীতে সময় মত পাঠানোই বাবার তাড়াহুড়োর একমাত্র কারণ ছিল না। তিনি যখনই কোনও লেখা শেষ করতেন, বন্ধু-বান্ধবকে তা পড়ে শোনানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন। সে সময় বন্ধুদের কেউই শিলাইদহে ছিলেন না। তাই তিনি কলকাতায়ই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ কয়দিনের অনাহারে ও লেখার চাপে এতই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে, জোড়াসাঁকোর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অজ্ঞান হয়ে যান। মা তখন বাবাকে স্বাভাবিক খাবার খেতে রাজি করাতে পেরেছিলেন। নাটকীয় সেই ঘটনাটি। শিলাইদহের আর একটি ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমরা তখন গড়াই নদীতে একপক্ষকাল ধরে হাউজবোটে আছি। উনবিংশ শতকের নব্বই দশকের মাঝামাঝি কোনও এক অক্টোবরের ঘটনা এটা। আমি সবে নয় বছরে পা দিয়েছি। বাবা আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। শুকনো মৌসুম তখনও শুরু হয়নি। যুৎসই বালুচরের খোঁজে আমাদের নৌকা এখানে-সেখানে ঘুরছিল। বাবা তখন সাধনা নামের মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন। পত্রিকাটির অধিকাংশ স্থান তাঁর নিজের লেখা দিয়েই ভরাট করতে হতো। প্রত্যেক সংখ্যায়ই তাঁর একটি গল্প থাকত। পরবর্তীতে এগুলো গল্পগুচ্ছে স্থান পায়। এ সময়ের বেশির ভাগ গল্পেই গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের বিস্তারিত ও অন্তরঙ্গ বর্ণনা স্থান পেয়েছে। শিলাইদহ গ্রামটির অবশ্যই একটি আলাদা গুরুত্ব আছে। কেননা, এখানেই বাবা মাটির সন্তানদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন এবং তাদের সুখ-দুঃখের কথা ভালোভাবে জানতে পেরেছিলেন। তিনি প্রায় সারাদিনই হাউজবোটের সামনের দিকের কেবিনে লেখালেখি করে কাটিয়ে দিতেন। আমি থাকতাম পাশের কেবিনে। ঘোর লাগা চোখে নিয়ত পরিবর্তনশীল নদী-জীবনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সূর্যাস্তের পর বাবা আমাকে ডেক-এ নিয়ে যেতেন এবং যতটা সম্ভব আনন্দ দেবার চেষ্টা করতেন। এক সন্ধ্যায় আমরা রেলিংয়ের খুব কাছে পাশাপাশি চেয়ারে বসে ছিলাম। হঠাৎ বাবার চটি নদীতে পড়ে গেল। তৎক্ষনাৎ তিনি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রবল স্রোতের মধ্যে বেশ খানিকটা সাঁতার কেটে তিনি ওগুলো তুলে নিয়ে আসলেন। রাতের বাকি সময়টুকু চটি জুতা আর ব্যবহার না করা গেলেও তা উদ্ধার করে আনতে পেরে তিনি খুব তৃপ্তি পেয়েছিলেন।

সাম্যবাদের কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন কিশোর কবি সুকান্ত

রানা চক্রবর্তী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'আনন্দমঠ' উপন্যাস থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে বাংলায় হয়ে যাওয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বীভৎসতার কথা জানতে পারা যায়। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে হওয়া সেই ভয়ানক দুর্ভিক্ষে বাংলার গ্রামগুলির শ্মশান হয়ে যাওয়ার কাহিনী মর্মন্তুক ভাষায় বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখে ছিলেন; রাজপথে লোখ দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুকুর। একটি বৃহৎ অট্টালিকার ঘরের মধ্যে অন্ধকারে; এক দম্পত্তি বসিয়া ভাবিতেছে। তাঁহাদের সম্মুখে মন্বন্তর। ....লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপরে কে ভিক্ষা দেয়! উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল, জোত জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুকুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাঁহারা পলাইল, তাঁহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাঁহারা পলাইল না, তাঁহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। কিন্তু; ইংল্যাণ্ডের রানীর শাসনে থাকা বাংলায় হওয়া পঞ্চাশের মন্বন্তর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকেও বহুগুণে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছিলেন; সে-ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘরভাঙা গ্রাম ছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে তখন এক বিরাট সংকট দেখা দিয়েছিল। দেশের দোরগোড়ায় তখন জাপানী আক্রমণ কড়া নাড়ছিল, অন্যদিকে দেশের ভেতরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন চলছিল; ইংরেজদের 'ভারত ছাড়ো' হুমকি দিয়ে কংগ্রেসের নেতারা তখন কারারুদ্ধ হয়েছিলেন; তারপরে একদিকে চলেছিল আগস্ট আন্দোলন এবং অন্যদিকে ছিল দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরের অভিশাপে অভিশপ্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের করুণ আর্তনাদ। কমিউনিস্ট পার্টি তখন বাংলার জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে অবস্থান করছিল। ফলে অন্যান্য দলীয় কর্মীরা বিভ্রান্ত হয়ে অন্ধ কমিউনিস্ট বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময়ে একদিকে সমাজ তান্ত্রিক আদর্শের উত্তেজনা এবং অন্য দিকে যুদ্ধ ও মন্বন্তরে পীড়িত মানবিকতার প্রতি কর্তব্যবোধ তৎকালীন সচেতন তরুণদের নাড়া না দিয়ে পারেনি। সমকালীন রাজনীতিটা তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ রূপে ধরা দিয়েছিল। সেই জনযুদ্ধের পক্ষে এবং বিপক্ষীয় প্রচারের মধ্যে তাঁদের নিজেদের পথ বেছে নিতে কোন অসুবিধা হয়নি। তাঁদের রাজনীতি করাটা তখন একটি সম্পূর্ণ জীবনবোধ এবং আচরণের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময়ে কমিউনিস্ট কর্মীরা যেমন জাপবিরোধী প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁরা আর্ত মানুষের সেবায় এবং সাহায্যে লঙ্গরখানায় ও রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে অমানুষিক পরিশ্রমও করতে শুরু করেছিলেন। একই সঙ্গে তখন থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সাংস্কৃতিক শাখাকে দিকে দিকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। সেই সময়কার শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, কিশোর, লেখক, শিল্পী; প্রত্যেকের মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টি সেদিন একটি নতুন জাগরণের সৃষ্টি করতে পেরেছিল। ওই সময়টা নিয়ে অবন্তী সান্যাল লিখেছিলেন; কিশোর সুকান্ত এই রাজনীতির অংশীদার হয়েছিল, সে সোজাসুজি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। এই রাজনীতির প্রেরণায় একেবারে গোড়া থেকেই সে ছিল সর্বক্ষণের কর্মী এবং তাঁর কর্ম ছিল তাঁর কবিত্বের পরিপূরক। রেশনের লাইনের তিক্ত অভি সম্পাতে লঙ্গরখানার করুণ কোলাহলে, মিছিলের উল্লাসে-চিৎকারে যে-ক্ষোভ যে-বেদনা যে-আশা যে-উদ্দীপনা, তাকে কেমন করে ভাষা দিতে পারা যায়? সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অতি-প্রত্যক্ষ এই ক্ষোভ-বেদনা-আশা-উদ্দীপনাকে কোন তির্যক বক্রভাষণে প্রকাশ করা সম্ভব? অনুভব যেখানে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ও তীক্ষ্ণ ভাষাকে সেখানে অবশ্যই স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হতে হবে। (সুকান্ত স্মৃতি, অবন্তী সান্যাল) তাই স্বাভাবিকভাবেই সুকান্তের ভাষা স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিল। তিনি ভালো করেই জানতেন যে, কোন ধরণের তির্যকতা দিয়ে সেই ভাষাকে অতটা জীবন্ত করে তোলা যাবে না। যাঁদের কথা তাঁরা যেমন করে বলতে চায়; তেমন করেই লিখতে হবে; এবং যাঁদের জন্য সেই বলা; তাঁরা যেমন করে বোঝেন তেমন করেই বলতে হবে। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ অনুভবকে প্রত্যক্ষ ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে সুকান্তর পক্ষে পূর্ববর্তী কোন কাব্য-সংস্কার বা কোন কাব্য-শর্তকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। যদিও সেগুলো তাঁর পক্ষে আশীর্বাদ হয়েই দেখা দিয়েছিল। অবন্তী সান্যাল লিখেছিলেন; প্রত্যক্ষ ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে সুকান্ত এমন কিছু লাইন লিখে ফেলেছিল যা সত্যিই অবাক করা। ... সুকান্তর কবিতায় শ্লোগান আছে, তার কারণ কিশোর সুকান্ত দেওয়ালে দেওয়ালে শ্লোগান লিখতো; মিছিলে মিছিলে শ্লোগান দিতো। কিন্তু সুকান্তর কলমেই সর্বপ্রথম খাঁটি শ্লোগান খাঁটি কবিতা হয়ে উঠেছিল। একমাত্র সুকান্তর কবিতা থেকে এমন প্রচুর শ্লেগান জড়ো করা যায় যা দিয়ে একটা পুরো মিছিলকে সাজানো চলে আর সে শ্লোগানগুলির বেশিরভাগ অব্যর্থ বলেই কবিতা অথবা কবিতা বলেই অব্যর্থ। শ্লোগান লিখতে গিয়েই সুকান্ত লিখেছে এমন আশ্চর্য লাইনটি ঃ 'রক্তে আনো লাল রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।' (বিবৃতি) সুকান্তর মানসিকতায় রাজনীতি ও কবিতায় কোন দ্বন্দ্ব ছিল না।

সম্পাদক সমীপেষু,

ভারত প্রেমিক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নরি কনট্রাক্টর ওয়েষ্ট ইন্ডিজ সফরে এসেছেন। দলের ব্যাটিং বেশ শক্তিশালী তবে একজন সত্যিকারের ফার্স্ট বোলারের অভাব। তৃতীয় টেস্টের আগে বার্বাডোজের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে গিয়ে গ্রিফিথের প্রথম ওভারের পঞ্চম বলে মাথায় ভয়ঙ্কর আঘাত পেয়ে ক্রীজে লুটিয়ে পড়লেন নরি কনট্রাক্টর। মাথায় রক্ত জমাট বেঁধেছে। জীবন- মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকা কনট্রাক্টরের জন্য প্রচুর রক্ত দরকার। ভারতীয় ক্রিকেটাররা এগিয়ে এলেন, মানবিক রূপের অসমান্য উদাহরণ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অধিনায়কের জন্য রক্ত দিতে এগিয়ে আসলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। দু'বার অস্ত্রপচার হয় কনট্রাক্টরের, মস্তিস্কের জমাট রক্ত বের করা হল। জীবন ফিরে পেলেন ভারত অধিনায়ক, বেঁচে গেলেও তারপর আর দেশের হয়ে আর খেলা হয়নি নরির। ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা সেই ঘটনার জন্য কোনও দিনই ভুলতে পারবেন না ফ্রাঙ্ক ওরেলকে। একই ভাবে ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কে বরাবর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ফ্রাঙ্ক ওরেল। পুরো নাম ফ্রাঙ্ক ম্যাকগ্লিন ওরেল। ছোট থেকেই ক্রিকেট খেলায় আগ্রহ। বেশ ভাল বল করতেন। তেরো বছরের ফ্রাঙ্ক এক লাফে স্কুলের প্রথম দলে সুযোগ পায়। তবে ছোট থেকেই বেশ নিরাসক্ত ভাব। নেটে ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যাট করতে ভাল লাগত না। সেদিন অবশ্য ওরেলের হিসেবে একটু গন্ডগোল হয়ে যায়। তাঁর স্কুল জয়ের পথে, ফ্রাঙ্কের ব্যাট করার কথা দশ কি এগারো নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে। ভেবেছিলেন তাঁর আর ব্যাটিংয়ের দরকার হবে না, বরং সিনেমা দেখে আসা যাক। কিন্তু রাস্তায় দেখা সেই মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে যিনি ওরেলকে একেবারে পছন্দ করতেন না। প্রধান শিক্ষক কে নালিশ করলেন, ওরেলকে সাসপেন্ড করা হল। এসব ঘটনা ফ্রাঙ্কের ক্রিকেট প্রতিভা বিকশিত হতে খুব একটা বাধা হতে পারেনি। ওরেল বরাবর একটু ঘুমকাতুরে, প্যাড পরে ড্রেসিংরুমে ঘুমিয়ে পড়তেন। কেউ ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে বলত ফ্রাঙ্ক তোমার ব্যাটের পালা। ব্যাট, গ্লাভস দুটো নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাঠে নেমে পড়লেও জানতেন না খেলার কি অবস্থা। দলের রান কত, কেমন হচ্ছে বোলিং এসব জানা - বোঝার প্রয়োজন অনুভব করতেন না। এক সময়ে ভাল ফুটবলও খেলতেন। সাঁতার ও টেবিল টেনিসেও ওস্তাদ। সেইসময়ে মনে হত ফ্রাঙ্ক শুধু বোলার বাঁ - হাতে লেগ ব্রেক বল করে। সে যে ভাল ব্যাটিং করতে পারে কেউ বুঝত না, ফ্রাঙ্ক নিজেও অত ভাবত না। ফ্রাঙ্ক ওরেল বিরলদের জগতে বিরল প্রতিভা। মনের আনন্দে ক্রিকেট খেলতেন। কত রান করেছেন মনে রাখতেন না। - **অরুণাভ সেন, কলকাতা।**

দুরবস্থা জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের, বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ মে ঃ বুধবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রোগীদের লম্বা লাইন লক্ষ্য করা যায়। এই ইমারজেন্সির পাশেই রয়েছে পানীয় জলের কল। কিন্তু কলে নেই জল।

বর্তমানে তীব্র দাবদাহ, গরমে নাভিশ্বাস সাধারণ মানুষের আর হাসপাতালে এসে পানীয় জল না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীর আত্মীয়পরিজন থেকে আশেপাশের মানুষজনেরা। হাসপাতাল চত্বরে যত্রতত্র পড়ে রয়েছে ময়লা আবর্জনা। প্রতীক্ষালয়ে নেই পাখা, গরমে হাঁসফাঁস মানুষজন বলে অভিযোগ। জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ঢোকার মুখে রাস্তার ধারে আবর্জনা স্তূপ। ময়লা আবর্জনার ফলে ড্রেনের ব্যবস্থা ঠিকঠাক না থাকার দরুন ময়লা আবর্জনায় দুর্গন্ধে টেকা দায়। জলপাইগুড়িতে যখন ডেঙ্গি নিয়ে চিন্তিত জেলা প্রশাসন ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য ভাবাচ্ছে সকলকে। চারিদিকে ময়লা আবর্জনা প্রতীক্ষালয়ের পাশেই শৌচালয়ের মলের দুর্গন্ধ। আর এরই মাঝে প্রতীক্ষালয়ে এসে রোগী এবং রোগী আত্মীয়- পরিজনেরা এভাবেই খাওয়া- দাওয়া থেকে শুরু করে অপেক্ষা করা। চরম সমস্যার অভিযোগ রোগীর আত্মীয় পরিজনদের। যদিও এই বিষয়ে হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত এম এস ভি পি ডাক্তার কল্যাণ খাঁ - এর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি বলে কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

জলের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ মে ঃ চার বছর ধরে পানীয় জলের সঙ্কটে ভুগছেন এলাকাবাসী। পিএইচই প্রকল্প থাকলেও পাইপলাইন ভেঙে যাওয়ায় জল মিলছে না বলে অভিযোগ। গরমে জলকষ্ট আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। পরিশুদ্ধ পানীয় জল না মেলায় দূষিত জল পান করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। ফলে পেটের রোগে ভুগছেন এলাকার অসংখ্য মানুষ। তারপরেও সমস্যা না মেটায় কলসি, বালতি হাতে নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন বাসিন্দারা।

বুধবার সকালে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের রাড়িয়াল এলাকায় ওই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। ওই এলাকাতে পাইপলাইন বসানোর কাজও বন্ধ করে দেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, তারা আগে তুলসীহাটা প্রকল্প থেকে জল পেতেন। কিন্তু ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের কাজের জন্য চার বছর আগে পাইপলাইন ভেঙে যাওয়ার পর থেকে জল সরবরাহ বন্ধ। তাদের পারো প্রকল্প থেকে জল সরবরাহের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তাও সম্পূর্ণ হয়নি। তারপরই এদিন বিক্ষোভের পাশাপাশি কাজ বন্ধ করে দেন জলকষ্টে ভুগতে থাকা রাড়িয়াল এলাকার মানুষ।

উচ্চমাধ্যমিকে নজরকারা সাফল্য ভূমিকার, স্বপ্ন পুলিশ হওয়া

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ মে ঃ জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল গার্লস বালিকা বিদ্যালয়ের এবারের উচ্চমাধ্যমিকে সেরা নাম্বার নিয়ে আসলো জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জমিদার পাড়ার ছাত্রী ভূমিকা রায়।

তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৫৮, বাংলায় ৭৫ ইংরেজিতে ৯১ ভূগোলে ৯৬ দর্শনে ৯৮ সংস্কৃতে ৯৮ নম্বরের পাশাপাশি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সে পেয়েছে ৫৫ নম্বর। ভূমিকার ইচ্ছে বড় হয়ে পুলিশ হবে। তাইতো কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি, এসআই ও সিভিল সার্ভিসের প্রস্তুতি নেবে । ভূমিকা জানায় পড়াশোনা ছাড়াও ছবি আঁকার পাশাপাশি গান শুনতে ভালো লাগে তার। অন্যদিকে মেয়ের এহেন রেজাল্টে ভীষণভাবে খুশি মা মনোবালা রায় । তিনি বলেন, মেয়ের ছোট থেকেই ভীষণ পড়াশোনায় মেধা । আমরা যখন বিভিন্ন নিমন্ত্রণে যাই তখন ওকে নিয়ে যাই না । কোনদিন সেভাবে বায়না করতো না ভূমিকা । কারণ সে যেত না বা যেতেও চাইত না । সবসময় শুধু পড়াশোনা করতো বাড়িতে । তিনি আরো বলেন, স্বামীর ছোট্ট একটি চায়ের দোকান করে। সেই দোকানের সামান্য উপার্জনে সংসার চালানোর পর, বাকি টাকায় মেয়েদের পড়াশোনার খরচা চলে । অভাবের সংসারে ভূমিকাকে মাত্র তিনটি টিউশন দিতে পারি, সবগুলো সাবজেক্টে টিউশন দিলে হয়তো মেয়ে আরো ভালো রেজাল্ট করতে পারত । অপরদিকে বাবা হীরালাল রায় বলেন, ছোট্ট একটি টিনের ঘরে কষ্ট করে তিন মেয়েকে নিয়ে থাকতে হয়। মেয়ের এই রেজাল্টে আমি ভীষণভাবে খুশি ও গর্বিত।

ব্যবহারের অযোগ্য হয়েছে বেহুলার জল, সংস্কারের দাবি অধিকাংশ অঞ্চলের মানুষের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ মে ঃ পুরাতন মালদার শহর ঘেঁষে বয়ে গেছে বেহুলা নদী। এক সময় সারা বছরই নদীখাত দিয়ে বয়ে যেত জল। মালদা জেলার ঐতিহ্যবাহী নদী গুলির মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসেও উল্লেখ ছিল এই নদীর। কিন্তু বর্তমানে এই নদী ছোট ছোট নালার মত আকার ধারণ করেছে। পুরাতন মালদার নারায়ণ পুর এলাকার শিল্পতালুকের কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য সরাসরি বেহুলা নদীতে মিশছে। ফলে দুর্গন্ধে নদীর ধারে যেতে পাড়ছেন না পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ী অঞ্চলের জলঙ্গা, মৌলপুর সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। একটা সময়ে নদীখাত দিয়ে সারাবছর জল বয়ে যেত। আশেপাশের গ্রামের বাসিন্দারা নিয়মিত ব্যবহার করতেন এই নদীর জল। এই নদীর জলের উপর ভরসা করেই অনেকে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা নিয়মিত মাছ ধরতেন। কিন্তু এখন সেইসব ইতিহাস। এই নোংরা জল থেকে এলাকায় রোগের উপদ্রব বাড়ছে। আগের মত আর বেহুলা নদীর জল ব্যবহার করা যাচ্ছে না। আশেপাশে গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, নারায়ণপুর এলাকায় যে সমস্ত কলকারখানা রয়েছে তার দূষিত বর্জ্য সরাসরি মিশছে বেহুলা নদীতে। ফলে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে বেহুলা নদীর জল। এর ফলে এই নদীর জল আর ব্যবহার করা যায় না। কোন কারণবশত নদীর জলে হাত- পা ধুলে চুলকানি হয়ে যায়। অন্যদিকে এই দূষিত জল থেকে মশা - মাছির উপদ্রব বাড়ছে। মশারি টাঙানো ছাড়া বাড়িতে থাকা যায় না। তাই অবিলম্বে এই বেহুলা নদী সংস্কারের দাবি তুলেছেন তারা পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ী অঞ্চলের জলঙ্গা এবং মৌলপুর গ্রামের বাসিন্দারা।

খনির নিচে কর্মরত অবস্থায় ইসিএল কর্মীর মৃত্যু, উৎপাদন বন্ধ করে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৫ মে ঃ খনিগর্ভে ডুলির স্প্রিং মাথায় লেগে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। বুধবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল অন্ডালের জামবাদ কোলিয়ারীতে। ক্ষতিপূরণের দাবীতে কোলিয়ারীতে বিক্ষোভ শ্রমিকদের। জানা গেছে, মৃত শ্রমিকের নাম রঞ্জিত বাউরি । ঘটনায় জানা গেছে, ডুলি করে খনির নিচে নামার সময় ডুলির স্প্রিং মাথায় লেগে গুরুতর জখম হন ওই খনিকর্মী। তড়িঘড়ি দুর্গাপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। তারপরই বুধবার ওই কর্মীর মৃতদেহ কোলিয়ারীতে নিয়ে এসে ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে আত্মীয় ও সহকর্মীরা। কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে অভিযোগে সরব হয় শ্রমিক সংগঠনগুলি। জানা গেছে, প্রত্যেকদিনের মতো মঙ্গলবার রাত্রিবেলার শিফটে কাজে যোগ দিয়েছিলেন রঞ্জিত বাউরি (৪৫)। তিনি ইসিএল-এর কর্মী। আন্ডারগ্রাউন্ড ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন বলে জানা গেছে। রঞ্জিতবাবুর রাতের শিফট চলছিল। রাত্রি বারোটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত ছিল। কোলিয়ারী সূত্রে খবর, বুধবার সকাল ৭টা নাগাদ খনির নিচে ঘটে যায় দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রঞ্জিত বাবুর। দুর্ঘটনার পরই খনির নিচে সুরক্ষার দাবিতে সোচ্চার হয় খনি কর্মীরা। মৃত খনি কর্মীর পরিবারের একজনকে চাকরি ও নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের দাবিতে খনির কাজ বন্দ্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় খনিকর্মীরা। ইসিএল দাবিদাওয়া মেনে নেওয়ায় চার ঘণ্টা পরে বিক্ষোভ উঠে যায়। ভবিন্দর সিং নামে এক ব্যক্তি বলেন, এটা ইসিএল - এর গাফিলতি। এই দুর্ঘটনা দ্বিতীয়বার মেনে নিতে পারবা। আমরা চাই দোষীদের শাস্তি হোক।

ডেঙ্গি নিয়ে বৈঠক আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৫ মে ঃ সীমান্তবর্তী শহর জয়গাঁ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যাতে ডেঙ্গি থাবা বসাতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই বুধবার জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদ কার্যালয়ে জয়গাঁর দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সম্পদ কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করলেন আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন জেলা কীটতত্ত্ববিদও। স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, '২০১৯ সালে কালচিনি ব্লকে ২২২৮ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, যার মধ্যে ২২২০ আক্রান্তের হদিস মিলেছিল ভারত- ভুটান সীমান্তবর্তী শহর জয়গাঁ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে। এরপর গত কয়েক বছর কালচিনি ব্লকে সেভাবে ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করা না গেলেও, এবছর এখনও অবধি আলিপুরদুয়ার জেলায় সর্বাধিক ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা মিলেছে এই কালচিনি ব্লকেই (৪৪)। ফলে সেই ২০১৯ - এর সেই ডেঙ্গি আতঙ্কই এবার ফের চোখ রাঙাতে শুরু করেছে। যার কারনে ইতিমধ্যেই ডেঙ্গি রুখতে ময়দানে নেমে পড়েছেন স্বাস্থ্য দফতর ও প্রশাসনিক কর্তারা। এদিন জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের অন্তর্গত সকল সম্পদকর্মীরা সঠিকভাবে কাজ করছেন কী না তা দেখা হয়। এছাড়া ডেঙ্গি রুখতে কী কী করণীয় সেই বিষয়েও তাদের সচেতন করা হয়।

পাশাপাশি, আজ বৃহস্পতিবার থেকে সম্পদকর্মীদের নিয়ে এগারো দিনের একটি প্রশিক্ষণও অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই বিষয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানান, 'সীমান্তবর্তী শহরে এখনও ডেঙ্গি সেভাবে থাবা বসাতে পারেনি। দু থেকে তিনজন ডেঙ্গি আক্রান্ত রয়েছে। তবে এই পরিস্থিতি যাতে লাগামহীন না হয়ে যায়, সেই জন্যই আগাম সতর্কতা অবলম্বন করছি এবং আগামী দিনে সকল জয়গাঁর সকল বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি গিয়েও আমরা পরিদর্শন করবো।'

ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে বৈঠকে মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ মে ঃ ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সাজিয়ে তুলতে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা দূরপাল্লার বেসরকারি বাস স্থানান্তরিত করার সঠিক দিশা না মেলায় ২৬ ফেব্রুয়ারির পর বুধবার পুনরায় আলোচনায় বসলেন মেয়র গৌতম দেব। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র শহর শিলিগুড়ির ট্রাফিক নানান চেষ্টাতেও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছেন না। এই ব্যবস্থা নিয়ে বারংবার আলোচনা করেও কোন ফল বের হয়নি। বুধবার পুরনিগমের সভাকক্ষে তেনজিং নোরগে বাস স্ট্যান্ড, আধিকারিক পুলিশ, এমভিআই সহ একাধিক আধিকারিকদের সঙ্গে গৌতম দেব যান নিয়ন্ত্রণ ও ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা সারেন। এই আলোচনার মূলবিষয় হোল বেসরকারি দূরপাল্লার বাস গুলোকে রাস্তার ওপর পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে থাকার পরিবর্তে পরিবহন নগরে থাকার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এতে বাস মালিকেরা সহমত নয় শহর থেকে দূর হবার জন্য।

মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৫ মে ঃ শান্তিনিকেতনের আমারকুটির জঙ্গলে এক মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করলো শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। ঘটনা খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। মৃত মহিলার নাম দেবাঙ্গী ভট্টাচার্য্য। বর্তমানে তিনি বাঁকুড়ার বাসিন্দা তিনি। বাবা দেব কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার কুটির সংলগ্ন একটি আশ্রমে থাকতেন। গত কাল তার আচরণ স্বাভাবিক ছিল না বলে জানাচ্ছেন এলাকাবাসীরা। এদিন ভোর থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সকাল থেকেই চারিদিক খোঁজাখুঁজি করার পর দেখা যায় জঙ্গলের মধ্যে একটি গাছের মধ্যে ঝুলন্ত মৃতদেহ রয়েছে তার। ঝুলন্ত মৃতদেহের নিচে একটি ঘটনাস্থলে চেয়ার পড়ে থাকতে দেখা যায়। আশ্রম কর্তৃপক্ষের দাবি, তিনি মানসিক রোগী ছিলেন। কিভাবে ঘটল এমন ঘটনা তা তারা বুঝে উঠতে পারছেন না তারা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য।

গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ মে ঃ দীর্ঘদিন থেকে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি মলের সামনের ট্রাফিক সিগনাল পোস্টের ওপরে থাকা বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপনের ফেস্টুন বা ব্যানার চুরির ঘটনা ঘটছিল। এই ঘটনার ভিত্তিতে এক কোম্পানির পক্ষ থেকে মাটিগাড়া থানায় এই বিজ্ঞাপনের ব্যানার বা ফেস্টুন চুরি সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। চুরির অভিযোগ দায়েরের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনী থেকে বলাই কার্জি নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃত যুবককে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠিয়ে রিমান্ডে নিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করবে পুলিশ।

মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ মে ঃ ভিন রাজ্যে গিয়ে মৃত্যু হল হরিশ্চন্দ্রপুরের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। বুধবার সকালে ওই শ্রমিকের দেহ এলাকায় ফিরতেই পরিবার ও এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া। মৃত শ্রমিকের নাম শেখ কেতাবুদ্দিন(৫৪)। তার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সন্তোষপুর গ্রামে। রাজস্থানের কোটায় সোমবার রাতে বাইকের ধাক্কায় মারা যান তিনি। তিন মাস আগে এলাকার পাঁচ শ্রমিক ওই এলাকায় কাজে গিয়েছিলেন। সেখানে গাছ কাটার কাজ করতেন। কাজ করার ফাঁকে দোকানে ঠান্ডা পানীয় কিনতে যাচ্ছিলেন। ওই সময় রাস্তায় বাইকের ধাক্কায় জখম হন কেতাবুদ্দিন। পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। বাড়িতে স্ত্রী গুলেনুর বিবি-সহ পাঁচ সন্তান রয়েছে তার। একমাত্র রোজগেরে ছিলেন কেতাবুদ্দিন। স্বামীর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন স্ত্রী।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে পড়ল বিয়েবাড়ির গাড়ি মৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, ফাঁসিদেওয়া, ১৫ মে ঃ মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটল ফাঁসিদেওয়ার কান্তিভিটা এলাকায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল পিকআপ ভ্যান। এমন ভাবেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল গাড়ি যে বেশ কয়েক মিটার ছিটকে, উল্টে-পাল্টে দিয়ে পড়ল। ঘটনার দাপটে কার্যত গাড়ির চেহারা হয়ে গেল একেবারে ভাঙাচোরা। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিন জনের, আহত ২৮ জন। ঘটনাটি ঘটে বুধবার সকালে। জাতীয় সড়কে একটি ট্রাককে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে পিক আপ ভ্যান। আর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি তিন বার উল্টে ছিটকে পড়ে বেশ কিছুটা দূরে। একটি ট্রাক যাচ্ছিল এই পিক-আপ ভ্যানের পাশেই। সেটিকে পাশ কাটাতে গিয়েই উল্টে যায় গাড়িটি। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে পাশের ট্রাক। কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে। খবর পাওয়া গেছে, এই মারাত্মক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। আহতরা বিয়েবাড়ির জন্য যাওয়া গাড়িতে ছিলেন। কান্তিভিটার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বুধবার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। খবর মিলেছে, গাড়িটি ফাঁসিদেওয়ার হেলাগাছ থেকে বিহারের ঠাকুরগঞ্জ যাচ্ছিল। সেই সময়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীন হাসপাতালে ও পরে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়।

চা-বাগানের পাশের রাস্তায় পড়ে মর্টার শেল! তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ মে ঃ চা-বাগানের রাস্তার পাশে পড়ে থাকা মর্টার শেল উদ্ধার হল মাল ব্লকের বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের ওয়াশাবাড়ি চা-বাগানে। এদিন রাস্তার পাশে বিপজ্জনক শেল পড়ে থাকার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় মাল থানার পুলিস। এরপর পুলিসের উদ্যোগে দ্রুত পরিত্যক্ত মর্টার শেলটি উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী সময়ে বাগরাকোট সেনা ছাউনির জওয়ানদের হাতে তা তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। কীভাবে বিপজ্জনক ওই শেলটি চা-বাগানের রাস্তার ধারে এসে পৌঁছাল, তা খতিয়ে দেখছে মালবাজার পুলিস। উল্লেখ্য, তিস্তা পাড়ের সাওগাঁ বস্তি এবং লিস নদীর চরে প্রতিবছর শীতের সময় দীর্ঘদিন ধরে সেনাবাহিনীর ফায়ারিং প্রশিক্ষণ চলে। বোফর্সের গোলা থেকে শুরু করে মর্টার শেল ফাটানো হয় দিনের পর দিন। উদ্ধার হওয়া এদিনের শেলটি সম্ভবত বিচ্যুতির কারণে না ফেটে ফাঁকা জমিতে এসে পড়েছিল। পুলিসের অনুমান, পিতলের লোভে কেউ হয়তো সেটি কুড়িয়ে পেয়ে বাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বিপদ আঁচ করে পরবর্তী কোনও সময়ে সেটা চা-বাগানের রাস্তার ধারে ফেলে রেখে এসেছেন। বস্তুত, এ ধরনের পরিত্যক্ত না ফাটা শেল নেড়েচড়ে দেখতে গিয়ে আগে এলাকায় বহু মানুষের জীবনহানি ঘটেছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল সার্ভিসেস ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ০৭.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং, টেন্ডার নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপঃ ১. **এডিইইজি-জিআরসি-গার্ডেন- ২৪-০৩, তারিখ ১৪.০৫.২০২৪।** গার্ডেনরীচ ব্লক নং-১৮-র সামনে উদ্যানের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** প্রযোজ্য জিএসটি সহ ৮,৬৪,৪৯৪.৭৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৭,৩০০ টাকা। ২. **এডিইই-এএমসি-৫এনওলিফ্টস- ২০২৪-৪, তারিখ ১৪.০৫.২০২৪।** ৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য গার্ডেনরীচ নর্থ কলোনি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে আবাস ভবন নং ১৮/১, ১৩বি, ১৩সি, ১১/১ এবং ১১/২-তে ৫টি স্বয়ংক্রিয় ধরনের প্যাসেঞ্জার লিফ্‌টের সার্বিক সব বিষয়ের পরিষেবাযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** প্রযোজ্য জিএসটি সহ ২৩,৮৮,২৩১ টাকা । **বায়না অর্থ ঃ** ৪৭,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য (জিসিসি-২০২০ অনুসারে ই-টেন্ডার হওয়ার দরুন)। **বন্ধের তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০৭.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ক্র. নং ১-এর ক্ষেত্রে ০৩ মাস এবং ২-এর ক্ষেত্রে ৬০ মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজের জন্য হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণকে সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে বলা হচ্ছে। **(PR-145)**

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৫২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১০-০৫-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং ঃ ১৩-এপি-III-২০২৪; কাজের নাম ঃ** এসএসই(ডব্লিউ)/মালবাজার -এর অধীনে এসএসই(ডব্লিউ)/হাসিমারা এবং এডিইএন/মালবাজার -এর এখতিয়ারের অধীনে এডিইএন/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জং. -এর এখতিয়ারের অধীনে ১২ মাসের জন্য স্টেশন এবং কলোনীতে জল সরবরাহের জন্য ভালভগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা এবং আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট ও ইলেক্ট্রো ক্লোরিনেটর -এর রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য:** ৯৪,১০,১৭৪.৭৯ টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,৮৮,২০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘন্টায় এবং **খোলা** ০৩-০৬-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কার্ডের মেরামতী, প্রতিস্থাপন, পুনরুদ্ধার এবং সংগ্রহ

ই-টেণ্ডার নং. এসএনটি-১৫-এলএমজি -২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৩-০৫-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নাম এবং ইহার স্থানঃ** জ্যেষ্ঠ ডিএসটিই/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনের ডেল্ট্রন মেকের জি.জি. ট্রনিক্স/সেল মেক এবং ইউএফএসবিআইর এসএসডিএসি/এইচএএসএসডিএসির জন্যে কার্ডের সংগ্রহ, মেরামতী, প্রতিস্থাপন এবং পুনরুদ্ধার কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৫৬,৯২,২১৮.৩০ টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ২,২৮,৫০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ০৫-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

চিকিৎসা পরিষেবা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ মে ঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বিগত দু ' বছর আগে শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এ উন্নীত হয়। পঠন - পাঠন ও চালু হয়। এই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আসা রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজনদের অভিযোগ চিকিৎসা পরিষেবা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই রয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যায় না। রোগী এলেই তাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ নেই। নেই নেফ্রোলজি, ইউরোলজিস্ট। নেই নিউরোলজিস্ট। অভাব ও আছে সাধারণ চিকিৎসা পরিষেবারও। উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক না থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। উলুবেড়িয়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে উন্নীত হওয়ার পর মানুষ উন্নত ও আধুনিক মানের চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার আশা করেছিলেন। রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের মানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এক কর্তা জানালেন। উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি ডাঃ নির্মল মাজী এই প্রসঙ্গে বলেন, পর্যাপ্ত চিকিৎসকের অভাব আছে। এই অভাবের কথা স্বাস্থ্য - শিক্ষা বিভাগকে জানানো হয়েছে । তিনি এও বলেন, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও নির্দেশে রাজ্যে অনেকগুলি মেডিক্যাল কলেজ চালু হয়েছে। প্রথম প্রথম তাই সমস্যা হচ্ছে। সমস্যা মিটে যাবে । উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, এই কলেজ ও হাসপাতালে পঠন - পাঠন চালু হয় ২০২২ সালে। এখন দ্বিতীয় বর্ষ চলছে। পঠন - পাঠনের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা হলেও সমস্যা হচ্ছে চিকিৎসা পরিষেবার। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ না থাকার কারণে ওই বিভাগটি সাধারণ চিকিৎসকদের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে। গুরুতর সমস্যা থাকলে রোগীদের কলকাতার হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। এই হাসপাতালে ডায়ালাইসিস ইউনিট চালানো হচ্ছে একটি বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে। এই বিভাগে রোগীদের চাপ বেশি থাকে। হাসপাতালের নেফ্রোলজিস্ট চিকিৎসক না থাকার কারণে ওই বেসরকারী সংস্থার একজন নেফ্রোলজিস্ট চিকিৎসক আসে সপ্তাহে একদিন। রোগীর পরিজনদের অভিযোগ জরুরি বিভাগে সমস্যা দেয় সাধারণ চিকিৎসকদের অভাবে। কারণ সাধারণ চিকিৎসকদের অন্য চিকিৎসা পরিষেবার রোগীদের চিকিৎসা করতে হচ্ছে। উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসকদের ঘাটতি মেটানোর জন্য অস্থায়ী ভাবে তিন বছরের চুক্তি ভিত্তিক যে সব স্নাতকোত্তর (এম ডি) চিকিৎসকরা এখানে আসেন, তাঁদের জরুরি বিভাগে বসানো হচ্ছে। এই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কাছেই জাতীয় সড়ক থাকার কারণে জরুরি বিভাগে প্রায় প্রত্যহ দুর্ঘটনায় জখম রোগীদের আনা হচ্ছে এই হাসপাতালে। এই জখম রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য পুলিশে রিপোর্ট করতে হয়। এই রিপোর্ট দেওয়ার সময়ে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের একটা ভূমিকা থাকে। কারণ এই ধরণের দুর্ঘটনার বহু ক্ষেত্রে মামলা হয়। অভিযোগ জরুরি বিভাগের চুক্তি ভিত্তিক চিকিৎসকদের একাংশ মামলা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখার জন্য দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেই অন্য হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর জন্য পাঠিয়ে দেন। প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর সেই রোগীর ক্ষেত্রে পরবর্তী কী করণীয় তা জানতে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাতে করে ওই রোগীর মূল চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হয়ে যায়। উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চুক্তি ভিত্তিক যে সমস্ত চিকিৎসক আছেন তারা এই বিষয়ে জানালেন, আমরা অস্থায়ী ভাবে এসেছি। যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমাদের মামলার ফাঁদে পড়তে হয় সেই রকম চিকিৎসায় আমরা ঝুঁকি নেব কেন?

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

অফিসঃ গ্রেপ গার্ডেন, নম্বর ২৭, ৩য় ''এ'' ক্রস, ১৮তম মেন, ৬ষ্ঠ ব্লক, করামাঙ্গালা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্ণাটক
শাখা অফিসঃ ৪র্থ তল, ঋষি টেক পার্ক, প্রিমিসেস নং ০২০৩৬০, প্লট নং ডি এইচ ৬ /২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

সার্ফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ডিমান্ড নোটিশ

যেখানে আপনি নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণ গ্রহীতা, গ্যারান্টর এবং বন্ধকীরা তাদের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন। আপনার সকলের ডিফল্টের ফলে, আপনার ঋণ অ্যাকাউন্টটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে একটি সুরক্ষিত পাওনাদার এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধি ২ এর সাথে পড়ুন, ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতার / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদেরকে কলাম নং ২-এ উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নোটিশ, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের কিছু নোটিশ পরিবেশন করা যায়নি।

ক্রম নং	নাম ও ঠিকানা ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টার / বন্ধক-এর	লোন অ্যাকাউন্ট নং / লোন মূল্য / শাখা	নিরাপত্তা বিস্তারিত বলবৎ করা হবে	NPA এর তারিখ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ	বকেয়া টাকার পরিমাণ / এই পর্যন্ত
১।	**১. নিতাই মন্ডল** এস/ ও উদ্ভব মন্ডল, **২. মৌসুমী মন্ডল** ডব্লু/ ও নিতাই মন্ডল, দুজনেই পাঁচপোতা বাজারে একসাথে থাকেন। গ্রাম - পাঁচপোতা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২৭৩	৩৩১৩২১০১ ২০০০০০০১ এবং ৩৩১৩২১০১ ৭০০০০০১৯ / টাকা ৭,৬৫,০০০/- এবং টাকা ৮,০০,০০০/- /৩৩১৩ শিবপুর	৬.৬৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল পড়ে আছে এবং মৌজা-পাঁচপোতা, জেএল নং ১০২, এলআর কৃষি খতিয়ান নং ৯৭৯, ৩০১৯, দাগ নং ১৯০৪, হোল্ডিং নং, ৬৬৮, গাতাঘাঘা-এ গঠিত। জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতার মধ্যে এবং তার উপর সমস্ত উন্নতি। দলিল অনুযায়ী সীমানা উত্তরে ৮ ফুট প্রশস্ত সাধারণ প্যাসেজ, দক্ষিণে সঞ্জীব রায়ের দাগ নং ১৯০৪, পূর্বে সনৎ রায়ের দাগ নং ১৯০৪, পশ্চিমেঃ ৮ ফুট প্রশস্ত সাধারণ প্যাসেজ ৫ দশমিক-মালিকানাধীন ১৬.১০.২০০৯ তারিখের বিক্রয় দলিল দ্বারা নিতাই মন্ডল (আপনার মধ্যে নং ১) দ্বারা, এডিএসআর চাঁদপাড়ার আগে নিবন্ধিত, ২০০৯ সালের জন্য ০৫২২৭ নং ৫ ডেসিমেল এবং ১.৬৫ ডেসিমেল পরিমাপ করা-আপনার মধ্যে মৌসুমী মন্ডলের মালিকানাধীন (নং ২)। বিক্রয় দলিল তারিখ ২৪.০৬.২০১১, এডিএসআর চাঁদপাড়ার আগে নিবন্ধিত, যথাক্রমে ২০১১ সালের জন্য নং ৩১৯৮। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃ অ্যাকাউন্ট নং ৩৩১৩২১০১২০০০০০০১ তারিখ-২৭.০৯.২০২১ এবং অ্যাকাউন্ট নং ৩৩১৩২১০১৭০০০০০১৭০০০০০১৯ তারিখ-২৫.১১.২০২১ সাথে সম্পর্কিত বন্ধক তৈরির জন্য শিরোনাম ডিড জমা দেওয়ার স্মারক।	০৯.১২.২০২৩ এবং ২৪.০১.২০২৪	টাকা ৮,২০,০২১.৬৪ টাকা ৫,৪০,২০৪.১৪ তারিখ ১৫.০১.২০২৪ পর্যন্ত
২	**১. শ্রী দেবদাস রায়, প্রপো.** মা এর আশির্বাদ এস/ ও দেবনারায়ণ রায়, **২. শ্রীমতি আরতি রায় (সহ-আবেদনকারী)** ডব্লু/ ও দেবদাস রায়, **৩. শ্রী.দেবাশীষ রায় (সহ-আবেদনকারী)** এস/ ও, দেবনারায়ণ রায়, সবাই একই গ্রামে বসবাস করেন। পন্ডিতপুর, নদীয়া, পোঃ - চুপরিয়া, পন্ডিতপুর বাস স্ট্যান্ডের কাছে, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৫০২	৩৩১০২১০১ ৮০০০০০৫১/ টাকা ১২,০০,০০০/- ৩৩১০- ঠাকুরপুকুর	নদীয়া জেলায় প্রায় ৭ দশমিক কম বা কম পরিমাপের 'বস্তির জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল, মৌজা পন্ডিতপুরের অধীনে, জেএল নং ৭৪, খতিয়ান নং ১৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৪৩১৩, ৪৩১৪ (পুরাতন খতিয়ান নং। ৩৯৩), আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৯৬, পিএস-হাঁসখালী, রামনগর বড়চুপরিয়া দু নং গ্রামের সীমার মধ্যে পঞ্চায়েত এবং তার উপর সমস্ত উন্নতি। দলিল অনুসারে সীমানাঃ উত্তরে ঃ জমিদার সম্পত্তি নারায়ণ পালের, দক্ষিণেঃ অনন্ত পালের জমিদার সম্পত্তি, পূর্বে ঃ জমিদার সম্পত্তি নীলরতন পাল, পশ্চিমেঃ গ্রাম পঞ্চায়েত রোড দেবদাস রায় এবং দেবাশিস রায়ের মালিকানাধীন (আপনার মধ্যে নং ১ এবং ৩) নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে ২০.০৪.২০১৭ তারিখে, এডিএসআর হাঁসখালির আগে নিবন্ধিত, ২০১৭ সালের জন্য নং আই-১৮০৮। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃ বন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিডের জমার স্মারক, তারিখ-২৪.০৫.২০২১।	০৩.০২.২০২৪ এবং ১৬.০৩.২০২৪	টাকা ১১,৭২,৪৩৮.২৬ ১৫.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত
৩	**১. শাহাজন মন্ডল** এস/ ও হাজী নুর ইসলাম মন্ডল, **২. নুরজাহান বিবি** ডব্লু / ও সাহানান মন্ডল, দু'জনই মোবসবাস-ভিটিসি রাজাপুর, ল্যান্ডমার্ক- রাজাপুর বাজার উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৯১	৩৩০৬২১০১ ৭০০০০০৪৬/ টাকা ৬,০০,০০০/- ৩৩০৬- কামাল গাজী	'বাস্তু' জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল ১২ দশমিকের মধ্যে ১০ এর কম বা কম পরিমাপ করে (১০কেস নং সিএন ২০২১১৫১২১৮) মৌজা-এ অবস্থিত বন্ধকযোগ্য অংশ হিসাবে দশমিক রূপান্তরিত চাপাপুকুর, জেএল নং ৫৫, তৌজি নং ৩৫৮, আরএস এবং এল.আর. দাগ নং ২৪৫৬, এল.আর খতিয়ান নং ৭৪৭ অধীন চাপাপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত, পিএস- মাতিয়া, এডিএস আর বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা সহকাঠামো এবং সেখানে সমস্ত উন্নতি। সীমানা উত্তর ঃ আলিউদ্দিন মণ্ডলের সম্পত্তি দক্ষিন ঃ রিসলাম মন্ডলের সম্পত্তি পূর্ব ঃ নুরিসলাম মন্ডলের যথাযথ ভাবে পশ্চিমঃ ৮ ফুট চওড়া রাস্তানিবন্ধিত উপহার দলিলের ভিত্তিতে সম্পত্তিটি নুর জাহান বিবির (আপনার মধ্যে ২ নং)।০৬.১২.২০১৯ তারিখে ডিএসন্দর- টু এর অফিসে নথিভুক্ত করা হয়েছে, উত্তর ২৪ পরগণা (বসিরহাট) দলিল হচ্ছে ২০১৯ সালের জন্য নং ১৫০২০-৩৩৭০। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃ শিরোনামের জমার স্মারকবন্ধক তৈরির জন্য দলিল, ২২.০২.২০২১ তারিখে।	০৮.০২.২০২৪ এবং ১৬.০৩.২০২৪	টাকা ৫,৭৯,৪২২.৪৮ তারিখ ১৫.০৩.২০২৪ পর্যন্ত
৪	**১. উত্তম কুমার গড়াই** এস/ ও দিলীপ গড়াই, **২. অন্বেষা গড়াই** ডব্লু / ও উত্তম কুমার গড়াই, উভয়েই থাকেন খামারবেরিয়া, ওন্দা, খামারবেড়িয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৪৪	৩৩৬৯২১০১ ২০০০০০৫৫ এবং ৩৩৬৯২১০১ ৭০০০০০৮৩ / টাকা ৭,১৮,০০০/- টাকা ৯,২০,০০০/- ১৩৩৬৯- দুর্গাপুর	মৌজায় অবস্থিত কম বা বেশি ৩ দশমিক পরিমাপের আবাসিক জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল - খামারবেড়িয়া, জেএল নং ২২৭, প্লট নং ১৯০৮, খতিয়ান নং এলআর ২১১০, এডিএসআর ওন্দা, বাঁকুড়া, পিএস - ওন্দা,ওন্দা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা বাঁকুড়া, এবং তার উপর সমস্ত উন্নতি। এর সীমানা সম্পত্তিঃ উত্তরে ঃ লুদুবালা কর্মকারের সম্পত্তি, দক্ষিণেঃ কাঁচা রাস্তা, পূর্বেভূক্ত দাসের বাড়ি, পশ্চিমেঃ খামার, অন্বেষা গড়াইয়ের মালিকানাধীন (আপনার মধ্যে ২ নং) উপহারের মাধ্যমে ১০.০৮.২০১৬ তারিখের দলিল, এডিএসআর ওন্দা, বাঁকুড়ার আগে নিবন্ধিত, বছরের জন্য নং ১-১৪৮৬২০১৬. নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃ তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার স্মারক অ্যাকাউন্ট নম্বর ঃ ৩৩৬৯২১০১২০০০০০৫৫ তারিখের সাথে সম্পর্কিত বন্ধক-২৮.০২.২০২৩ এবং মেমোরেন্ডাম অফ।	০৮.০২.২০২৪ এবং ১৬.০৩.২০২৪	টাকা ৭,৮১,৮৮৯.৫৩ টাকা ১০,১০,৮৯৩.০৮ তারিখ ১৫.০৩.২০২৪ পর্যন্ত

ঋণগ্রহীতাসহ / ঋণগ্রহীতা / জামিনদার এবং বন্ধককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যেমনটি কলাম নং ২-এ উল্লিখিত হয়েছে, তাদের সকল সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাসহ / ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কলাম নং ৬-এ দেখানো সমষ্টিগত পরিমাণ অর্থ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে কলাম নম্বর ৬-এ দেখানো তারিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে প্রদেয় অর্থ পাওয়া যায়। এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে যদি ভবিষ্যতের সুদ এবং অন্যান্য পরিমাণের সাথে একত্রে সমষ্টিগত পরিমাণ যা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হতে পারে, প্রদান করা না হয়, তাহলে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক সম্পত্তির উপর নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে। কলাম নং ৪ এ বর্ণিত।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই প্রকাশনাটি আইনের অধীনে উল্লিখিত আর্থিকগুলির ঋণগ্রহীতারসহ / ঋণগ্রহীতার / জামিনদার / বন্ধকদের বিরুদ্ধে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই করা হয়েছে। সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য আপনার কাছে উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩(৮) এর প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, আপনাকে আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে উল্লেখিত আইনের ১৩(১৩) ধারা অনুযায়ী আপনি সীমাবদ্ধ উপরোক্ত নিরাপত্তার নিস্পত্তি বা মোকাবিলা করা বা এর মাধ্যমে স্থানান্তর করা নিষিদ্ধ / সিকিউরড ক্রেডিটরের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি, ইজারা বা অন্যথায় এই ধরনের কোনো কাজ আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের সমতুল্য।

তারিখঃ ১৫.০৫.২০২৪, স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ — **স্বা /- অনুমোদিত অফিসার, উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক**

টলি-বলি

শাকিব খানের আসছে সিনেমা 'তুফান'-এ আছেন মিমি চক্রবর্তী

টালিউডের জনপ্রিয় নায়িকা মিমি চক্রবর্তী। তবে বর্তমানে বাংলাদেশে আলোচিত এই নায়িকা। কারণটাও সবারই জানা। শাকিব খানের আসছে সিনেমা 'তুফান'-এ আছেন মিমি চক্রবর্তীও। এরই মধ্যে শাকিব খানের সঙ্গে মিমির একটি পোস্টারও প্রকাশ হয়েছে। যেটি 'তুফান'-এর বেগে ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে। ব্যক্তিগত জীবনে এখনো সিঙ্গেল নায়িকা। কিন্তু তবু মিমির কাঁধে গুরুদায়িত্ব। নিজের ভাষায়, তিন সন্তানের মা তিনি। সন্তানদের দেখভালে কোনোরকমে কমতি রাখেন না নায়িকা। তাঁদের প্রসঙ্গ আসতেই মিমির কথায় স্নেহ ঝরে পড়ে। নায়িকা পরিচয় থেকে হয়ে যান মা! মিমি নিজেকে 'তিন সন্তানের মা' হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। 'সন্তান' এর খাওয়া থেকে শুরু করে স্পা কিংবা অবকাশ যাপন সবকিছুতেই বাড়তি নজর দারিতে রাখেন নায়িকা। তবে মিমির সন্তানেরা মানুষ নয়, চারপেয়ে কুকুর। নাম চিকু জুনিয়র, ম্যাক্স ও জাদু। তারা ল্যাবরাডর, হাস্কি ও ইন্ডি প্রজাতির। এ নিয়েই মিমির সংসার। এক সাক্ষাৎকারে মা হয়ে ওঠার গল্প বললেন নায়িকা। তিনি বলেন, মাতৃত্ব উপভোগ করার জন্য সব সময় সন্তানের জন্ম দিতে হয় না। নিজের মতো করে ভালোবাসলে এবং দায়িত্ব পালন করেও মা হওয়া যায়। সন্তানদের জন্য নিজের হাতে খাবার তৈরি করেন।

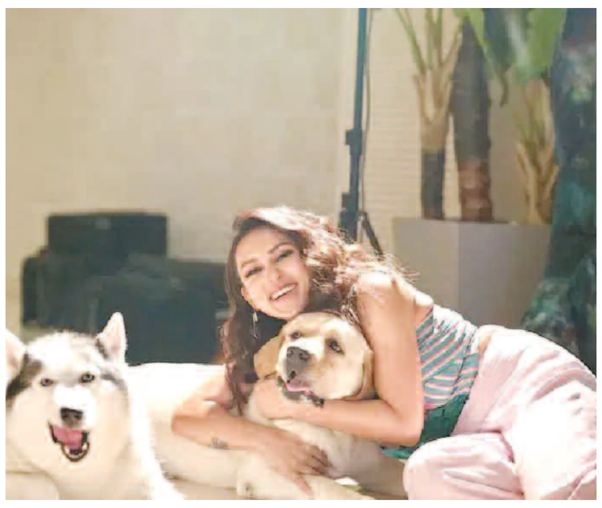

কর্মজীবী মা হওয়ায় প্রতিদিন করে উঠতে পারেন না। কিন্তু সন্তানদের খাবারের ব্যাপারে সতর্ক মিমি। দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন বাড়ির সাহায্যকারীকে। সুযোগ পেতেই নিজের মতো করে তাদের সঙ্গে সময় কাটান। এতে মন ভালো হয়ে যায় অভিনেত্রীর। মিমির মতে, 'বিয়ে ছাড়াও পরিপূর্ণ নারী হওয়া সম্ভব। বিয়েটা বাধ্যতামূলক নয়। সন্তানের জন্ম দেওয়াও বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু সমাজ আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে যে সেটাই সুখে থাকার একমাত্র মাপকাঠি। তা তো আসলে ঠিক নয়। একসময় জীবন নিয়ে অনেক পরিকল্পনা করেছি। কিন্তু সব সময় সেসব হিসাব মেনে জীবন গড়া যায় না। আমি এখন চারপেয়েদের নিয়ে থেকেই সুখ পাই।' ছোটবেলা থেকেই চারপেয়ে কুকুর নিয়ে থাকতে পছন্দ করেন মিমি। যদিও ২০১২ সাল থেকে চিকুকে লালন-পালন করেন। কিন্তু চিকু চলে যাওয়ার পর ভেঙে পড়েন। এরপর আরও তিনটি সন্তান নিয়ে বর্তমানে সুখের সংসার মিমির। যদিও মা হিসেবে বেশ কড়া নায়িকা। সন্তানদের বাইরের খাবার খেতে দেন না। কোনো প্যাকেট জাত খাবারও নয়। সব বাড়িতে বানানো খাবার। ভাত, মুরগির মাংস, সবজি দিয়ে তৈরি হয় বিশেষ পদ। সন্তানেরা বাড়িতে থাকলে একা লাগে না নায়িকার। মিমি বলেন, 'আমার সন্তানেরা দারুণ ''থেরাপিস্ট।

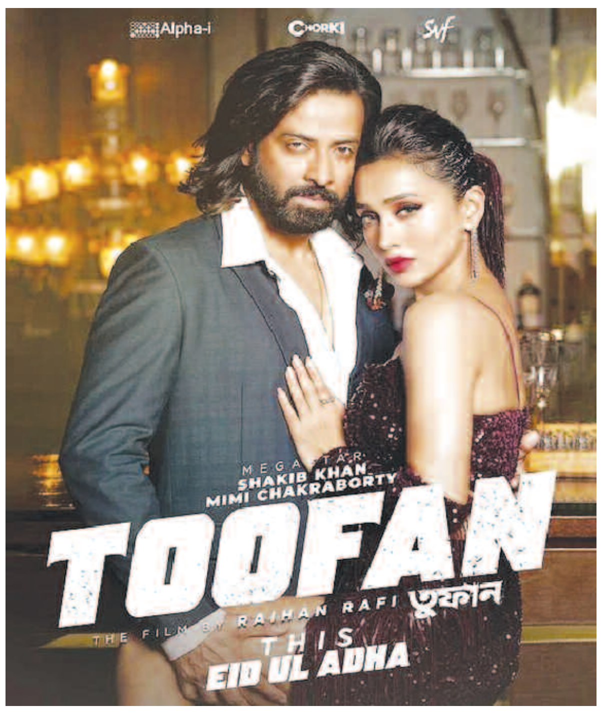

আমি নিজের মনোবিদকেও বলেছি সে কথা। জাদু, চিকু, ম্যাক্সরা বাড়িতে থাকলে আর মন খারাপের সুযোগ থাকে না। মায়েদের যেমন হয় আরকি!'

ছেলের সিরিজে বিশেষ ভূমিকায় বাবা শাহরুখ

বলিউডের কিং শাহরুখ খান। বছরের পর বছর ধরে চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে চলছে তাঁর রাজত্ব। পাশাপাশি পরিবার নিয়েও খুব সচেতন অভিনেতা। তাঁর বড় সন্তান আরিয়ান খান। যদিও বাবার মতো পর্দা মাতাচ্ছেন না আরিয়ান, পরিচালক হিসেবে পা রাখছেন বলিউডে। তাতে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন বাবা।

মেয়ে সুহানাকে যেমন অভিনয়ে পরামর্শ দিয়েছেন, ঠিক তেমনি ছেলের বিষয়েও খুব সচেতন বাবা শাহরুখ। একটি ওয়েব সিরিজ পরিচালনার মাধ্যমেই হাতে খড়ি হচ্ছে আরিয়ানের। সিরিজের নাম 'স্টারডম'। বাবার পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতায় সিরিজের শুটিং শেষ করেছেন আরিয়ান। খুব দ্রুতই শুরু হবে সম্পাদনা। পুরো কাজে বিশেষ ভূমিকা কিং খানের। সিরিজটিতে বিভিন্ন ক্যামিও চরিত্রে দেখা যাবে একাধিক তারকাকে। তবে ছেলের পরিচালিত সিরিজে পর্দায় দেখা যাবে না শাহরুখ খানকে। পর্দায় না থাকলেও স্টারডমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন পাঠান হিরো। তিনি আছেন সিরিজের টেকনিক্যাল টিমে। ছেলের পরিচালনায় যাতে কোনো খুঁত ধরা না পড়ে, সে জন্য চেষ্টার কমতি রাখছেন না কিং খান। আরিয়ান যেহেতু কাজে একেবারেই নতুন, সেহেতু তাঁকে পথ দেখাতে বারবার সেটে আসেন অভিনেতা। সিরিজ নিয়ে নিয়মিত পরামর্শও দিয়ে যাচ্ছেন।

তাঁর লক্ষ্য, ছেলের কাজটি যেন সহজ হয়ে যায়। সন্তানেরা যাতে নিজেদের কাজে সফল হন, সে নিয়ে খুব সচেতনতার পরিচয় দিয়ে আসছেন শাহরুখ খান। মেয়ে সুহানার 'আর্চিজ' মুক্তির সময়ও বাবাসুলভ ভূমিকা দেখিয়েছেন শাহরুখ। মেয়েকে দিয়েছেন নানা পরামর্শ। যদিও সিরিজটিতে অভিনয় নিয়ে সমালোচিত হয়েছেন সুহানা। এরই মধ্যে বড় পর্দায় কাজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন মেয়ে সুহানা। পরিচালক সুজয় ঘোষের 'কিং' ছবিতে অভিনয় করছেন কিংকন্যা। ছবিতে অভিনয়েও মেয়েকে বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন বাবা শাহরুখ।

কলকাতায় প্রথমবার নজরুলের বায়োপিক, কবির চরিত্রে অভিনয় করছেন কে জানুন

এই প্রথম কবি কাজী নজরুলের বায়োপিক তৈরি হচ্ছে কলকাতায়। ছবিটি পরিচালনা করছেন আবদুল আলিম। আর এই ছবিতে নজরুলের চরিত্রে অভিনয় করবেন অভিনেতা কিঞ্জল নন্দ। এই ছবিতে তুলে ধরা হবে নজরুলের জীবনের নানা দিক, থাকবে জানাঅজানা কথা। ছবির নাম রাখা হয়েছে 'কাজী নজরুল ইসলাম'। নজরুলের শৈশব থেকে শেষজীবন পর্যন্ত তুলে ধরা হবে এই ছবিতে। অভিনেতা কিঞ্জল বলেছেন, 'আসছে শীত মৌসুমে শুরু হবে শুটিং।' কিঞ্জল আরও বলেছেন, 'কাজী নজরুলের কথা তো ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। সেই ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার। আমি মুগ্ধ। এখনই আমি নজরুলকে নিয়ে আরও বই পড়ছি। জানছি। ওই ছরিত্রটি ফুটিয়ে তোলার যারপরনাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি মনে করি, আমি পারব। তাই তো নজরুলকে নিয়ে এখন আমার ধ্যান শুরু হয়েছে। আমি চিত্রনাট্য লেখা শেষ হলে চিত্রনাট্যকার সৌগত বসুর সঙ্গে কথা বলব। চরিত্রের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করব। কিঞ্জল এর আগে ''বিনয়বাদল-দীনেশ ছবিতে বিনয় বসুর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।' কিঞ্জল এ কথাও বলেছেন, 'ছবির চিত্রনাট্য পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এত বড় চরিত্রে সুযোগ পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার! আমি গর্বিত। ছবির চূড়ান্ত নাম এখনো ঠিক হয়নি। তবে আপাতত ঠিক হয়েছে ''কাজী নজরুল ইসলাম।' জানা গেছে, এ ছবিতে আরও অভিনয় করবেন শেরে বাংলার ফজলুল হকের ভূমিকায় খরাজ মুখোপাধ্যায়, বিরজা সুন্দরী দেবীর ভূমিকায় কাঞ্চনা মৈত্র। বাংলাদেশ থেকে আসবেন ফজলুর রহমান বাবু। তিনি অভিনয় করবেন আলি আকবর খানের ভূমিকায়। আরও অভিনয় করবেন নলিনীকান্ত সরকার, অর্চিতা স্পর্শিয়া, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আর এই বায়োপিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকায় কে অভিনয় করবেন, তা নিয়ে নির্মাতারা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। টালিপাড়ার খবর, এই চরিত্রে রঞ্জিত মল্লিক অথবা চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তীর নাম ভাবা হচ্ছে।

আমেরিকার নাকে ঝামা ঘষে দিলেন জয়শঙ্কর, আমাদের জ্ঞান দেয়, তীব্র কটাক্ষ বিদেশমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সব বিষয়ে পশ্চিমী দেশ এবং আমেরিকার নাক গলানোকে কড়া ভাষায় নিন্দা করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তাঁর কথায় যেসব দেশ ভোটের ফলাফল নির্ণয় হয় আদালতে, তাঁরা আবার আমাদের জ্ঞান দেয়। বুধবার ভারতের নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমী দেশগুলির সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন জয়শঙ্কর।

সবাই নেতিবাচক দৃষ্টিতে ভারতের রাজনীতিকে উপস্থাপিত করছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি।ইরানের সঙ্গে চাবাহার বন্দরচুক্তি নিয়ে বিদেশমন্ত্রীর মন্তব্য এই চুক্তি গোটা অঞ্চলের উপকারে লাগবে। এই চুক্তি নিয়ে মার্কিন অবরোধের প্রচ্ছন্ন হুমকিকে পাত্তা না দিয়ে তিনি বলেন, এই প্রকল্প গোটা এলাকায় সুফল দেবে। যারা এটা মেনে নিতে পারছে না, তারা সংকীর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।কলকাতায় তাঁর লেখা হোয়াই ভারত ম্যাটারস বইয়ের বাংলা সংস্করণ প্রকাশের জন্য শহরে এসেছিলেন বিদেশমন্ত্রী। সেখানে আলাপচারিতার সময় দেশ ও বিদেশনীতি নিয়ে অনেক কথা বলেন প্রাক্তন পররাষ্ট্রীয় আমলা। পশ্চিমী দেশগুলি ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ওদের ছাড়া সকলের উপর খবরদারি চালাচ্ছে। আর তাই ভারতের স্পর্ধা দেখে ওরা এখন আঁতকে উঠছে।খবরদারি করাটা ওদের অভ্যাসের পরিণত হয়ে গিয়েছে।

ফলে আপনারা কী করে আশা করেন যে, ওরা এত সহজে পুরনো অভ্যাস ঝেড়ে ফেলবে! পশ্চিমী দেশগুলির মিডিয়াকে আক্রমণ করে জয়শঙ্করের অভিযোগ, ওরা এত একচোখো কেন? ভারত সম্পর্কে কেন ভালো কিছু ভাবতে পারে না! কানাডা ও আমেরিকার নাক গলানোর স্বভাবকে উল্লেখ না করেই জয়শঙ্কর বলেন, এটা ওদের পুরনো অভ্যাস। ওদের লক্ষ্যে বিশ্বের দরবারে ভারতকে হেয় করা। ওরা যে একসময় দাদাগিরি চালাত তা ছাড়তে পারছে না। এইসব দেশই ভোটের ফলের জন্য আদালতে যায়। আর তারাই ভারতের গণতন্ত্র তুলে জ্ঞান দিতে চায়।

আমরা কীভাবে নির্বাচন করব, তাও ওরাই ঠিক করে দেবে, প্রশ্ন বিদেশমন্ত্রীর। জয়শঙ্কর বলেন, ওদের কল্পনায় ভারত কীরকম হবে, তা নিয়েই চিন্তাভাবনা ওদের। এদেশের মানুষ কী চায়, তাদের সংস্কৃতি এসব নিয়ে ওদের মাথাব্যথা নেই।

পণ্য লোডিঙে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যথাযথ বৃদ্ধি বজায় রেখেছে

মালিগাঁও, ১৫ মেঃ পণ্যসামগ্রী লোডিঙের ক্ষেত্রে মাসের পর মাস যথাযথ বৃদ্ধি বজায় রাখার ফলে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিগত অর্থবর্ষে ১০.২৪ মিলিয়ন টন (এমটি) পণ্যসামগ্রী লোডিং করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। ২০২৪-এর এপ্রিল মাসের সময় এই জোন ০.৮৪৪ এমটি পণ্যসামগ্রী লোড করেছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় সংশ্লিষ্ট মাসে কিছু সামগ্রীর লোডিঙের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছে। ওই মাসে খাদ্য শস্য লোডিঙের ক্ষেত্রে ১৯.৯ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে, সার লোডিঙের ক্ষেত্রে ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় পিওএল লোডিং ৪২.৯ শতাংশ বৃদ্ধির পাশাপাশি কনটেনার লোডিং ৩৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী ২০২২-২৩ অর্থ বর্ষের একই সময়ের তুলনায় বিগত অর্থবর্ষে খাদ্য শস্য সামগ্রীর লোডিং ১৯.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বিগত অর্থবর্ষে কনটেনার লোডিং ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যবহারকারীদের কাছে সময় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে একনিষ্ঠভাবে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করছে। বছরের পর বছর পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি অঞ্চলটির অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিকাশকেই নির্দেশ করে।

ত্রিপুরার কাঁকরাবন থেকে নিখোঁজ স্বামী, উদ্বিগ্ন স্ত্রী থানার দ্বারস্থ

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ১৫ মে ঃ গোমতি জেলার অন্তর্গত কাঁকড়াবন থানার অধীন মির্জা এলাকা থেকে নিখোঁজ এক ব্যক্তি। স্বামীকে ফিরে পেতে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন স্ত্রী। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম সমীর দাস। পেশায় অটো চালক। কর্ম সূত্রে উদয়পুরের রমেশ চৌমুহনি এলাকায় পরিবার নিয়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকেন সমীর দাস। গত পাঁচ মে সকালে রমেশ চৌমুহনির ভাড়া বাড়ি থেকে খাওয়াদাওয়া করে নিজের বাড়ি দক্ষিণ মির্জায় যাবেন বলে স্ত্রী ঝরনা দেবীকে বলে যান। দুদিন নিজের বাড়িতে থেকে তার পর রমেশ চৌমুহনির ভাড়া বাড়িতে আসবেন বলে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন।

গত ৭ তারিখ রমেশ চৌমুহনির ভাড়া বাড়িতে ফিরে না আসায় স্ত্রী ঝরনা দেবী স্বামীর মোবাইলে ফোন করে অফ থাকায় অনেক চেষ্টা করে যোগাযোগ করে না পেয়ে আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে গেছেন কিনা খোঁজখবর করে কোনও সন্ধান পেয়ে অবশেষে বুধবার কাঁকড়াবন থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়ে স্বামীকে খুঁজে পেতে পুলিশের কাছে আর্জি জানিয়েছেন।

তবে তিনি জানিয়েছেন, পারিবারিক কোনও ঝামেলা ছিল না। কোথায় আছেন স্বামী, এ নিয়ে উদ্বেগ উৎকন্ঠায় আছেন স্ত্রী।

উচ্ছৃঙ্খল যুবকের তাণ্ডবে অশান্ত কৈলাসহর, গ্রেফতার এক

কৈলাসহর, ১৫ মে ঃ শান্ত শহরকে অশান্ত করছে শহরের কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক। শহরের বিভিন্ন সন্ত্রাস মূলক ও জাতিগত উসকানি মূলক ঘটনার সাথে জড়িত শিবাজি সেনগুপ্ত, মন্তোষ শব্দকর ও শুভ্রজিৎ দাস ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর পুর পরিষদ এলাকার ১৫ নং ওয়ার্ডে সোনামুড়ার দুর্গাপুর এলাকায় সুরজিৎ পালের বাড়ির সামনে গিয়ে তাকে ঘর থেকে ডেকে বের করে। পূর্ব পরিচয় থাকায় সুরজিৎ পাল ঘর থেকে বেড়িয়ে আসেন শিবাজি সেনগুপ্তের ডাকে। সুরজিৎ পালের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় শিবাজি সেনগুপ্ত সহ বাকি দুই যুবক কিছু উসকানিমূলক কথাবার্তা বলে। এর প্রতিবাদ করেন সুরজিৎ পাল। আর তাতেই শুরু হয় সুরজিৎ পাল ও শিবাজি সেনগুপ্ত সহ বাকি দুই সঙ্গীর সাথে ধস্তাধস্তি। এক সময় শিবাজি সেনগুপ্ত সহ বাকি দুজন সুরজিৎ পালের বাবা মনরঞ্জন পালের ওপরও আক্রমণ করে তারা। চিৎকারচেঁচামেচি শুনে সুরজিৎ পালের প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শিবাজি তার দলবল নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইলে প্রতিবেশীরা আটক করে উত্তমমধ্যম দেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় শুভ্রজিৎ দাস। তবে শিবাজি সেনগুপ্ত ও তার সঙ্গী মন্তোষ শব্দকরকে আটক করে উত্তমমধ্যম দিতে থাকলে এক সময় প্রাণ রক্ষার জন্য স্থানীয় একটি জলাশয়ে ঝাঁপ দেয় শিবাজি সেনগুপ্ত। ঘটনাস্থল থেকে মুহূর্তের মধ্যে খবর চলে যায় কৈলাসহর থানায়। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে পৌঁছেন পুলিশ অফিসার উজ্বল চৌধুরী। পরিস্থিতি উত্তপ্ত দেখে প্রথমে এলাকাবাসীকে শান্ত করার চেষ্টা করেন পুলিশ অফিসার উজ্বল চৌধুরী।পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হওয়ার পর ঘটনাস্থল থেকে শিবাজি সেনগুপ্ত ও তার সঙ্গী মন্তোস শব্দকরকে ধরে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।অতর্কিত হামলায় সুরজিৎ পালের বর্তমানে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। গোটা বিষয় নিয়ে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে সুরজিৎবাবুর কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, গতকাল রাতে শিবাজি সহ আরও দুজন তাকে তার বাড়ির সামনে আক্রমণ করে যার ফলে তার বাঁ চোখে প্রচণ্ড আঘাত পান। বর্তমানে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চললেও উন্নত চিকিৎসার জন্য বহিঃরাজ্যে যেতে হবে বলে জানান তিনি। এছাড়াও তিনি বলেন, শিবাজী সেনগুপ্ত সহ যারা তার এবং তার পরিবারের ওপর আক্রমণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে কৈলাসহর থানায় লিখিত অভিযোগ করা হবে। এদিকে শিবাজি সেনগুপ্ত যে বাইক নিয়ে সুরজিৎ পালের বাড়ির সামনে গিয়েছিল, এলাকাবাসী ওই বাইকটি ভাঙচুর করেন। বর্তমানে ওই বাইক কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে। শিবাজি সেনগুপ্তকে কৈলাসহর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করায় কৈলাসহরের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মহকুমা জুড়ে। এই ঘটনা ছাড়াও কৈলাসহরে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের সাথে আগেও সে যুক্ত ছিল বলে স্থানীয় সূত্রের খবর।

উদয়পুর থেকে প্রেমিকাকে ফুঁসলিয়ে চেন্নাই নিয়ে পাশবিক নির্যাতনের অভিযোগ প্রেমিকের বিরুদ্ধে

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ১৫ মেঃ প্রেমিকাকে ফুসলিয়ে উদয়পুর থেকে চেন্নাই নিয়ে গিয়ে পাশবিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে প্রেমিকের বিরুদ্ধে। পরে আত্মরক্ষার তাগিদে বাড়ি ফিরে এসেছেন প্রেমিকা। জানা গিয়েছে, এক বছর আগে গোমতি জেলার উদয়পুরের মহারানি এলাকার হিমাংশু দাসের ১৯ বছরের মেয়ে অনিশা দাস মোবাইলে দক্ষিণ জেলার রাধানগর এলাকার সজল পালের ছেলে রাহুল পালের সাথে সম্পর্ক হয়। এক বছরে সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে সম্পর্ক ভালোবাসার রূপ নেয়। গত এপ্রিল মাসে অনিশা এবং রাহুল সিদ্ধান্ত নেয় তারা বিয়ে করে সংসার করবে। ইতিমধ্যে রাহুল চেন্নাইয় একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ পায়। এ কথা অনিশাকে জানানো হয়। পরে তারা সিদ্ধান্ত নেয় পরিবারের লোকজনদের না জানিয়ে উভয়ে ৯ মে চেন্নাই পাড়ি দেবে। সে অনুযায়ী রাহুল অনিশাকে নিয়ে চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় গত ৯ মে।

গত ১১ মে থেকে রাহুল অনিশার ওপর অত্যাচার চালানো শুরু করে। ১৩ মে পর্যন্ত রাহুল মদমত্ত অবস্থায় অনিশার ওপর এতটা অত্যাচার চালাতো যা হিংস্র পশুকেও হার মানাতো বলে জানিয়েছে অনিশা। এর পর গত ১৪ মে অনিশার অত্যাচারের দৃশ্য দেখে অন্যরা অনিশাকে বিমানের টিকিট কেটে আগরতলায় পাঠিয়ে তার (অনিশা) বাবাকে খবর পাঠান। অনিশার বাবা আগরতলা বিমানবন্দর থেকে মেয়ের ওপর এই জঘন্য অত্যাচারের চিহ্ন দেখে গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

বর্তমানে অনিশা গোমতি জেলা হাসপাতালে স্ত্রী রোগ বিভাগে চিকিৎসাধীন। কথা বলতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে তার। সারা মুখে কামড়ের দাগ, সারা শরীরে অত্যাচারের দাগ স্পষ্ট। আজ বুধবার গোমতি জেলা হাসপাতালে ভরতি অবস্থায় অনিশার একটাই দাবি, অত্যাচারী রাহুলের বিচার। বাবা উদয়পুর মহিলা থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন বলে জানিয়েছে অনিশা।

নাম পরিবর্তন

আমি, Faheema Khatoon (পুরাতন নাম) স্বামী Sk Rafique, ঠিকানা 29/H/17 LINTON STREET, PO-ENTALLY, PS-BENIA-PUKUR, KOLKATA -700014, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 14/05/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Fahima Khatoon (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Fahima Khatoon (নতুন নাম) এবং Faheema Khatoon (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change

I MD AKBAR ALI TARAFDAR, S/O AJIJUL TARAFDAR, R/O BARA BARIA, PO-BARBARIA, NADIA, PIN-741501, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKBAR ALI TARAFDAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/05/2024, THAT MD AKBAR ALI TARAFDAR AND AKBAR ALI TARAFDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NURO BIBI, WIFE OF GULAB HUSAIN, RESIDING AT CHANCHAL PASCHIM PARA, PO&PS-CHANCHAL,MALDA-732123, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NOORO KHATOON VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/05/2024.THAT NURO BIBI AND NOORO KHATOON BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD RUBEL MOLLA, SON OF GOLAM RASUL MOLLA, RESIDING AT VILL-UTTAR CHATRA, PO-DAKSHIN CHATRA, BASIRHAT-743247, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUBEL MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/05/2024.THAT MD RUBEL MOLLA AND RUBEL MOLLA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SK GULAM HUSIAN, SON OF SEKH HANIF, RESIDING AT CHANCHAL PASCHIM PARA, PO&PS-CHANCHAL, MALDA-732123, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GULAB HUSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/05/2024.THAT SK GULAM HUSIAN AND GULAB HUSAIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SANJIT SHOSH, SON OF SAMBHU NATH GHOSH, RESIDING AT ALAIPUR SARKAR PARA, PO - ALAIPUR JANGAL, NADIA-741245, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJIT GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/05/2024.THAT SANJIT SHOSH AND SANJIT GHOSH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SOHAGI KHATUN, WIFE OF HAFIZ NAZEER ALAM, RESIDING AT CHANCHAL PASCHIM PARA,PO&PS-CHANCHAL, MALDA-732123,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUHAGI KHATUN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/05/2024.THAT SOHAGI KHATUN AND SUHAGI KHATUN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RAHUL SAMUEL SINGH,SON OF SAMUEL SINGH, RESIDING AT VILL-SHIKARBALI, PO-KUNDRALI,PS-BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS -743610, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAHUL SINGH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/05/2024.THAT RAHUL SAMUEL SINGH AND RAHUL SINGH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ANURAG ROY, S/O ASHOKE KUMAR KHANDELWAL, R/O 36B, NARKEL DANGA MAIN ROAD, PS BELIAGHATA, KOLKATA -700054, WEST BENGAL , SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANURAAG KHANDELWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/05/2024, THAT ANURAG ROY AND ANURAAG KHANDELWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAMUEL BISNU DEV SINGH,SON OF BISHNU DEV SINGH, RESIDING AT VILL-SHIKARBALI, PO-KUNDRALI, PS-BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS -743610, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMUEL SINGH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/05/2024.THAT SAMUEL BISNU DEV SINGH AND SAMUEL SINGH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MEETA BISWAS,WIFE OF SEWAK KUMAR BISWAS, RESIDING AT DAKSHIN PARA,2 NO. DAULATPUR,SENDANGA,ASHOKENAGAR, NORTH24PARGANAS - 743272,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MITA BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/05/2024.THAT MEETA BISWAS AND MITA BISWAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Sagupta Saima (old name) D/O Md Sarfuddin, residing at 18/1H/3, M.M.Ali Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shagufta Saima (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/05/2024. Shagufta Saima (new name) and Sagupta Saima (old name) both are same identical person.

Name Change

I SHAIKH YAKUB HOSSAIN, S/O LATE SHAIKH MOHAMMED MUSHA, R/O VILL BANIARA, PO B RAGHUNATHPUR, PS UTTAR KASHIPUR, KOLKATA -743502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK EYAKUB HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/05/2024, THAT SK EYAKUB HOSSAIN AND SHAIKH YAKUB HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Nandita Ganguly (old name) W/O Biswadeep Ganguly, residing at 599, Parnasree Pally, P.O. & P.S.- Parnasree, Kolkata- 700060, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nandita Misra (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/05/2024. Nandita Misra (new name) and Nandita Ganguly (old name) both are same identical person.

Attorney Transfer

I, Smt. Namita Mazumder W/o Late Shri Tara Kumar Mazumder and Shri Tarit Kumar Mazumder S/o Late Shri Tara Kumar Majumder resident of Qtr. No.-4D, Street No.-9, Sector-4, Bhilai, Tah. & Dist. Durg(C.G), WEST BENGAL, India do hereby jointly appoint and empower Smt. Rita Ghose W/o Shri Jayanta Ghose resident of vill C Bijrah, P.O.- Amadpur,Tah. - Memari, Dist-Burdwan and (ii) Smt. Shymali Basu W/o Shri Tapan Basu, Qr. LR 292 ABL Township Durgapur-6, Distt. Burdwan (W.B.) to look after, maintain and sell our share of all immoveable properties in Mouza- Shankarpur, P.S Memari (Deed No. 686, Dt.-09/02/24), (Dag No- 737/2554 and others , J.L. No.- 165, Khaitan No.-294) by this affidavit sworn before the Notary Public at Chhattisgarh on 04/03/2009

Name Change

I, Shuli Roy (old name) W/O Subir Roy, residing at B- 12/74, Kalyani, P.O. & P.S.- Kalyani, Ranaghat, Nadia, Pin- 741235, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shiuli Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/05/2024. Shiuli Roy (new name) and Shuli Roy (old name) both are same identical person.

Name Change

I SOLEMON SEKH, SON OF TABJEL SK, RESIDING AT VILL & PO-CHAMNI, PS - BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS-743503, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOLEMAN SK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/05/2024.THAT SOLEMON SEKH AND SOLEMAN SK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD JAKIR HOSSAN TARAFDER, S/O AKBAR ALI TARAFDAR, R/O BARA BARIA, PO-BARBARIA,NADIA,PIN-741501, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAKIR HOSSAN TARAFDER,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/05/2024, THAT MD JAKIR HOSSAN TARAFDER AND JAKIR HOSSAN TARAFDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I P PACHISIA, SON OF HARI GOPAL PRACHISIA, DL NO WB0119720394998, RESIDING AT FLAT NO 3B, PALACE COURT,1 KYD STREET, NEAR MLA HOSTEL PARK STREET, KOLKATA - 700016, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAKASH PACHISIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT, KOLKATA ON 15/05/2024.THAT P PACHISIA AND PRAKASH PACHISIA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Nibedita Baya Das D/o Dilip Kanti Das W/o Dilip Kumar Baya residing at P-36/A, Basunagar No.1 P.O. Madhyamgram, North 24-Pgs, Pin – 700129 have changed my name from Nibedita Baya Das to Nibedita Das and henceforth shall be known as Nibedita Das in all purpose vide affidavit Dated 14.05.24 before Notary Public, Kolkata. Nibedita Baya Das and Nibedita Das is the same and one identical person.

মাটি মাফিয়াদের হাতে আক্রান্ত বিএলআরও সহ ৩

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ১৫ মে ঃ মাটি মাফিয়াদের স্বর্গ রাজ্য নাগর নদী এলাকায় রেইড করতে গিয়ে আক্রান্ত বিএলআরও করনদিঘি। রক্তাক্ত জখম বিএলআরও সহ আরও ৩ জন। ভাঙচুর হয়েছে বিএলআরও র গাড়ি। খোয়াশপুরে আক্রান্ত হয় বিএলআরও করনদিঘি সহ বিএলআরও অফিসের আরও ৩ জন। তাদের ঘিরে ধরে কাঠের বাটাম দিয়ে মারধোর করা হয়। ভাঙচুর চালানো হয় তাদের গাড়িতেও। গ্রামবাসীরা গিয়ে বাঁচায় তাদের। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিরাট পুলিশ বাহিনী। আহতদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত হয়েছেন BLRO গৌড় সরেন, মাথা ফেটেছে তার। গ্রুপডি স্টাফ সচ্চিদানন্দ ঠাকুর, আমিন বিপুল বসাক, গাড়ির চালক সুমিত সাহা। ঘটনার তদন্ত শুরু করলো করনদিঘি থানার পুলিশ।

ব্রাউন সুগার ও ভারতীয় নোট সহ গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ মে ঃ বড়সড় সাফল্য পেল মালদা জেলা পুলিশ। ৭ কেজি ৯০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ৩২ লক্ষ টাকা ভারতীয় নোট উদ্ধার করল গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনায় সমীর শেখ নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বামনটোলা এলাকায় হানা দেয়। সেখানে হানা দিয়ে পুলিশ সমীর শেখকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, তার বাড়ি ওই এলাকাতেই। তার হেফাজত থেকে পুলিশ উদ্ধার করে ৭ কেজি ৯০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার, একটি টাকা গোনার মেশিন এবং ৩২ লক্ষ টাকার ভারতীয় নোট।

ভাগীরথীতে তলিয়ে গেলো দুই তরুণী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ মে ঃ স্নান করতে নেমে ভাগীরথী নদীতে তলিয়ে গেল দুই তরুণী। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত নন্দ গ্রাম এলাকার ঘটনা। বুধবার দুপুরে স্থানীয় ইটভাটা সংলগ্ন ভাগীরথীতে তলিয়ে গেল দুই তরুণী। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। নিখোঁজ ওই দুই তরুণীর নাম প্রতিমা কুমারী মাঝি ও মালতি কুমারী মাঝি। দুজনেরই বাড়ি বিহারে। স্থানীয় এলাকায় একটি ইটভাটাতে কাজ করার জন্য এসেছিল এই তরুণীরা এবং তার পরিবারের লোকজন। বুধবার দুপুরে তারা কাপড় কাচা এবং স্নান করার জন্য বেশ কয়েকজন নামেন এরপরই ওই তরুণীরা হঠাৎ করেই তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় কালনা থানার পুলিশ এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা। দুপুর থেকে নাগাড়ে ভাগীরথী নদীতে নেমে ডুবুরিরা তল্লাশি শুরু করলেও বিকেল পর্যন্ত কোনো খোঁজ মেলেনি।

উত্তর পূর্ব রেল দ্রুত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোচ্ছে

গোরখপুর, ১৫ মেঃ রেলওয়ে দ্রুত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোচ্ছে। এর আওতায় হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এইচআরএমএস) আপগ্রেড করে কর্মীদের জন্য পাস পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। এখন রেলকর্মীরা ই-পাসের মাধ্যমে আইআরসিটিসি ব্যবহার করতে পারবেন। পোর্টালের মাধ্যমেই ই-টিকিট তৈরি করা যেতে পারে, যা দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে।রেলওয়ে কর্মচারী পাসের জন্য পোর্টালে লগইন করে আপনি সুবিধার পাস পাচ্ছেন। আগে কর্মচারীদের পাস পেতে ক্লার্কের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হলেও এখন কর্মচারী নিজেই পাস ইস্যু করতে পারছেন। কর্মচারীরা আইআরসিটিসি-এর মাধ্যমে তাদের নিজস্ব পাস ইস্যু করতে পারেন। আপনি পোর্টালে লগইন করে একটি ই-টিকিটও তৈরি করতে পারেন। এর জন্য আইআরসিটিসি। সফটওয়্যারে রেলওয়ে পাস কনসেশন অপশন যোগ করা হয়েছে। যার কারণে কর্মচারীরা অনলাইনে টিকিট কাটতে সুবিধা পাচ্ছেন এবং তারা রেলওয়ে রিজার্ভেশন সেন্টারে সারি এবং অপ্রয়োজনীয় দৌড়াদৌড়ি থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এই সুবিধা ব্যবহারে রেলকর্মীদের সময় বাঁচবে, যা রেলের কাজে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যাবে।

অভিষেককে ধন্যবাদ শুভেন্দুর! মমতাকে হুঁশিয়ারি, সবুজ সাথী প্রকল্পের বরাতে স্বজনপোষণের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৫ মে ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী প্রচারে কাঁথিতে যাওয়ার আগের দিন বিকেলে বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এদিন হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। সবুজ সাথী প্রকল্পের বরাত দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক স্বজনপোষণের অভিযোগও তুললেন শুভেন্দু। মমতাকে মুখ সামলানোর পরামর্শও দিলেন। কেন্দ্রে ইন্ডিয়া জোটের সরকার গঠনের বন্দোবস্ত তিনি করে দেবেন বলে দাবি করেছেন মমতা। বলেছেন, বাইরে থেকে সমর্থন করবেন। সিপিআইএম ও বিজেপি বাংলায় বিজেপির শরিক বলেও কটাক্ষ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তবে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তিনি ইন্ডিয়া জোটকে যে গাইড করবেন সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী পাল্টা বলেন, উনি হারবেন। ২৫ মে মেদিনীপুর, জঙ্গলমহলের যে ৮ আসনে ভোট হবে, তার প্রতিটিতেই উনি খুব খারাপভাবে হারবেন। পুলিশকে লেলিয়ে দিয়ে গুন্ডামি করছে তৃণমূল। প্রতিরোধ হবে। ইন্ডিয়া জোটের সরকার গড়ার প্রশ্নই ওঠে না। মমতাকে হরিদাস পাল বলে অভিহিত করে শুভেন্দু বলেন, তৃণমূল ৪৫ আসনে লড়ছে। ফলে কেন্দ্রে সরকার গঠনে তাঁর ভূমিকা তখনই হবে যখন স্যান্ডো গেঞ্জিতে বুক পকেট হবে। সন্দেশখালিতে মহিলারা যেভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন তা মনে করিয়ে শুভেন্দু বলেন, ধন্যবাদ ভাইপোকে সন্দেশখালি ইস্যু উসকে দেওয়ার জন্য। শুভেন্দু সাংবাদিকদের বলেন, মমতাকে মুখ সামলে রাখতে বলবেন। না হলে ডা. দাস স্বাস্থ্য দফতরে কী করছেন সব তথ্য পেয়ে গেছি, ফাঁস করে দেব। হলদিয়ার জনসভায় শুভেন্দু বলেন, পুলিশের এসপি, ওসি, আইসিরা মমতার সভায় লোক আনার দায়িত্ব নিয়ে ফোন করছেন। যেন বাপ-মায়ের কাজ। ওঁদের বেতন কি মমতা বা ভাইপো দেন? শুভেন্দু আরও বলেন, মমতার মিছিলে ১৩০০ সিভিককে হাঁটতে বলা হয়েছে। লোক না এলে তাঁদের চেয়ারে বসানো হবে। বলা হয়েছে, ইউনিফর্ম না পরে সাদা পোশাকে আসতে। চোরেদের রানি চোরেদের নিয়ে আসবেন। ফলে গৃহ বেঁধে রাখবেন। জামা-কাপড় বাইরে শুকাতে দেবেন না। কাজে বেরোলে অলঙ্কার সাবধান। সব টেনে নিয়ে যাবে। শুভেন্দুর কথায়, কুকড়াহাটির খেয়াঘাট পেরিয়ে কলকাতা থেকে হলদিয়া আসতে দেড় ঘণ্টা লাগে। দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে এলে লাগে ২ ঘণ্টা। আলালের দুলাল ভাইপো হলদিয়া এসেছেন হেলিকপ্টারে। গোল্ডেন রিট্রিটে ৩৭ লক্ষ বিল মিটিয়েছেন। হলদিয়া থেকে তোলা তুলে বিল মেটানো হয়েছে। যাঁরা তোলা তুলে দিয়েছেন তাঁরাই আমাকে জানিয়েছেন। এরপরই সবুজ সাথী প্রকল্পের দুর্নীতি নিয়ে শুভেন্দু বলেন, বরাত পাওয়া পাঞ্জাবের সংস্থা পানাগড়ে সাইকেল তৈরির কারখানা গড়তে জমি চেয়েছিল। বলেছিল তাদের কারখানার সাইকেল যেন নেওয়া হয়। মমতা রাজি হননি। এই প্রকল্পে সাইকেল দেন অভিষেকের শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরের স্বামী অঙ্কুশ অরোরার বাবা পবন অরোরা। সাইকেল পিছু ৪০০ টাকা মমতার বাড়িতে যায়। শুভেন্দু জানান, ২০ তারিখ হলদিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভায় ৩ লক্ষ লোক আনার টার্গেট নেওয়া হয়েছে। ২৩ তারিখ দুপুরের পর থেকে ২৫ মে ইভিএম সিল হওয়া পর্যন্ত চৌকিদারের কাজ করব। ভোট করিয়ে নেব। বুথে তিনের পরিবর্তে ৬ জন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান থাকবেন। প্রতি এলাকায় থাকবে কুইক রেসপন্স টিম। তাঁর ফোন নম্বরে বুথের নম্বর দিয়ে গণ্ডগোলের কথা জানালে ১৫ মিনিটের মধ্যে টাইট করার হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু। বলেন, ৩০টি আসনে পদ্ম ফোটান। এ বছরই মমতাকে প্রাক্তন আর ভাইপোকে প্যাকেট করে দেব।

রাজনীতির রং এবার হেয়ার স্টাইলেও। মধ্য হাওড়ায় রবীন দাসের পার্লারে এখন চুলের ছাঁটে দলীয় প্রতীক আঁকছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকেরা। ভোটের আগে চুলের ছাঁটে দলের প্রতীক ফুটিয়ে তুলতে তৃণমূল, বিজেপি কর্মীরা ছুটে আসছেন পার্লারে।

বিজেপি কর্মীর কান কেটে নেওয়ার অভিযোগ ভগবানপুরে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৫ মে ঃ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। সেই 'অপরাধেই' কান কাটা গেল বিজেপি কর্মীর। অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা মঙ্গলবার রাতে হামলা চালায় ওই বিজেপি কর্মীর উপরে। নাক কান কাটা বেহায়া এমন গালিগালাজ করে প্রথমে কান কেটে দেয় তারপর নাক কাটতে গেলে বেঁধে যায় ধস্তাধস্তি। বাধা দেওয়ায় মারধর করে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয় বিজেপি নেতার ভাইয়ের। অবশেষে গ্রামবাসীরা দুই ভাইকে উদ্ধার করে তমলুকের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করে। এই ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। তৃণমূলের পক্ষ থেকে অবশ্য হামলার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। ভগবানপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ইসলামপুর গ্রামে বাড়ি বিজেপির সুব্রত বাগ ও শুভঙ্কর বাগের। জানা গেছে, শুভঙ্কর ও সুব্রত দুই ভাই আগে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন আগে তাঁরা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। অভিযোগ, সেই আক্রোশে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা এই দুই পরিবারকেই ঘরছাড়া করে দিয়েছিল। কয়েকদিন আগে ভোটের মুখে তাঁরা বাড়ি ফেরেন। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য দাবি করেছে, একটা পারিবারিক বিবাদে রাজনীতির রং লাগাচ্ছে বিজেপি। এই ঘটনার সঙ্গে কোনওভাবেই তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। স্থানীয়সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে পাশের বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুই ভাইকে আটকায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা বিকাশ বাগ ও তাঁর দলবল। শুরু হয় মারধর। তখনই ছুরি দিয়ে সুব্রতর কান কেটে নেয় এক দুষ্কৃতী। তার ভাই শুভঙ্করকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করে হাত-পা ভেঙে দেয়। খবর পেয়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা দৌড়ে ঘটনাস্থলে যায়। তাদের আসতে দেখেই দুষ্কৃতীরা ছুটে পালিয়ে যায়।

মেলেনি বকেয়া, টাকা না মিললে বাস-গাড়ি ভোটের কাজে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৫ মে ঃ বকেয়া টাকা না মেটালে নির্বাচনে মিলবে না কোন গাড়ি, হুঁশিয়ারি বাস মালিক সংগঠনের। এআরটিও অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরিবহন ব্যবস্থায় সহযোগিতা করেও কোন টাকা পাওয়া যায়নি, তাই এই নির্বাচনের আগে বকেয়া টাকা না পাওয়া গেলে নির্বাচনের কাজে পরিবহন ব্যবস্থায় কোন ভাবেই সহযোগিতা করা হবে না। দেওয়া হবে না ছোট গাড়ি বাস বা অন্যান্য যাত্রীবাহী গাড়ি। এমনই হুঁশিয়ারি দিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা শাসকের কার্যালয় চত্বরে আঞ্চলিক পরিবহন আধিকারিকের দফতরের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হল বাস মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। সংগঠনের তরফে জানানো হয়, বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরিবহনের জন্য ছোট গাড়ি এবং বাস দিয়ে কোনরকম আর্থিক সহযোগিতা তারা পায়নি। প্রায় ৯ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে ১২০ টি গাড়ির। আগামী ২০ তারিখ আরামবাগ লোকসভা নির্বাচনের দিন ধার্য রয়েছে। তার আগেও যদি প্রাপ্য বকেয়া না মেটানো হয়, তাহলে কোনভাবেই কোনরকম বাস বা ছোট গাড়ি দিয়ে নির্বাচনের কাজে সহযোগিতা করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বাস্তবিক যদি এই পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে নির্বাচনের গাড়ি নিয়ে কোনও সমস্যা হয় কিনা সেটাই দেখার। এই বিষয়ে ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস ক্যামেরার সামনে কিছু না বললেও তিনি জানিয়েছেন গাড়ি মালিকদের টাকা দেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

কানপুরের স্কুলে বোমাতঙ্ক, তদন্তকারী দল গঠন পুলিশের

কানপুর, ১৫ মে ঃ বুধবার ইমেলের মাধ্যমে কানপুরের পরপর ১০টি স্কুলে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হয় বলে জানা যায়। এই বিষয়ে কানপুরের যুগ্ম কমিশনার (আইন-শৃঙ্খলা) হরিশ চন্দর বলেছেন, বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে বলে বেশ কয়েকটি স্কুল হুমকি ইমেল পেয়েছে। এই বিষয়ে এফআইআর করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। সব ডিসিপির কাছে নির্দেশ পৌঁছে গেছে, তদন্তকারী দল গঠন করে স্কুলগুলির ওপর নজর রাখার ব্যাপারে। আতঙ্কিত না হওয়ার জন্যও তিনি সবাইকে অনুরোধ করেছেন। উল্লেখ্য, বুধবার ইমেলের মাধ্যমে কানপুরের পরপর ১০টি স্কুলে বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হয়। একাধিক স্কুলে বোমাতঙ্কর খবর ছড়াতেই চাঞ্চল্য দানা বাঁধতে শুরু করে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যে।

'৪০০ আসন জিতলেই জ্ঞানবাপী মসজিদের জায়গায় বিশ্বনাথ মন্দির!' দাবি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নির্বাচনী প্রচারে ফের জাতীয়তাবাদ ও ধর্মের বড়ি গেলাতে শুরু করেছে বিজেপি! অন্তত বিজেপি নেতাদের নির্বাচনী ভাষণে সেটাই স্পষ্ট। মঙ্গলবার দিল্লিতে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঘোষণা করলেন, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এবার বিজেপি সরকার গঠিত হলে ভারতে ফিরবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর । শুধু তাই নয়, মথুরায় বিতর্কিত কৃষ্ণ জন্মভূমি ও জ্ঞানবাপী মসজিদের পরিবর্তে সেখানে হবে বিশ্বনাথের মন্দির। এই সবই সম্ভব হবে বিজেপিকে ৪০০ আসনে জেতালে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, ৪০০ আসন জিতে ক্ষমতায় এলে বিজেপি মথুরায় কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির এবং জ্ঞানবাপী মসজিদের স্থলে বাবা বিশ্বনাথের মন্দির নির্মাণ করবে। দিল্লিতে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জনগণকে স্মরণ করার রাম মন্দির নির্মাণের কথা। তিনি বলেন, 'লোকসভায় ৩০০ আসন পাওয়ার পর বিজেপি প্রতিশ্রুতি মারফত অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ করেছিল। এবার কৃষ্ণ জন্মভূমি এবং বাবা বিশ্বনাথের মন্দির নির্মাণের পালা। ৪০০ আসন জিতলেই দেশে নির্মিত হবে এই দুই মন্দির।' হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সংযোজন, 'কেউ যদি সচিন তেন্ডুলকরকে প্রশ্ন করেন, কেন তিনি ডবল সেঞ্চুরি বা ত্রিপল সেঞ্চুরি করেছেন, তার কোনও জবাব থাকে না। ঠিক তেমনই আমরা ৪০০ আসন কেন জিততে চাইছি, তারও কোনও ব্যাখ্যা নেই। তবুও কংগ্রেস বারবার জানতে চাইছে তাই বলেই দিচ্ছি। ৪০০ আসন জিতলে কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির এবং বাবা বিশ্বনাথ মন্দির নির্মাণ করা হবে। জ্ঞানবাপী মসজিদের স্থলেই তৈরি করা হবে বাবা বিশ্বনাথের মন্দির।' গত কয়েকদিন ধরেই উত্তাল পাক অধিকৃত কাশ্মীর। বরাবরই এই অংশ ভারতে অন্তর্ভূক্ত করা নিয়ে আশাবাদী অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, এস জয়শংকরের মতো মন্ত্রীরা। এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, 'গত সাতদিন ধরে আমরা সকলে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ছবি দেখতে পাচ্ছি। প্রতিদিন সেখানে অশান্তি চলছে। ভারতের পতাকা নিয়ে সেখানকার বাসিন্দারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। আমার ধারণা এটা তো সবে শুরু। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ৪০০ আসন জিতে ক্ষমতায় আসবেন তখন পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অংশ হবে।' লোকসভা নির্বাচনের আবহে মেরুকরণ ইস্যু নিয়ে উত্তাল দেশ। মঙ্গলবারই মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর নরেন্দ্র মোদী এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি যেদিন হিংদু-মুসলিন ভেদাভেদ করব সেদিন থেকে সমাজে বেঁচে থাকার যোগ্য থাকব না। আমি হিন্দু- মুসলিম ভেদাভেদ করব না, এটাই আমার সংকল্প।'

রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৫ মে ঃ দেশের পঁচাত্তর বর্ষ পূর্তিতে অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমে অনেক স্টেশনের উন্নয়নের সঙ্গে রামপুরহাট স্টেশনকে সাজানো হলেও দেশের প্রান্তিক মানুষের রুজি রোজগার আটকাচ্ছে ভারতীয় রেল। গত প্রায় ১৭ দিন ধরে রামপুরহাট রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কিংবা ট্রেনে হকারদের চাপতে দিচ্ছে না রেল কর্তৃপক্ষ। তারই প্রতিবাদে হকারদেরকে ট্রেনে ও প্লাটফর্মে কাজ করতে দেওয়ার দাবিতে বুধবার বেলা ১১ টায় সি আই টি ইউ আই এন টি ইউ সি- এর পক্ষ থেকে রামপুরহাট রেল স্টেশন ম্যানেজার সাহেবকে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে সি আই টি ইউ এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন আফতাব হোসেন ও আই এন টি ইউ সি এর পক্ষ থেকে রাজু প্রসাদ।

কর অমানবিকভাবে বৃদ্ধি, সাংবাদিক বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৫ মে ঃ কোচবিহার জেলার ব্যবসা সমিতির 'ব্যাবসা বন্ধ'কে সমর্থন জানিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন সিপিআইএমের

কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় । এই দিন সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, কোচবিহার পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত বাজারগুলিতে পৌরসভা সমস্ত ব্যবসায়ীদের কর অমানবিক ভাবে বৃদ্ধি করছে। ব্যবসায়ীরা এই বিষয়ে স্মারকলিপি ও প্রদান করে থাকে পৌরসভাকে। কিন্তু , এর কোনো সমাধান বের করতে পারেনি পৌরসভা । তাই কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি ১৭ মে ব্যবসা বন্ধের ডাক দিয়েছে । আমারা এই বন্ধের সাফল্য কামনা করছি ।

রেশন দোকানগুলিতে ইলেকট্রনিক ওজনযন্ত্রের ব্যবহার বাধ্যতামূলক হচ্ছে

কলকাতা, ১৫ মে ঃ আগামী মাস থেকেই রাজ্যের রেশন দোকানগুলিতে ইলেকট্রনিক ওজনযন্ত্রের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ৮ জুন থেকে সমস্ত রেশন দোকানে ই-পস মেশিন যুক্ত ওজনযন্ত্রের ব্যবহার চালু করতে খাদ্যদফতর নির্দেশ দিয়েছে। রেশনের চাল-গম বণ্টন ব্যবস্থায় পুরোপুরি স্বচ্ছতা আনতে এই ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে বলে খাদ্যদফতরের দাবি। ই-পসের সঙ্গে ওজন যন্ত্র যুক্ত থাকলে, একজন গ্রাহককে তাঁর প্রাপ্য বরাদ্দ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই স্লিপ বেরবে। তখন এই লেনদেন খাদ্যদফতরের সার্ভারেও নথিভুক্ত হবে। ফলে গ্রাহক বাস্তবে বরাদ্দ খাদ্যশস্য পাচ্ছে কিনা তা জানা যাবে। এই উদ্যোগের বিরোধিতা করে রেশন ডিলারদের সংগঠন সংঘাতে নেমেছে। অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডোরেশনের উদ্যোগে সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আগামীকাল শুনানির জন্য মামলাটি তালিকাভুক্ত হয়েছে।

কাঁচা মাটির রাস্তার পরিবর্তন হোক, রাস্তা না হওয়ায় ক্ষোভে ফাঁসছে গ্রামের মানুষ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৫ মে ঃ কাঁচা মাটির রাস্তার পরিবর্তন হোক । রাস্তা না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামের মানুষজন । বছরের পর বছর রাজনৈতিক দলের নেতা থেকে শুরু করে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি । গ্রামের প্রায় ২০০ টি পরিবারের মানুষজন যাতায়াতের চরম সমস্যায় পড়ে । রাস্তা কাদায় পরিণত হয়। আর সেই রাস্তা মেরামতের জন্য প্রশাসনে নজর কাড়তে, গ্রামে বিভিন্ন এলাকায় দেওয়া হল পোস্টার। পোস্টারে লেখা এটি একটি অরাজনৈতিক পোস্টের, বেটা গ্রামের পাত্র পাড়া থেকে বিশ্বাস পাড়া সরকারপুকুরপাড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামতের দাবিতে প্রশাসনে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, রাস্তা না হলে ভোট বয়কট। এমনই ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা এক নম্বর ব্লকের মাংরুল গ্রাম পঞ্চায়েত বেটাগ্রাম ২০১ বুথের। যদি এই বিষয়ে মাংরুল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শান্তনু মুখার্জী বলেন, পোস্টারিং এর বিষয়টি আমরা জানি, রাস্তার দৈর্ঘ্য বড়, তাই গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কাজটি করা সম্ভব হয়নি, প্রপোজাল পাঠানো হয়েছে ভোটের পরেই কাজ শুরু হবে।

পুজোর আগেই চুরি হয়ে গেল মহিষমর্দিনীর মূর্তিঃ চাঞ্চল্য মেমারিতে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ মে ঃ বাৎসরিক পুজোর আগেই চুরি হয়ে গেল মহিষমর্দিনী মায়ের মূর্তি। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত বোহার এক নম্বর অঞ্চলে মহিষ ডাঙ্গা গ্রামে। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ । মহিষমর্দিনী মায়ের বাৎসরিক পূজা । প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী এই পুজো । স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মঙ্গলবার মহিষমর্দিনী মায়ের অষ্টধাতুর মূর্তি চুরি হয়ে যায় । মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শীতল দেওয়ার পর সেবায়েত মন্দিরে তালা দিয়ে চলে যান। এদিন সকালে মন্দির পরিস্কার করতে যান দায়িত্বপ্রাপ্ত এক মহিলা । তখনই তিনি দেখেন মন্দিরের গেট ভাঙ্গা । গেট কেটে কেউবা কারা মূর্তিটি চুরি করে নিয়ে গেছে বলে তার অনুমান। ঘটনার পরেই বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনের কাছে জানান পুজো কমিটির সদস্যরা । ইতিমধ্যেই বৃহস্পতিবার পুজো থাকার কারণে গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে এসেছে আত্মীয়-স্বজন । বসেছে মেলা। তবে এবারে সেই উৎসবের জোয়ার থেমে গেছে। মূর্তি খোয়া যাবার কারণে সকলেই চিন্তিত। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন এই নিয়ে মোট চারবার তাদের মূর্তি চুরি হলো। কিন্তু প্রতিকৃতিতে পুজো হবে বলে জানালেন গ্রামবাসীরা। রাতপোহালে মহিষমর্দিনীর বাৎসরিক পুজো তাই মূর্তিটি ফেরত পাওয়ার আশায় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন গ্রামবাসীরা।

যক্ষ্মা রোগীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ, কাঠগড়ায় কাটোয়া হাসপাতাল

দুরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ১৫ মে ঃ যক্ষ্মা রোগীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ। কাঠগড়ায় কাটোয়া হাসপাতাল। অভিযোগ, প্রায় এক বছর হতে চলা মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া ওষুধ দেওয়া হয় যক্ষ্মা রোগীদের। বিষয়টি জেনে প্রতিবাদ করতে গেলে পরিবারের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে কর্তব্যরত চিকিৎসক নার্সদের সঙ্গে। ঘটনার কথা শুনে দ্রুত তদন্তের নির্দেশ হাসপাতাল সুপার বিপ্লব মণ্ডল। কাটোয়ার মিলপাড়ার বাসিন্দা বাসন্তী হাজরার ১৭ বছর বয়সী মেয়ের মাস কয়েক আগে যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ে। চিকিৎসার জন্য যান কাটোয়া হাসপাতালের যক্ষ্মা রোগ বিভাগে। অভিযোগ চিকিৎসার পরে ওষুধ নেই বলে রোগীকে ফিরিয়ে দেয় ও দুর্ব্যবহার করে এই বিভাগের কর্তব্যরত অরূপ রায়। আরও কয়েকদিন রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। গত শুক্রবার এই বিভাগ থেকে ওষুধ দেওয়া হয়। বাড়ি গিয়ে সেই ওষুধ মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ দেখে রোগী ও তার পরিবার। বুধবার পরিবার কাটোয়া হাসপাতালের যক্ষ্মা রোগ বিভাগে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ নিয়ে গিয়ে প্রতিবাদ জানায়। যদিও কর্তব্যরত অরূপ রায় ভুলবশত ওষুধ দেওয়া হয়েছে বলে জানান। তাঁর বক্তব্য, কোনওভাবে তারিখটা দেখা হয়নি। তাড়াহুড়ো কিছু একটা ভুল হয়ে থাকতে পারে। আমরা বিষয়টি দেখে নিচ্ছি। খবর পেয়ে হাসপাতাল সুপার তদন্তের নির্দেশ দেন।

পূর্ব রেলওয়ে

নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. ঃ সিওএম /সিএটিজি/নিউ অ্যালটমেন্ট/অকশন/২০২২ তারিখ ঃ ১০.০৫.২০২৪

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য ডি ক্যাটেগরির স্টেশনসমূহে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে এবং এ১ ও এ ক্যাটেগরির স্টেশনে স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)-তে ক্যাটেরিং পরিষেবা ব্যবস্থার চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও তথ্য জানতে **www.ireps.gov.in** -এর ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। নিলামের বিশদ ঃ **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ সিএটিজি- এইচডব্লুএইচ-২০২৪-এম। ক্রমিক নং.; এসইকিউ নং.; লট নং./বিভাগ, বিবরণ; বন্ধের তারিখ/সময়** নিম্নরূপ ঃ **(১) এএ/১; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসএনটি-জিএমইউ-৭৭-২৪-১ [(ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)];** ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা (জিএমইউ) অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৭.০৫.২০২৪, সকাল ১০টা ৩০ মিনিট। **(২) এএ/২; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনএইচটি-জিএমইউ-৭৬-২৪-১ [(ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)];** ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা (জিএমইউ) সংরক্ষিত; ১৭.০৫.২০২৪, সকাল ১০টা ৪০ মিনিট। **(৩) এবি/১; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ- এইচডব্লুএইচ - এসএমইউ-৫৯-২৪-১ [(ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)];** ক্যাটারিং ইউনিট (এসএমইউ) সংরক্ষিত; ১৭.০৫.২০২৪, সকাল ১০টা ৫০ মিনিট। **(৪) এবি/২; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ- বিডব্লুএন -এসএমইউ-২৮-২৪-১ [(ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)];** ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা (এসএমইউ) সংরক্ষিত; ১৭.০৫.২০২৪, সকাল ১১টা। **দর একক ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি (ক্র. নং. ১ থেকে ৪ -এর জন্য)। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ৫ %** (ক্র. নং. ১ থেকে ৪ -এর জন্য)। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার ঃ** ০ (ক্র. নং. ১ থেকে ৪ -এর জন্য)। HWH-60/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KABIRDAS INVESTMENTS LIMITED

(CIN : L65993WB1974PLC157598)

REGD. OFFICE : AZIMGANJ HOUSE,UNIT NO 3B, 5TH FLOOR , 7, CAMAC STREET, KOLKATA-700017

Phone No. : (033) 2282-5513,

E-MAIL: kilgroup2010@gmail.com ; Website: www.kabirdasinvestmentslimited.com

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(Rs. In Lakhs)

SL No	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		March-31 2024 Audited	Dec-31 2023 Unaudited	March-31 2023 Audited	March-31 2024 Audited	March-31 2023 Audited
1	Revenue From Operation	7.11	8.15	3.80	33.72	22.27
2	Other Income	-	-	0.00	-	0.01
3	Total Income	7.11	8.15	3.80	33.72	22.28
4	Total Operating Expenses	43.83	46.00	16.71	127.45	61.22
5	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extra-ordinary items #)	(36.72)	(37.85)	(12.91)	(93.74)	(38.95)
6	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/ or Extra-ordinary items#)	(55.31)	(37.87)	(30.21)	(112.36)	(56.71)
7	Total Comprehensive income for the period /year (Comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	89.09	425.97	(94.73)	1122.13	(5.28)
8	Equity Share Capital (of Rs. 1/- each)	39.57	39.57	39.57	39.57	39.57
9	Other Equity				2521.66	1399.54
10	Earning Per Share (of Rs. 1/- each) (not annualised) Basic	(1.40)	(0.96)	(0.76)	(2.84)	(1.43)
	Diluted	(1.40)	(0.96)	(0.76)	(2.84)	(1.43)

The Company does not have any Exceptional and Extra-ordinary items.

Key Numbers of Standalone Financial Results (Rs. In Lakhs)

SL No	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		March-31 2024 Audited	Dec-31 2023 Unaudited	March-31 2023 Audited	March-31 2024 Audited	March-31 2023 Audited
1	Total Revenue From Operation	7.11	8.15	3.80	33.72	22.28
2	Profit Before Tax	(36.72)	(37.85)	(12.91)	(93.74)	(38.95)
3	Profit After Tax	(55.23)	(37.85)	(30.12)	(112.25)	(56.53)
4	Total Comprehensive Income	89.17	425.99	(94.64)	1122.24	(5.09)

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Yearly Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Yearly Audited Financial Results is available on the website of MSE (www.msei.in) and on the Company's website (www.kabirdasinvestments.com).
2. The Financial Result of the Company/Group for the quarter and year ended 31 March 2024, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 15th May 2024 and have been audited by the Statutory Auditor.
3. The Statutory Auditors have provided un-modified audit report on the Quarterly and Annual Audited Financial Results (Standalaone and Consolidated) to the Company for the period ended on March 31, 2024.

By Order of the Board of Directors
For **Kabirdas Invesments Ltd.**
Sd/-
Zubin Dipak Mehta
Director
DIN : 06558255

Place : Kolkata
Date : 15th May, 2024

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এনআইটি/০২/২৪/২৬, তারিখ ১৩.০৫.২০২৪। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নম্বর ও টেন্ডার নম্বর; বিবরণ; ইএমডি** যথাক্রমে ঃ **(১) ০৮২৩১১০৬;** কেইএল নির্মিত রেগুলেটর র‍্যাক সংগ্রহ ইত্যাদি;₹ ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ২৭.০৫.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২) ২২২৪৫৩৯২;** অ্যাসফেরিক ব্যালান্স কার্ভ সমেত এমআইসিএস ফোল্ডেবেল প্রিলোডেড অ্যাসফেরিক পোস্টিরিয়র চেম্বার হাইড্রোফোবিক সফ্ট অ্যাক্রিলিক আইওএল। হ্যাপটিক মেটিরিয়াল সফ্ট অ্যাক্রিলিক হতে হবে এবং পিএমএমএ-এর সঙ্গে 'এ' কনস্ট্যান্ট ১১৮.৩ থেকে ১১৮.৫ হবে; ₹০। **(৩) ২২২৪৫৩৯৩;** ইন্টারমিডিয়েট ভিশন এবং সম্প্রসারিত ফোকাস গভীরতা সমেত সিঙ্গল প্রিস ইউভি ব্লকিং হাইড্রোফোবিক অ্যাক্রিলিক সিঙ্গল মোনোফোকাল পিসিআইওএল। অপটিক্যাল বায়োমেট্রি 'এ' কনস্ট্যান্ট ১১৯.২ থেকে ১১৯.৫। পোস্টিরিয়র স্ফেরিকাল এবং অ্যান্টিরিয়র অ্যাসফেরিক উপরিতল; ₹০। **(৪) ২২২৪৫৩৯৪;** অ্যামন অ্যাপেল, ৩৬০ ডিগ্রি এবং বর্ধিত চৌকোনা প্রান্ত সমেত হাইড্রোফিলিক অ্যাক্রিলিক প্রি লোডেড অ্যাসফেরিক এমআইসিএস সিঙ্গল পিস পিসিআইওএল 'এ' কনস্ট্যান্ট ১১৮.০ অপটিক সাইজ ৬.০০ মিমি সব মিলিয়ে দৈর্ঘ্য ঃ ১২.৫ মিমি, ২.২ মিমির ইনসিসন রিফ্লেক্টিভ ইনডেক্স ১.৪৬; ₹০। **টেন্ডার খোলার তারিখ** ঃ ক্র নং. ২, ৩ ও ৪-এর জন্য **২৯.০৫.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৫) ১০২৩২৫০১;** লো মেনটেন্যান্স লেড অ্যাসিড ব্যাটারি ৭৫ এএইচ; ₹ ৪,৪৩,৫৪০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ৩১.০৫.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (৬) ১০২৪২৩৪২;** ডায়গনোস্টিক কন্ট্রোলের জন্য প্রফেসর কার্ড ইত্যাদি; ₹ ৫৪,৯৩০। **(৭) ১২২৩৫৩৩৮;** (১) কার্ভ সুইচ ৬০ কেজি (৮.৫-এ১) ফিটিংস সমেত। টি-৪৯৬৬। (২) আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৫৬৯২ অল্ট-৩ অনুসারে পিএসসি স্লিপারের ওপর ১৬ টার্নআউট-৬০ কেজি রেল-এর ১৬তে ১বিজি-র জন্য ১১২০০মিমি ওভাররাইডিং সুইচসমূহ উৎপাদনও সরবরাহ। (৩) ১২ তে ১ বিজির জন্য ১০১২৫ মিমি ওভাররাইডিং সুইচসমূহ (কার্ভড) উৎপাদন এবং সরববাহ ইত্যাদি; ₹ ৪,৬১,৮২০। **(৮) ২০২২১০৪৪এ;** বগি বোলস্টার অ্যারেঞ্জমেন্ট সংগ্রহের কাজ। আইসিএফ ড্রয়িং নং. ডিএমইউ/ডিপিসি-০-৪-০০১, সিওএল-II, অল্ট-এম/৮ (স্মল এম বাই ৮) ইত্যাদি অনুসারে এম/কোচ (আধুনিকীকৃত বগি) সম্পূর্ণ ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ৬৫,৮৭০। **(৯) ২০২৪১৮৮২;** অ্যাক্সেল গাইড হেলিক্যাল স্প্রিং (কোড-জি৫১) এমইএমইউ টিআর কোচসমূহের; ₹ ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ক্র নং. ৬, ৭, ৮, ও ৯-এর জন্য **০৩.০৬.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১০) ১০২৩১৭৯৩বি;** ট্রান্সফরমার অয়েল কুলিং ব্লোয়ার ক্রয় ইত্যাদি; ₹ ৩,০৬,৬৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ০৪.০৬.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১১) ১৫২৪৫০০৮এ;** ডিজেল চালিত এয়ার কমপ্রেশার ৪৫০ সিএফএম, ১০ কেজি এসকিউইএম ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা, সরবরাহ ও সূচনা; ₹০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ০৫.০৬.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১২) ০১২৪১৪৬৭;** হাই প্রেশার রবার ফ্লেক্সিবেল পাইপ ইত্যাদি;₹০। **(১৩) ০৪২৪৫০১০;** অ্যানেক্স্যার-এ অনুসারে বৈদ্যুতিক দফাসমূহের সেট সংগ্রহ (১৯টি দফা); ₹১,৭০,৫৯০। **(১৪) ১৫২৪৫০৩১;** ইনভার্টার ভিত্তিক এমআইজি এমএজি ওয়েল্ডিং প্ল্যান্ট; ₹ ৩,৩০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ক্র নং. ১২, ১৩, ও ১৪-এর জন্য **১০.০৬.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১৫) ১৫২৩৫১৭১বি;** ডাইনামিক ব্যালান্সিং মেশিন ইত্যাদি; ₹ ৬৪,০০০। **(১৬) ১৫২৪৫০৩৪;** পাওয়ার প্যাক, আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সহ হাক বোল্টিং মেশিন সরবরাহ, সূচনা এবং প্রতিষ্ঠা; ₹ ৯৬,৫৪০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ক্র নং. ১৫ ও ১৬-এর জন্য **১২.০৬.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১৭) ১৫২৪৫০৩২;** ডিজেল হাইড্রলিক রোড মোবাইল ক্রেন, ক্ষমতা ২০ টন ইত্যাদির সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনা; ₹ ৭৮,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ১৭.০৬.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১৮) ২০২৪২১০০;** ৬" ডুপ্লেক্স এয়ার প্রেশার গেজ অ্যাসেম্বলি। ইএমইউ এবং এমইএমইউ-তে ব্যবহারের জন্য স্বতঃ আলোকিত এলইডি ধরনের। কেপিএ ড্রয়িং নং ইআর/কেপিএ.ইএল. পিএন. ৩এইচই.২৩০২ সি; ₹ ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ১৮.০৬.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (১৯) ১৫২৪৫০৩৩;** পাওয়ার প্যাক এবং যন্ত্রপাতি সমেত হাক বোল্টিং মেশিন সরবরাহ, সূচনা এবং প্রতিষ্ঠা; ₹ ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ১৯.০৬.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২০) ১০২৪১১১৮;** ট্র্যাকশন মোটর কুলিং ব্লোয়ার -এর জন্য মোটর ইত্যাদি; ₹ ২,৪০,৬০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ২১.০৬.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২১) ১০২৪১০০৭;** গিয়ার কেস অ্যাসলি; ₹৩,৩৪,৯৩০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ০২.০৭.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২২) ১০২৪২২২১;** রিলে কিউআরএসআই ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ₹ ৯৪,১২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ০৮.০৭.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২৩) ২০২৪১০১৭;** ইএমইউ এম/কোচের অ্যাক্সেল বক্স গাইডের হেলিক্যাল স্প্রিং; ₹ ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ২২.০৭.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২৪) ২০২৪১১৩৪;** ইএমইউ/এমইএমইউ -এর সরলীকৃত ব্যাটারি চার্জার। ₹ ৯৩,১৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ২৪.০৭.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে দরপ্রস্তাব জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য ও অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। STORES-10/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে রোহিতদের মাত্র একটি ম্যাচ!

মুম্বই, ১৫ মেঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ফাইনাল ২৬ মে। গত বারের মতো আবহাওয়া সমস্যা হয়ে না দাঁড়ালে সেদিনই ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। জুনের শুরুতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। মাঝে হাতে গোনা কয়েকটা দিন। ভারতীয় দল দু-ভাগে রওনা দেবে। প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছিল, লিগ পর্ব শেষের পরই প্রথম ব্যাচ চলে যাবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৫ ও ২৬ মে দু-ভাগেই রওনা হবে ভারতীয় দল। আইপিএল ফাইনালে অংশ নেওয়া ক্রিকেটাররা ২৬ তারিখ ম্যাচ খেলে রওনা হবে। রোহিত, সূর্য, হার্দিক, বুমরার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স প্লে-অফের দৌড় থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছে। প্রথম ব্যাচে তাদের যাওয়া নিশ্চিত। যদিও বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে মাত্র একটিই ম্যাচ খেলবে ভারত। যা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে। গত টি-টোয়েন্টি

বিশ্বকাপের পর থেকে এই ফরম্যাটে দেশের জার্সিতে খেলেননি বেশ কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটার। ভারতের শেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজ ছিল ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। সেই সিরিজে ফিরেছিলেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির মতো দুই তারকা। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলছেন ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকা ক্রিকেটাররা। পুরো টিম হিসেবে প্রস্তুতির সুযোগ মেলেনি ভারতের। সে কারণেই প্রস্তুতি ম্যাচ বেশি প্রয়োজন ছিল। কম্বিনেশন দেখে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যেত। ক্রিকবাজের খবর অনুযায়ী, ভারতীয় বোর্ড অনুরোধ করেছে একটি মাত্র প্রস্তুতি ম্যাচও যেন নিউ ইয়র্কেই করা হয়। টিম প্রথমে সেখানেই যাবে। আইসিসি এবং বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড চেয়েছিল প্রস্তুতি ম্যাচটি ফ্লোরিডায় করতে। ভারতীয় বোর্ড অনুরোধ করেছে, যাতায়াতের ক্লান্তি কাটাতে নিউ ইয়র্কেই ম্যাচটি করার। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ খেলে এমনিতেই ক্রিকেটাররা ক্লান্ত। সে কারণে যাতায়াতের জন্য যতটা সম্ভব কম সময় ব্যয় করতে চাইছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। প্রস্তুতি ম্যাচও একটাই। বাকি সময়টা নিজেদের মতো প্রস্তুতি সারবে ভারত। কম্বিনেশন দেখে নেওয়ার জন্য একটা প্রস্তুতি ম্যাচ কি যথেষ্ট?

তিনজন ফুটবলারকে ছেড়ে দিচ্ছে মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ মেঃ আইএসএলের লিগশিল্ড জিতলেও হাতছাড়া হয়েছে কাপ। পরের মরসুমে তবু শক্তিশালী দল গড়ায় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না মোহনবাগান। দল থেকে কিছু ফুটবলারকে যেমন ছেড়ে দেওয়া হবে, তেমনই নেওয়া হবে নতুন ফুটবলারও। শুধু আইএসএলই নয়, পরের মরসুমে এশীয় পর্যায়েও ভাল খেলতে মরিয়া মোহনবাগান। সব ঠিকঠাক চললে পরের মরসুমে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলতে দেখা যাবে দুই বিশ্বকাপারকে। জেসন কামিংস তো রয়েছেনই। তাঁর সঙ্গে জেমি ম্যাকলারেনের খেলা অনেকটাই পাকা বলে সূত্রের খবর। কোনও অঘটন না ঘটলে কিছু দিনের মধ্যে ম্যাকলারেনের সইয়ের খবর জানিয়ে দেওয়া হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলে খেলা নিয়ে যে সমস্যা চলছিল, তা মিটেছে বলেই খবর। মোটা টাকায় ম্যাকলারেনের চুক্তি করতে চলেছে মোহনবাগান। গোটা দলের সবচেয়ে দামি ফুটবলার হতে চলেছেন তিনি। বাকি বিদেশিদের থেকে অনেকটাই বেশি টাকা পাবেন। তবে বাকিদের থেকে তাঁর গুণমানও যে ভাল তা নিয়ে সন্দেহ নেই। দীর্ঘ

দিন অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলে খেলাই শুধু নয়, ম্যাকলারেন অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতাও। এ দিকে, লালরিনলিয়ানা হামতে এবং কিয়ান নাসিরিকে ছেড়ে দেওয়া নিশ্চিত। তাঁরা চেন্নাইয়িনে সই করতে চলেছেন। সেটিরও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কিছু দিনের মধ্যে হয়ে যাবে। এ ছাড়া, গ্লেন মার্টিন্সকেও ছেড়ে দেওয়া হবে। গোয়া থেকে গ্লেনকে নিয়ে এসেছিলেন প্রাক্তন কোচ ফেরান্দো। কিন্তু হাবাসের অধীনে গ্লেন সুযোগই পাননি। তিনি হাবাসের পরিকল্পনাতেও নেই বলে জানা গিয়েছে।

সচিনের নিরাপত্তারক্ষীর আত্মহত্যা

মুম্বই, ১৫ মেঃ আত্মঘাতী হলেন সচিন তেন্ডুলকরের এক নিরাপত্তারক্ষী। ভিভিআইপিদের জন্য নির্দিষ্ট নিরাপত্তারক্ষী দলের জওয়ান তিনি। গুলি করে আত্মহত্যা করলেন ওই জওয়ান। মঙ্গলবার রাতে মহারাষ্ট্রের জামনের শহরে এই ঘটনা ঘটেছে। তিনি মহারাষ্ট্রের রাজ্য রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (এসআরপিএফ) সদস্য। জানা গিয়েছে, ওই জওয়ানের নাম প্রকাশ কাপড়ে। ছুটিতে তিনি নিজের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাতে হঠাৎই নিজের সার্ভিস রিভলবার গলায় ঠেকিয়ে গুলি চালিয়ে দেন। তাঁর বাবা-মা, স্ত্রী, দুই নাবালক সন্তান, ভাই এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য রয়েছেন। জামনের থানার পুলিশ ইনস্পেক্টর কিরণ শিন্ডে জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাত ১.৩০ নাগাদ এই ঘটনা ঘটেছে।

চিন্তার কিছু নেই বিশ্বকাপে ভালোই খেলবে রোহিত

হিটম্যানের অফ ফর্ম নিয়ে বার্তা সৌরভের

নয়াদিল্লি, ১৫ মেঃ আইপিএলের শেষ কয়েকটা ম্যাচ একদম ভালো যায়নি রোহিত শর্মার। টানা ব্যাটে রানের খরা চলছে। এরই মধ্যে কয়েক সপ্তাহ পরই শুরু টি২০ বিশ্বকাপ। সেখানে দেশের অধিনায়কত্ব করবেন রোহিত শর্মা। তাঁর আগে অধিনায়কের ব্যাটেই রানের খরা চলায় তাঁকে নিয়ে বেজায় চিন্তায় টিম ম্যানেজমেন্ট। একদিনের বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা পারফর্মার রোহিত, কিন্তু টি২০ বিশ্বকাপের আগে এবারে যেন একদম নিষ্প্রভ। অবশ্য মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ড্রেসিং রুমের পরিবেশ যে কিছুটা হলেও তাঁর খেলায় প্রভাব ফেলেছে সেকথা বলাই বাহুল্য। জাতীয় দলের অধিনায়ক তিনি, অথচ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে তিনি খেলছেন জাতীয় দলের তাঁরই ডেপুটির নেতৃত্বে, বিষয়টা মানসিকভাবে মানা একটু কঠিন, সে যতই পেশাদার হন না কে। তবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আশা, রোহিত ফর্মে ফিরবেন। আইপিএলের সঙ্গে আইসিসি ইভেন্টের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে, তাই বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, ''রোহিতের অফ ফর্ম নিয়ে চিন্তার কোনও কারণই নেই। ঠিক সময়ই নিজের ছন্দে ফিরবেন এই মুম্বইকর ব্যাটসম্যান।'' এবারের টি২০ বিশ্বকাপের ভারতের স্কোয়াডেরও যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন মহারাজ।

সম্প্রতি প্রবীণ আমরের লেখা বই উদ্বোধনে গিয়ে এই মন্তব্য করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে শতরান করলেও রোহিতের পারফরমেন্স এরপর নিম্নমুখী। শেষ কয়েকটা ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৬, ৮, ৪, ১১, ৪ এবং ১৯ রান। যদিও সেই নিয়ে চিন্তিত নন মহারাজ। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, ''এবারে ভারতীয় দল খুব ভালো। বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা ভালোই খেলবে। বড় প্রতিযোগিতায় রোহিত ভালো খেলে। তাই আইসিসি ইভেন্টে রোহিত ভালোই পারফর্ম করবে।'' নিজের প্রথম চার টি২০ বিশ্বকাপে রোহিত শর্মার রান ছিল যথাক্রমে ৮৮, ১৩১, ৮৪ এবং ৮২। ২০১৪ টি২০ বিশ্বকাপে ওপেনার হিসেবে ২০০ রান করেছিলেন, সেবার ভারত রানার্স আপ হয়। ২০১৬ সালে করেন মাত্র ৮৮ রান। ২০২১ এবং ২০২২ টি২০ বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা করেছিলেন ১৭৪ এবং ১১৬ রান। নিজের নবম বিশ্বকাপে খেলতে নামবেন রোহিত শর্মা। টি২০ বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত ৩৯টি ম্যাচে রোহিত করেন ৯৬৩ রান, যা মোটেই খুব ভালো পরিসংখ্যান নয়। এটাই হয়ত তাঁর শেষ সুযোগ অধিনায়ক হিসেবে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের, তাই রোহিত নিশ্চয় চাইবেন আইপিএলের খারাপ অভিজ্ঞতা ভুলে নতুন করেই মার্কিন মুলুকে শুরু করতে।

টি২০ বিশ্বকাপে লারার বাজি আফগানিস্তান

বার্বাডোজ, ১৫ মেঃ টি২০ বিশ্বকাপে এবার ব্রায়ান লারার বাজি আফগানিস্তান। রশিদ খানদের সেমিফাইনালে দেখছেন লারা। জুনে বিশ্বকাপ শুরু হবে। তার আগে বিভিন্ন প্রাক্তন নিজেদের পছন্দমতো সেমিফাইনালের লাইনআপ তৈরি করছেন। লারা সংবাদসংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়ে দিয়েছেন, ''আমার মতে আফগানিস্তান এবার চমক দেখাবে। তারা মেগা আসরে শেষ চারেও যেতে পারে। কারণ আফগানিস্তান দল টি২০ ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলছে।'' পাশাপাশি নিজেদের দেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজকেও কালো ঘোড়া বলছেন লারা। ত্রিনিদাদ রাজপুত্রের কথায়, ''নিজেদের দেশে বিশ্বকাপ খেলবে, তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আমি এগিয়ে রাখব। নিজেদের দেশে ম্যাচ খেলা মানে বাড়তি আত্মবিশ্বাস, যেটা সব দলই পেয়ে থাকে।''

টি২০ ক্রিকেটে বিরাট কোহলিকে ছাড়িয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন বাবর

দুবাই, ১৫ মেঃ আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেটে বিরাট কোহলিকে ছাড়িয়ে অনন্য কীর্তি গড়েছেন পাকিস্তানের ক্রিকেটার বাবর আজম। টি২০ ম্যাচে ৫০ বা পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস খেলায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন বাবর। সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের এই ক্রিকেটে ৩৯ বার ৫০ বা পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস খেলেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি২০ ম্যাচে এই রেকর্ড গড়েন বাবর। এই ম্যাচে ৪২ বলে ৭৫ রানের অনবদ্য এক ইনিংস খেলেন তিনি। এতেই ২০ ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড গড়েন বাবর। আইরিশদের বিপক্ষে পাকিস্তানের সিরিজ শুরু হওয়ার আগে এই রেকর্ডটি নিজের করে রেখেছিলেন ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার কোহলি। সিরিজের প্রথম ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি করে কোহলির রেকর্ডে ভাগ বসান বাবর। দ্বিতীয় রান না পেলেও তৃতীয় ম্যাচে এসেই কোহলিকে পেছনে ফেলে দেন পাকিস্তান অধিনায়ক। আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেটে বাবরের হাফসেঞ্চুরি রয়েছে ৩৬টি। এছাড়া ৩টি হাফসেঞ্চুরিকে সেঞ্চুরির রূপ দিয়েছিলেন তিনি। যে কারণে বাবরের ৫০ বা পঞ্চাশোর্ধ রানের ইনিংস হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯টি। অপরদিকে কোহলির মোট হাফসেঞ্চুরি ৩৭টি। এর সঙ্গে একটি সেঞ্চুরি আছে ভারতীয় এই টপঅর্ডারের। সে হিসেবে কোহলির পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস রয়েছে ৩৮টি। এই তালিকায় তৃতীয়স্থানে আছেন ভারতীয় ক্রিকেটার রোহিত শর্মা। তাঁর মোট হাফসেঞ্চুরির সংখ্যা ৩৪টি।

আরও এক বছর থেকে যান টেস্টের কোচ হিসেবে, দ্রাবিড়কে অনুরোধ রোহিতদের

মুম্বই, ১৫ মেঃ এই বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরেই রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। টিম ইন্ডিয়ার জন্য নতুন কোচের খোঁজ ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই)। বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহ ইতিমধ্যে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, দ্রাবিড় যদি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরে ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে থাকতে চান, তবে তাঁকে আবার আবেদন করতে হবে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তবে জানা গিয়েছে যে, রাহুল দ্রাবিড় আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরে আর ভারতের কোচ হিসেবে থাকতে একেবারেই আগ্রহী নন। এবং এই বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছেন। একটি প্রতিবেদন অনুসারে, দ্রাবিড় কোচ হওয়ার জন্য কোনও ভাবেই পুনরায় আবেদন করবেন না। তিনি নাকি অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে তাঁর মেয়াদ আর বাড়াতে চান না। সেই প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে যে, দলের কিছু সিনিয়র প্লেয়ার দ্রাবিড়কে আরও এক বছরের জন্য ভারতের টেস্ট দলের কোচ হিসেবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। এবং তিনি ঠিকই করে ফেলেছেন যে, ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে আর থাকবেন না তিনি। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরে তিনি চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছিলেন। তবে সেটা শেষ হলে, আর কোনও ভাবেই মেয়াদ তিনি বাড়াবেন না। দ্রাবিড় যদি ভারতের টেস্ট দলের কোচ হিসেবে থাকতে রাজি হতেন, তবে হয়তো বিসিসিআই ফরম্যাট-বিশেষজ্ঞ কোচ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিত। কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নেই। যাইহোক নতুন কোচের খোঁজ সবে শুরু হয়েছে। এমনকী এনসিএ প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণের নাম নিয়েও অনেক জল্পনা চলছে। প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটসম্যান এর আগে কয়েকটি সিরিজে দ্রাবিড়ের অনুপস্থিতিতে প্রধান কোচ হিসেবে দলের প্রধান কোচের দায়িত্বও পালন করেছেন। তবে এটাও জানা গিয়েছে যে, স্থায়ী প্রধান কোচের চাকরির জন্য তিনি শীর্ষ প্রার্থীদের মধ্যে নেই। রিপোর্ট অনুযায়ী, বিসিসিআই কিছু বিদেশি কোচের নাম নিয়ে আলোচনা করছে। এর আগে, বোর্ডের সচিব জয় শাহ নিশ্চিত করেছিলেন যে, প্রধান কোচের ভূমিকার জন্য বিদেশি বিকল্পগুলিও বিবেচনা করা হবে। বিসিসিআই সচিব বলেছিলেন, ''নতুন কোচ ভারতীয় না বিদেশি হবে, তা আমরা নির্ধারণ করতে পারি না। যদি ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি বিদেশি কোচ নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাতে আমি হস্তক্ষেপ করতে পারি না।'' যা শোনা যাচ্ছে তাতে, ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে প্রবল ভাবে আলোচনায় রয়েছেন স্টিফেন ফ্লেমিং এবং রিকি পন্টিং। এই দুই বিদেশি বর্তমানে যথাক্রমে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজি চেন্নাই সুপার কিংস এবং দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রধান কোচের দায়িত্বে রয়েছেন। লখনউ সুপার জায়ান্টসের কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার হলেন আরেক বিদেশি, যাঁকে নিয়েও জল্পনা রয়েছে। তবে এখনও কিছুই ঠিক হয়নি। এদিকে এরই মধ্যে আরেক প্রাক্তন ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণও নাকি জানিয়েছেন তিনি ভারতীয় দলের কোচের পদে আবেদন করবেন না। সঠিক মানের ভারতীয় কোচ না পেলে সেক্ষেত্রে বিদেশি কোচের পথে হাঁটতে পারে টিম ইন্ডিয়া। উল্লেখ্য ২০০৩ বিশ্বকাপের সময় ভারতের কোচ ছিলেন জন রাইট। এরপর ২০১১ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের দায়িত্ব সামলেছিলেন গ্যারি কার্স্টেন। তবে ডানকান ফ্লেচারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর গত এক দশকে ভারতীয়রাই কোচের পদে থেকেছেন। যদিও এরই মধ্যে নাম ভাসছে কিউয়িদের প্রাক্তন অধিনায়ক স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের। শোনা যাচ্ছে সিএসকের প্রধান কোচ ভারতীয় দলের হেডস্যার হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে মহেন্দ্র সিং ধোনির থেকেই ফ্লেমিংয়ের খুঁটিনাটি জেনে নিতে পারবে বোর্ড। যদিও টি২০ বিশ্বকাপের মধ্যেই কোচ নির্বাচন পদ্ধতিতে চলায় রাহুল দ্রাবিড়ের ফোকাস নষ্ট হবে না তো, এই প্রশ্নই তুলছেন অনেকে।

৪২ বছর পর 'চ্যাম্পিয়নস লিগে' প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন অ্যাস্টন ভিলা

বার্মিংহ্যাম, ১৫ মেঃ ম্যানচেস্টার সিটির কাছে গতকাল রাতে টটেনহাম হটস্পারের হারে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার টিকিট পেয়েছে অ্যাস্টন ভিলা। পেপ গার্দিওলার দলের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে টটেনহাম। ৩৭ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে অ্যাঞ্জে পোস্তেকোগলুর দল। সমান ম্যাচে ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ ভিলা। দুই দলই আর একটি করে ম্যাচ খেলবে। ভিলাকে টপকে চারে উঠে আসার সুযোগ ছিল শুধু টটেনহামেরই। কিন্তু গতকাল রাতে হারের পর এখন নিজেদের শেষ ম্যাচ জিতলেও ৫ পয়েন্টের ব্যবধান ঘুচিয়ে ভিলাকে টপকে চারে উঠে আসতে পারবে না টটেনহাম। ১৯৮২-৮৩ মরসুমের পর এই প্রথম ইউরোপের শীর্ষ ক্লাব প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পেল ভিলা। তার আগের মরসুমে (৮১-৮২) ইউরোপিয়ান কাপ জিতেছিল দলটি। ১৯৯১-৯২ মরসুম থেকে এই প্রতিযোগিতাই চ্যাম্পিয়নস লিগ নামে শুরু হয়। সে হিসাবে চ্যাম্পিয়নস লিগে এবারই প্রথম খেলার সুযোগ পেল ভিলা। সামাজিক

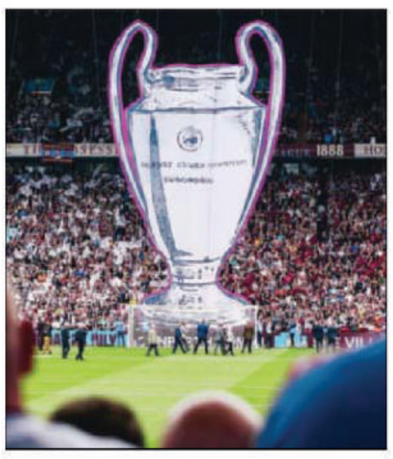

যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ একটি ভিডিও পোস্ট করেছে ভিলা। সেখানে দেখা যায়, সিটির জয়ের পর ভিলা পার্কে বার্ষিক অ্যাওয়ার্ডস নাইটে ভিলার কোচ উনাই এমেরি তাঁর খেলোয়াড়দের নিয়ে উদ্‌যাপন করছেন। গত মরসুমে ইউরোপে তৃতীয় সারির টুর্নামেন্ট কনফারেন্স লিগে খেলেছে ভিলা। সেমিফাইনালে হেরেছে গ্রিসের অলিম্পিকায়োসের কাছে। ইউরোপে শীর্ষ ক্লাব টুর্নামেন্টে নিজেদের সর্বশেষ মরসুমে (৮২-৮৩) কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরে বাদ পড়েছিল ভিলা। ইংল্যান্ডের শীর্ষ ফুটবল লিগের নামকরণ প্রিমিয়ার লিগ করা হয় ১৯৯২-৯৩ মরসুম থেকে। সেবার এবং ১৯৯৫-৯৬ মরসুমে লিগ টেবিলে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ হয়েছিল ভিলা। তবু চ্যাম্পিয়নস লিগে সুযোগ মেলেনি। কারণ এই দুই মরসুমেই লিগ টেবিলে শুধু শীর্ষ দল ইউরোপের শীর্ষ এই ক্লাব প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পেয়েছে। চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নেওয়ার পর ভিলা কোচ এমেরি বলেছেন, ''দিনটা বিশেষ। এখানে (চ্যাম্পিয়নস লিগ) পৌঁছাতে আমরা মরসুমটা শুরু করেছিলাম। চোট থাকলেও আমরা মনোযোগ ধরে রাখতে পেরেছি। চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলতে পারাটা সেরা একটি ব্যাপার। কেউ-ই আশা করেনি আমরা এখানে আসতে পারব।''

হলান্ডের জোড়া গোল, টটেনহামকে হারিয়ে লিগ শিরোপার খুব কাছে ম্যানচেস্টার সিটি

টটেনহাম ০-২ ম্যানচেস্টার সিটি

লন্ডন, ১৫ মেঃ খেলেছে ম্যানচেস্টার সিটি ও টটেনহাম। আর এ দু'দলের ম্যাচের দিকে প্রবল আগ্রহে তাকিয়েছিল আর্সেনাল। সিটি পয়েন্ট হারালেই যে দরজা খুলে যায় মিকেল আরতেতার দলের। কিন্তু পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটিকে আটকাবে কে? এপ্রিল থেকে টানা জয়ের মধ্যে থাকা সিটি টটেনহামকে হারিয়েছে ২-০ গোলে। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে দুটি গোলই করেছেন আর্লিং হলান্ড। এ জয়ে আর্সেনালকে টপকে প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠেছে সিটি। ১৯ মে ওয়েস্ট হামকে হারালেই টানা চতুর্থ লিগ শিরোপা জিতবে গার্দিওলার দল। আর্সেনালের সুযোগ থাকবে শুধু সিটি পয়েন্ট খোয়ালে। ৩১তম রাউন্ড থেকে একটি পয়েন্টও না হারানো সিটি টটেনহাম ম্যাচ নিয়ে বাড়তি চাপেই ছিল। ২০১৯ সালে টটেনহামের নতুন স্টেডিয়ামে খেলা শুরুর পর এখানে লিগের ম্যাচ জিততে পারেনি সিটি। এমনকি একটি গোলও ছিল না হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়নদের। আজ গোলের সেই গোলখরা কাটে ম্যাচের ৫২তম মিনিটে। কেভিন ডি ব্রুইনার গোলমুখে বাড়ানো বল শুধু জায়গামতো পৌঁছে পায়ের টোকায় জালে জড়ান হলান্ড। এই গোলটিই

অবশ্য শোধ দেওয়ার সহজ সুযোগ পেয়েছে টটেনহাম। ম্যাচের ৮৬তম মিনিটে সিটির বদলি গোলকিপার স্টেফান ওরটেগাকে একা পেয়ে যান হিউন-মিন সন। কিন্তু টটেনহামের কোরিয়ান তারকা তাড়াহুড়া করে শট নেন সোজাসুজি, এগিয়ে আসা ওরটেগা এক পা বিছিয়ে দিয়ে গোল প্রতিহত করে ফেলেন। ওরটেগার এই সেভ অনেককে মনে করিয়ে দিতে পারে ২০২২ বিশ্বকাপের ফাইনালে ফ্রান্সের কোলো-মুয়ানির শটে আর্জেন্টাইন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজের সেভকে। ম্যাচের ওই সময়ে টাচলাইনে থাকা সিটি কোচ গার্দিওলা মাথায় হাত দিয়ে হা-হুতাশ করতে করতে এক পর্যায়ে উল্টো হয়ে মাটিতেই পড়ে যান। গার্দিওলার অমন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কারণ, টটেনহাম ম্যাচ ড্র করলেই শিরোপা হাতছাড়া হয়ে যেত সিটির। তবে সনের মিসের পর যোগ করা সময়ে সিটি উল্টো দ্বিতীয় গোলও পেয়ে যায়। জেরেমি ডকুকে পেদ্রো পোরো বক্সের ভেতরে ফেলে দিলে পেনাল্টি পায় সিটি। যা জোরালো শটে কাজে লাগাতে ভুল হয়নি হলান্ডের। লিগে এটি তাঁর ২৭তম গোল। এই গোলে সিটির পয়েন্ট তালিকার এক নম্বরে ওঠা নিশ্চিত তো হয়েছেই, গোল ব্যবধানেও আর্সেনালের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে দলটি। আর্সেনালের গোল ব্যবধান ৬১, সিটির ৬০। অবশ্য গোল ব্যবধানের প্রশ্ন তখনই আসবে, যদি শেষ ম্যাচে সিটি ড্র করলে বা হারলে দুই দলের পয়েন্ট সমান হয়ে যায়। আপাতত পয়েন্টে এগিয়ে সিটিই। সিটির পয়েন্ট ৩৭ ম্যাচে ৮৮, আর্সেনালের ৮৬। শেষ ম্যাচে সিটির প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট হাম, আর্সেনালের এভারটন।

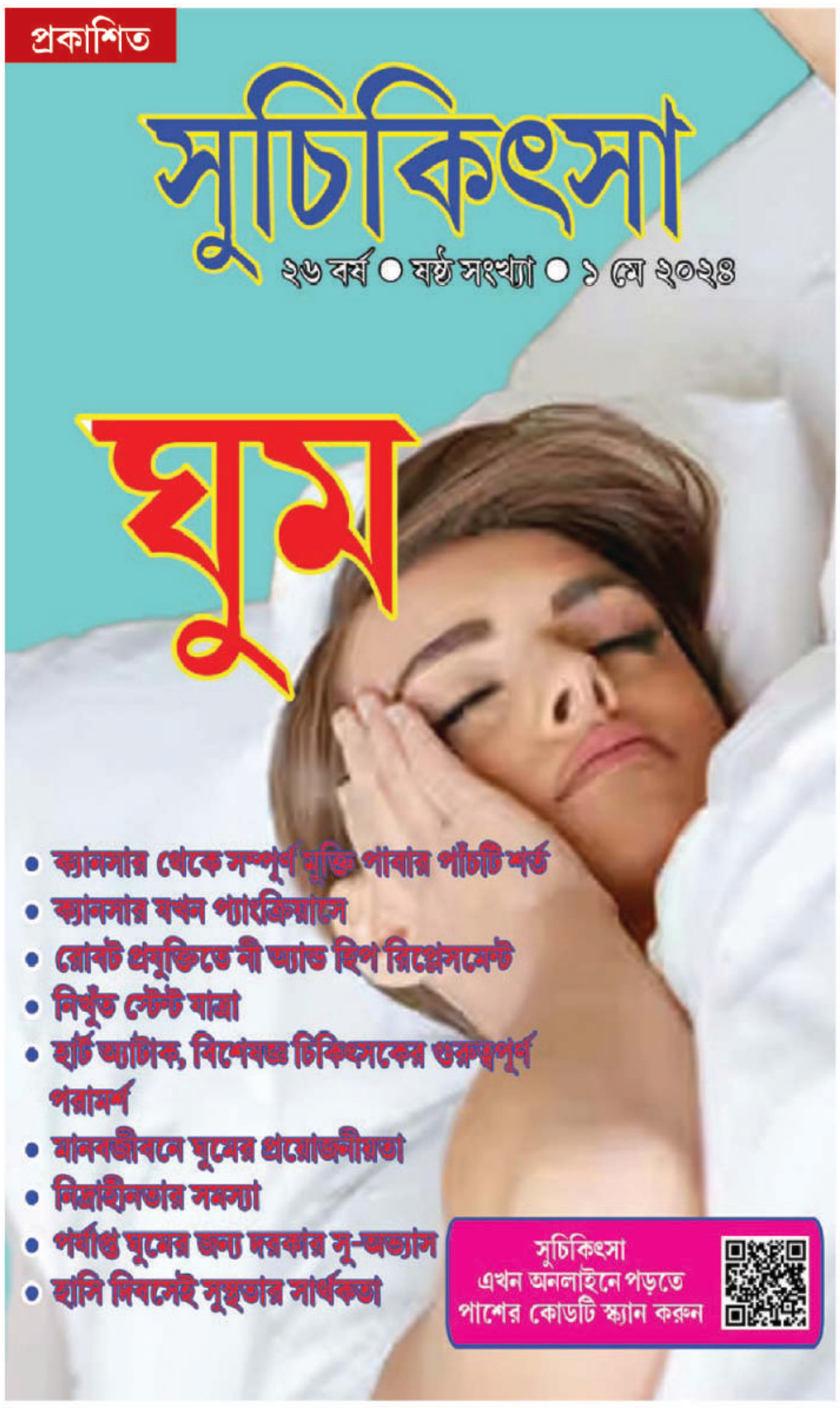

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com